উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,৫০০.৪৭ (-৬৮৯.৮১)
নিফটি : ২৫,১৪৯.৮৫ (-২০৫.৪০)

উড়ান উত্তরবঙ্গ সংবাদের মেধাবৃত্তি নিয়ে বিশেষ পাতা » ১০

দাদাগিরি নিয়ে হুঁশিয়ারি
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দাদাগিরি' বিতর্কের পাহাড়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। মন্ত্রী শশী পাঁজার স্পষ্ট বক্তব্য, সরকারপক্ষ পাশে আছে বলেই দুর্নীতি করে পার মিলবে, এমন কথা নেই। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| শিলিগুড়ি | | জলপাইগুড়ি | | কোচবিহার | | আলিপুরদুয়ার | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ৩৬° | সর্বনিম্ন ২৬° | সর্বোচ্চ ৩৬° | সর্বনিম্ন ২৬° | সর্বোচ্চ ৩৬° | সর্বনিম্ন ২৮° | সর্বোচ্চ ৩৫° | সর্বনিম্ন ২৭° |

দম্পতিকে জোয়ালে বেঁধে হাল চাষ
ওড়িশার রায়গড় জেলার কানজামাঝিরা গ্রামে স্থানীয় নিয়ম ভেঙে প্রেম করে বিয়ে করায় এক তরুণ-তরুণীকে বলদের মতো জোয়ালে বেঁধে হাল চাষ করতে বাধ্য করল গ্রামের একদল মানুষ। » ৭

২৭ আষাঢ় ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 12 July 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 55

# রক্তে রাজনীতি

একইদিনে জোড়া খুন বাংলায়। দুটি ঘটনাই রাজনৈতিক। মালদায় কুপিয়ে মারা হল তৃণমূল সদস্য ব্যবসায়ীকে। ভাঙড়ে আবার গুলি করার পর এলোপাতাড়ি কোপানো হল তৃণমূল নেতাকে।

## জন্মদিনের পার্টিতে খুন তৃণমূল কর্মী

**কল্লোল মজুমদার**

**মালদা, ১১ জুলাই :** অনুষ্ঠানবাড়িতে ঢুকে এক জমি ব্যবসায়ীকে একটি ঘরে আটকে কুপিয়ে খুন করল কয়েকজন দুষ্কৃতী। তাদের বাধা দিতে এসে দুষ্কৃতীদের হাতে জখম হন ব্যবসায়ীর স্ত্রী ও আরও দুজন। বৃহস্পতিবার রাতে ইংরেজবাজারের লক্ষ্মীপুরে এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

মৃত ব্যবসায়ী আবদুল কালাম আজাদের বাড়ি মানিকচকের গোপালপুর গ্রামে। তিনি এলাকার সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত। ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁর নাম মইনুল শেখ। তিনি কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। মইনুল গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের হয়ে ভোটে জিতলেও পরবর্তীতে জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেন। নিহত ও খুনে মূল অভিযুক্ত দুজনেই তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী হওয়ায় বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং লেগেছে।

রাতেই ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ওই তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয় মালদা মেডিকেলে। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত আজাদের স্ত্রী শিউলি খাতুন সহ আরও দুজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজাদ এবং মইনুল একসঙ্গে জমির ব্যবসা করতেন। বৃহস্পতিবার রাতে আজাদ তাঁর স্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন লক্ষ্মীপুরে যান এক পরিচিতের জন্মদিনের পার্টিতে। সেখানেই রাত ন'টা নাগাদ ব্যবসা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়। অভিযোগ, আজাদকে কয়েকজন মিলে ঘরে আটকে কুপিয়ে খুন করে।

শুক্রবার সকালে ইংরেজবাজার থানায় দাঁড়িয়ে আজাদের বাবা মহম্মদ আইনুল হকের অভিযোগ, 'লক্ষ্মীপুরে আমার ছেলের এক পরিচিতের জন্মদিনের পার্টি ছিল। সেই পার্টি হচ্ছিল একটি বাড়িতে। সেখানে এসেছিল আমার ছেলে, বৌমা সহ আরও কয়েকজন। রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ ওদের সঙ্গে থাকা আমাদের গ্রামের এক তরুণ জুলফিকার ফোন করে জানায়, আমার ছেলেকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে মালদায় চলে এসেছি। এখানে এসে শুনতে পারলাম, আজাদকে একটা ঘরে আটকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে খুন করা হয়েছে।'

আজাদের মামা আনসার আলির অভিযোগ, 'আমার ভাগ্নের সঙ্গে মইনুল জমির ব্যবসা করত।

এরপর বারোর পাতায়

মানিকচকের গোপালপুরের বাড়িতে কান্না মৃত ব্যবসায়ীর স্বজনদের।

**খুনের নেপথ্যে**

- জন্মদিনের পার্টিতে একটি ঘরে আটকে খুন করা হয় জমি ব্যবসায়ী আজাদকে
- ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য মইনুল
- স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন আজাদের স্ত্রী ও আরও দুজন
- আজাদ ও মইনুল দুজনে একসঙ্গে জমির ব্যবসা করতেন

## ভাঙড়ে গুলিতে ঝাঁঝরা প্রাণ

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** রক্তস্নাত ভাঙড়। এই শিরোনামটা যেন মোছার নয়। রেজ্জাক মোল্লা থেকে শুরু করে আরাবুল ইসলামের হাত ঘুরে শওকত মোল্লার ভাঙড় একইরকম বিপজ্জনক। যেখানে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও নিরাপদ নন। থানার কাছে হলেও নয়। বৃহস্পতিবার এই সত্যটা আরেকবার স্পষ্ট হল। ভাঙড় থানা থেকে মাত্র ১ কিমি দূরত্বে দুষ্কৃতীরা তৃণমূল নেতা রাজ্জাক খাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করেই ক্ষান্ত হয়নি। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়েছে নৃশংসভাবে। বৃহস্পতিবার রাতের সেই ঘটনায় একজনও ধরা পড়েনি।

লাশের রাজনীতিই ফিরে এসেছে ভাঙড়ে। তৃণমূলের দাদাগিরি থাকলেও ভাঙড়ের বিধায়ক কিন্তু আইএসএফ নেতা নৌশাদ সিদ্দিকী। হত্যাকাণ্ডটির পর নিহত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির দুই সঙ্গীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেও শাসকদলের তির আইএসএফের দিকে। ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা এই খুনের জন্য সরাসরি আঙুল তুলেছেন আইএসএফ বিধায়কের দিকে।

নৌশাদের মদতেই এই পূর্বপরিকল্পিত খুন হয়েছে বলে শওকতের অভিযোগ। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, দলের মিটিং করে ফেরার পথে আক্রান্ত হন একসময় আরাবুলের ভাবশিষ্য রাজ্জাক। বাইকে চার-পাঁচজন দুষ্কৃতী আগে থেকেই পথে ওঁত পেতেছিল। আচমকাই তারা রাজ্জাককে ঘিরে ধরে। শওকতের দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়কে উত্তপ্ত করতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে আইএসএফ।

ভাঙড়ের বিধায়ক কিন্তু পালটা দাবি করছেন, শওকতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই খুনের আসল রহস্য সামনে চলে আসবে। নৌশাদের কথায়, 'এই খুন তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। ভাগবাঁটোয়ারা ও প্রভাব বিস্তার নিয়ে গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা।' পালটা শওকতের বক্তব্য, 'নৌশাদ নোংরা রাজনীতি করছেন। আমরা চাইলে ওঁকে আসামি বানাতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি। আমরাও চাই প্রকৃত তথ্য সামনে আসুক।'

তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের আভাস যেন আছে ভাঙড়ের প্রাক্তন বিধায়ক আরাবুল ইসলামের কথায়।

এরপর বারোর পাতায়

**বধ্যভূমি**

- একের পর এক খুনের জন্য পরিচিত ভাঙড়
- তৃণমূল জমানায় বারবার রক্তাক্ত এলাকা
- বিধায়ক আইএসএফের হলেও দাদাগিরি তৃণমূলের
- শওকত-আরাবুলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের দিকে আঙুল
- আরাবুল বহিষ্কৃত হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি

## ভুটান থেকে পাচার 'সস্তা' আইফোন

**জয়গাঁ, ১১ জুলাই :** এর আগে ভুটান থেকে কখনও জ্বালানি তেল, কখনও মদ, আবার কখনও সোনার বাট পাচারের কথা শোনা গিয়েছে। এবার ভুটান সীমান্ত পার হয়ে জয়গাঁয় 'নয়া আমদানি' আইফোন। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশি অভিযানে ১০টি নতুন আইফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সবক'টিই কোম্পানির নতুন মডেল আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স।

আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স ফোনটির দাম ভারতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। তবে, এই ফোন ভুটানে বিক্রি হয় পৌনে এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি দামে। কারণ ভুটানে আইফোন কিনতে গেলে কোনও কর দিতে হয় না। আর একেবারে জয়গাঁর দোরগোড়ায়, প্রতিবেশী দেশে সস্তায় আইফোন কেনার সুযোগ কি আর ছেড়ে দেয় পাচারকারীরা? তাই সেখান থেকে আইফোনের লেটেস্ট এই মডেলের ফোন পাচার করা হচ্ছে এদেশে। ঢুকছে মূলত জয়গাঁ দিয়েই।

ভুটান থেকে আইফোন নিয়ে এসে এদেশে চোরাপথে বিক্রি করলে পাচারকারীদের মার্জিন কতখানি? পুলিশ সূত্রে জানা গেল, ভুটান থেকে এদেশে পাচারের পর জয়গাঁর বাজারে সেইসব ফোন ১০-২০ হাজার টাকা মার্জিন রেখে বিক্রি করা হচ্ছে। অর্থাৎ চোরাই ফোন কিনতে যদি কেউ উৎসাহী হন, তবে তিনি দেড় লক্ষ টাকার ফোন এক লক্ষ টাকারও কম দামে পেয়ে যাবেন সহজেই। জয়গাঁর কয়েকটি দোকানে তো এমন পাচার হয়ে আসা আইফোন বিক্রি হচ্ছে বটেই, সেইসঙ্গে চোরাই ফোন চলে যাচ্ছে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি বড় শহরে। বিশেষ করে জয়গাঁর সুপার মার্কেট এলাকা এবং সুভাষপল্লি এলাকার জনাকয়েক মোবাইল ব্যবসায়ী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। সেই অনুযায়ী তদন্তও শুরু করেছে তারা।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভুটান থেকে জয়গাঁয় ঢোকেন এক ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে ছিল ১০টি আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স মোবাইল। একটি ব্যাগে করে তিনি মোবাইলগুলি আনছিলেন।

পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তখন তিনি সেই মোবাইলের ব্যাগ ফেলেই চম্পট দেন। পুলিশ তাঁকে ধরতে পারেনি। ব্যাগ খুলে পায় আইফোন। সেগুলির কোনও নথি ছিল না।

জয়গাঁ থানার ওসি মিংমা শেরপা বলেন, 'আমাদের কাছে অনেকদিন আগে থেকেই আইফোন পাচার নিয়ে খবর ছিল। আমরা সতর্ক ছিলাম। মোবাইলগুলি বাজেয়াপ্ত করতে পেরেছি। লাগাতার আমাদের অভিযান চলবে।'

এরপর বারোর পাতায়

**চোরাই ফোন**

- দেড় লক্ষের আইফোন লাখ টাকারও কমে
- তবে সেই ফোনের ওয়ারান্টি কার্ড কিন্তু মিলবে না
- ফোন চালাতে ভরসা করতে হবে ফেস আইডি'র উপর

সাদা চোখে সাদা কথায়

## জনগোষ্ঠীর সমর্থনের অঙ্কটা অত সরল নয়

**গৌতম সরকার**

রাম শ্যামের হাত ছাড়লেন আর যদু এসে শ্যামের হাত পট করে ধরে ফেললেন- অঙ্কটা অত সহজ নয়। হিলকার্ট রোড, রোহিণী রোড কিংবা সেবক রোড, যে পথেই পাহাড়ে চড়ুন না কেন, ঘাসফুলের পতাকা কোথাও দেখবেন না। ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা বলয়ে যান। দেখবেন ঝান্ডার গেরুয়া রং ফিকে হয়ে গিয়েছে। শত্রুর শত্রু কারও বন্ধু হতে পারে। কিন্তু শত্রুর বন্ধুর অন্যের বন্ধু হওয়া অনিশ্চিত সবসময়ই।

জীবনের অন্য ক্ষেত্রের মতো রাজনীতিতে-কূটনীতিতে এটা কঠিন সত্য। পাটিগণিতে যেভাবে অঙ্ক মেলে, রাজনীতি-কূটনীতি তত সরলমতি নয়। বরং অনেক ঘোরপ্যাঁচ, অনেক জটিলতা। জাতপাত, ধর্ম, আত্মপরিচয় ইত্যাদির সূত্র মিশে গেলে অঙ্ক আর মাথায় ঢোকে না তখন। জট পাকিয়ে যায়। ভণিতা না করে বলি। উত্তরবঙ্গে বিজেপির সঙ্গী কমে যাচ্ছে বলে গত সপ্তাহে এই কলামে যা লিখেছিলাম, তার পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু বলা দরকার হয়ে পড়েছে।

আগের লেখাটি পড়ে অনেকে ফোন করেছেন। কেউ কেউ মেসেজে মত জানিয়েছেন। অনেকের বক্তব্য, বিজেপি সঙ্গী হারাচ্ছে মানে নিশ্চয়ই তৃণমূলের পোয়াবারো হবে। কারও কারও জিজ্ঞাসা, তাহলে কি বলতে চাইছেন, উত্তরবঙ্গে পদ্মের বদলে ঘাসফুল চাষের জমির উর্বরতা বাড়ছে? এসব শুনে, পরে মনে হল, নিঃসঙ্গতাতেই কথা শেষ হয়ে যায় না। বাকি কিছু থেকে যায়। সেদিকে আলোকপাত করা দরকার।

২০১১ সালে বাংলার পটপরিবর্তনে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, আদিবাসী, গোর্খা, নেপালি, নস্যশেখ ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলির অবদান অস্বীকার করার নয়। জনগোষ্ঠীগত বৈচিত্র্যে উত্তরের এই 'মিনি ভারতে' গড়ে ওঠা লালদুর্গ হঠাৎ ধসে গিয়েছিল। সিপিএমের নীচুতলার একাংশের ঔদ্ধত্য, স্বেচ্ছাচার ও কিছুটা দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ জনগোষ্ঠীগুলির বিরক্তি-ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছিল ইভিএমে। যদিও জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তৃণমূলের সংগঠনগত বা আদর্শগত বন্ধন শক্ত হয়েছিল বলা ভুল হবে।

২০১৬ পর্যন্ত উত্তরের জনগোষ্ঠীগুলি উজাড় করে ঘাসফুলের বোতামে চাপ দিয়েছে। তখনও বন্ধনের বালাই ছিল না। বামেদের তাৎক্ষণিক বিকল্প হিসেবে তৃণমূলকে বেছে নিয়েছিল জনগোষ্ঠীগুলি। তৃণমূলের সঙ্গে জনগোষ্ঠীগুলির সেই সখ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, প্রত্যাশিতভাবেই জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যাশা ধাক্কা খেয়েছিল। পাহাড়ের গোর্খা-নেপালি জাতিসত্তা বুঝতে পেরেছিল, তৃণমূল সরকার কখনোই গোর্খাল্যান্ডের দাবি মানবে না।

এরপর বারোর পাতায়

## বুমরাহর বাজিমাত

আগুনে স্পেলে এক এক করে নিলেন ৫ উইকেট। সেলিব্রেশনে মজে জসপ্রীত বুমরাহ। লর্ডসে শুক্রবার।

## 'আমার ছেলে চোর নয়, স্যর'

**সিদ্ধার্থশংকর সরকার**

**পুরাতন মালদা, ১১ জুলাই :** 'মা, আমি চুরি করিনি।' চুরির অপবাদ সহ্য করতে না পেরে অপমানে-অভিমানে আত্মঘাতী সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের সুইসাইড নোটে লিখে যাওয়া ওই ছোট্ট কথাটুকু নাড়িয়ে দিয়েছিল আপামর বাঙালির মর্মস্থল। তোলপাড় হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া। মাস দেড়েক আগে ঘটে যাওয়া পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ার সেই মর্মান্তিক ঘটনার কথা যেন ফের মনে করিয়ে দিল পুরাতন মালদার একটি ঘটনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুরাতন মালদা থানার সামনে শোনা গেল এক মায়ের করুণ আর্তি – 'আমার ছেলে চুরি করেনি, স্যর! ওকে ছেড়ে দিন।' ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া ছোট্ট ছেলের নামে চুরির অপবাদ ঘোচাতে বারবার ওই একই আর্তি জানিয়ে হাতজোড় করে কাঁদছিলেন মা। না, পাঁশকুড়ার ওই কিশোরের মতো এক্ষেত্রে কোনও অঘটন বা মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেনি। মায়ের আর্তিতে আস্থা রেখে পুলিশ মানবিক আচরণ দেখিয়ে সেই ছেলেকে মায়ের কাছেই সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে।

পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কংসতলা গ্রাম। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র তার সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে খেলতে খেলতে সবার অলক্ষে উঠে গিয়েছিল গ্রামেরই এক গৃহস্থের ছাদে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, স্রেফ কিশোরসুলভ কৌতূহল, আর খেলার ছলে একটু দুষ্টুমি। ছাদে থাকা পায়রা দেখে মজে গিয়েছিল দুই বন্ধু। কিন্তু মুহূর্তেই বদলে যায় দৃশ্যপট। বাড়ির মালিক জিয়াউল হোসেন তাদের দেখে ফেলেন এবং সন্দেহ করেন, ছেলেরা হয়তো পায়রা চুরি করতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধাওয়া করেন তিনি। বন্ধুটি দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ধরা পড়ে যায় ষষ্ঠ শ্রেণির ওই ছাত্র।

এরপর বারোর পাতায়

চরণরেখা তব যে পথে...

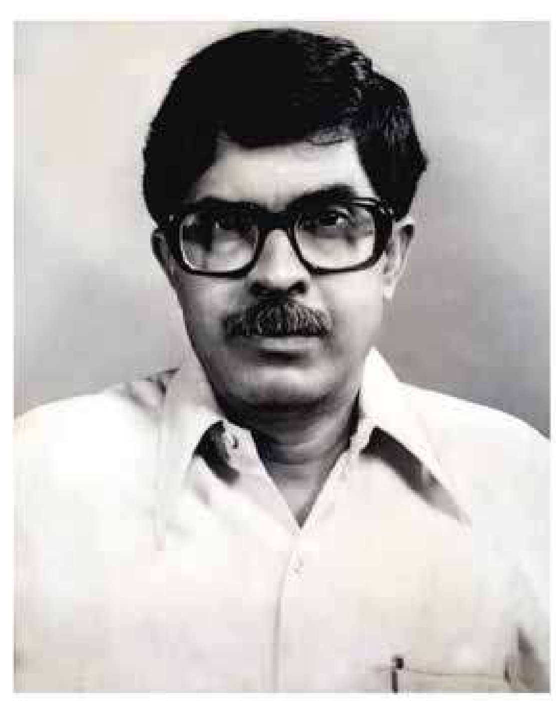

সুহাসচন্দ্র তালুকদার
১২ জুলাই ১৯৩৬
১ মার্চ ২০০৮

লক্ষ্যে অবিচল থেকে সেই পথেই আমাদের যাত্রা।

শুভ জন্মদিনে উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদককে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

www.uttarbangasambad.com | 9735739677
উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর কর্মীবৃন্দ

## গুলি কাণ্ডে ধৃত প্রধানের স্বামী

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** বামেদের ডাকা ধর্মঘটের দিন আলিপুরদুয়ার জেলার একমাত্র পাটকাপাড়া চা বাগানে বড়সড়ো অশান্তি হয়েছিল। গুলিচালনার অভিযোগও উঠেছিল। তবে ধর্মঘটিদের নিয়ে বিরোধ নয়, সেসবই হয়েছিল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে। অভিযোগ ছিল এমনটাই। সেই অভিযোগেই কার্যত সিলমোহর দিয়ে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে একজন তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শেফালি রায়বর্মনের স্বামী রণজিৎ রায়, আরেকজন তৃণমূলের তপসিখাতা অঞ্চল কমিটির চেয়ারম্যান লক্ষ্মীকান্ত রাভার নাতি ঘনশ্যাম রাভা।

পুলিশ শুক্রবার ধৃতদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলে। সেখানে বিচারক দুজনকেই এদিন ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। আর গুলিচালনার প্রসঙ্গে এদিন আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'এখনও কোনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে।' সেদিন রণজিৎ গুলি চালিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন লক্ষ্মীকান্ত। এদিন আদালতের বাইরে রণজিতের আইনজীবী দেবব্রত অধিকারী বলেন, 'অভিযোগ তো যা খুশি করা যায়। তবে সেটা তো আদলাতে প্রমাণ করতে হবে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি গুলির খোল উদ্ধার করেছে। সেটা কোন জায়গা থেকে এসেছে সেটা জানা যায়নি।'

গত দু'বছরে তপসিখাতা অঞ্চলে তৃণমূলের মধ্যে কোন্দল অনেকটা বেড়েছে। সেই ঘটনায় বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে দলকে। দ্বন্দ্ব মেটাতে একাধিকবার বৈঠক করেছেন নেতারা। এবার কোন্দল সামলাতে কড়া ভূমিকায় দেখা গেল পুলিশকে। যদিও গ্রেপ্তারির পর থেকেই সেই ঘটনা থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করছেন তৃণমূল নেতারা। এদিন যেমন এই গ্রেপ্তারি ও কোন্দল নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তুষারকান্তি রায় বলেন, 'প্রধান আমাদের দলে সক্রিয় কর্মী। তবে তাঁর স্বামীর বিষয়টি বলতে পারব না। আর লক্ষ্মীকান্ত রাভা আমাদের দলের নেতা। ওর নাতি দল করে কি না, জানি না।' আর এদিনও তিনি দাবি করেছেন, 'দলে কোন্দল নেই। তবুও বিষয়টির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

তবে গ্রেপ্তারি নিয়ে এদিনও কিন্তু দুই গোষ্ঠীর নেতারা একে অপরের দিকেই আঙুল তুলছেন। এদিন প্রধান শেফালি বলেন, 'ওরাই এসে আমার স্বামীর

এরপর বারোর পাতায়

আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ধৃত দুজনকে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে।

### রেললাইন মজবুত রাখার চেষ্টা

# বোল্ডারে পিচ আটকে ধসের আশঙ্কা রোধ

**পূর্ণেন্দু সরকার**

**জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই :** প্রতিদিন আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বৃষ্টিপাতের খবরাখবর নিচ্ছে রেল। ঝুঁকি নিতে চাইছে না উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন। আলিপুরদুয়ার থেকে জলপাইগুড়ি রোড পর্যন্ত রেললাইনের ধারে মজুত করে রাখা হয়েছে বালির বস্তা, তারজালি এবং বোল্ডার। যাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ওই নির্মাণসামগ্রী দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলি সংস্কার করা যায়। সেইসঙ্গে বোল্ডার দিয়ে বাঁধাই বা পিচিংয়ের মাধ্যমে আটকানো হল ভূমিধসের আগাম আশঙ্কাও। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার কথায়, 'ডুয়ার্সে হাসিমারা থেকে দোমোহনি পর্যন্ত ধসপ্রবণ এলাকাগুলিতে বোল্ডার পিচিং করে মজবুত করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টিতেও যাতে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে, সেই পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।'

প্রতিবছর ভারী বৃষ্টি হলে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের হাসিমারা, মাদারিহাট, বিন্নাগুড়ি, বানারহাট, জলপাইগুড়ি রোড, দোমোহনি, পাহাড়পুরের রেলসেতুগুলোর দিকে বিশেষ নজর থাকে রেলের। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে জুন-জুলাইয়ের ভারী বৃষ্টির জন্য রেলকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি জায়গায় ভূমিধসের জন্য ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল। এবার এখনও সেভাবে ভারী বৃষ্টিপাত হয়নি। ডুয়ার্সে একাধিক নদীর ওপর সেতু এবং উঁচু বাঁধের ওপরের রেললাইনগুলিরও কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু আগামীতে ভারী বৃষ্টি হলে ট্রেন চলাচলে যাতে এই ডিভিশনে কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। তৈরি হয়েছে রেলের নিজস্ব র‍্যাপিড রেসপন্স টিম। আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম জানালেন, আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশন থেকে নদীসংলগ্ন এবং ধসপ্রবণ রেলসেতু লাগোয়া এলাকাগুলিতে নজরদারি চালাচ্ছেন র‍্যাপিড রেসপন্স টিমের সদস্যরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জোনাল রেলওয়ে ইউজার্স কমিটির সদস্য পার্থ রায় জানান, একাধিক বৈঠকে ভরা বর্ষায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা নিয়ে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

**পদক্ষেপ**
- প্রত্যেক বছর নদী এবং বাঁধ সংলগ্ন রেলসেতুগুলি নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয় রেলকে
- এবার সেই ভোগান্তি রুখতে আগেভাগেই নজরদারি শুরু করেছেন রেলকর্মীরা
- ধসপ্রবণ এলাকাগুলি ইতিমধ্যে বোল্ডার দিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে

# একটু পার্কিং পাই কোথায়...

**কার্সিয়াংয়ে প্রশ্ন পর্যটকদের**

**পারমিতা রায়**

**কার্সিয়াং, ১১ জুলাই :** কথা হচ্ছে এক পাহাড়ি শহরের। সেখানে এই রোদ, এই কুয়াশা। শহরের মধ্য দিয়ে সোজা উঠে গেলেই ডাউহিল, গা ছমছমে আকর্ষণ। যাঁরা একটু ঘুরতে ভালোবাসেন, ইতিমধ্যেই নিশ্চয় বুঝে গিয়েছেন যে, কথা হচ্ছে কার্সিয়াংয়ের। আর যাঁদের সেই পাহাড়ি শহরে ঘুরতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা নিশ্চয় হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন কার্সিয়াংয়ের পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি বা বাইক পার্কিংয়ের জায়গা খুঁজে পাওয়া কতখানি সমস্যার।

এই শহরে যত্রতত্র গাড়ি নিয়ে দাঁড়ালে কিংবা গাড়ি অল্প সময়ের জন্য পার্ক করে পাশের কোনও ক্যাফে কিংবা বেকারি থেকে কেক কিনতে গেলেই ঘনিয়ে আসতে পারে জরিমানার বিপদ। যেমনটা ঘটেছে কলকাতার এক যুগলের ক্ষেত্রে। এনজেপি অবধি ট্রেনে এসে, অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে শিলিগুড়ি থেকে বাইক ভাড়া করে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন কার্সিয়াংয়ের উদ্দেশে।

*যানজটে নাকাল কার্সিয়াংয়ের রাস্তা। -সংবাদচিত্র*

শহরের একটি কেকের দোকানের সামনে বাইক দাঁড় করিয়ে কেক কিনে ফেরার পর দেখলেন, সামনেই দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের দুই কর্মী। চালান কাটাতে প্রস্তুত। কলকাতা থেকে কার্সিয়াংয়ে ঘুরতে আসা সায়ন দত্ত বলছিলেন, 'কোথাও পার্ক করার জায়গা পাচ্ছিলাম না। আর কেক কিনে ফিরে আসতে আমাদের খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেক লেগেছে। তাতেই এই!'সায়ন একা নন, কার্সিয়াংয়ে গেলে কোথায় গাড়ি রাখা যাবে আর কোথায় রাখা যাবে না, সেই গোলকধাঁধায় কমবেশি সকলকেই পড়তে হয়। আর এক্ষেত্রে পুলিশ বা প্রশাসনও নিরুপায়। কারণ কড়াকড়ি না করলে যে যানজটের গেরোয় থমকে যাবে গোটা শহরটাই। কার্সিয়াং শহরের মাঝ দিয়ে যে রাস্তাটি যায়, তা খুব একটা চওড়া নয়। তবে প্রতিদিন হাজারো গাড়ির যাতায়াত। এরই মাঝে যদি রাস্তার ওপরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয় তাহলে সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। শহরে নেই পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। সমস্যার কথা মেনে নেন কার্সিয়াং ট্রাফিকের ওসি বীরেন্দ্র ছেত্রীও। বললেন, 'এটাই শহরের মূল সমস্যা এখন। সরকারের তরফে একটা স্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হলে সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

যেখানে যেখানে স্থানীয় ট্রাফিক পুলিশ নো পার্কিং চিহ্নিত করে রেখে দিয়েছে, বুঝতে না পেরে সেখানেই গাড়ি বা বাইক দাঁড় করাচ্ছেন অনেকে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সুরজ তামাং যেমন বললেন, 'আমাদের দোকানের সামনে অনেকেই বাইক রেখে চলে যান। মূলত যাঁরা পাহাড়ে নতুন আসেন তাঁরাই এমনটা করেন, তাঁরা জানেন না এখানের নিয়ম কী রয়েছে।' কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা অ্যালিন ছেত্রীর কথায়, 'অনেকেই দেখি নো পার্কিংয়ের জায়গাতেই গাড়ি রাখছেন। ট্রাফিকের তরফে তাঁদের বোঝানো হয়, আমরাও মানা করি। আসলে এখানে গাড়ি রাখায় একটু সমস্যা রয়েছে।'

নিত্য পাহাড়ে যাতায়াত শিলিগুড়ির গোপাল সরকারের। পাহাড়ের অনেক জায়গাতেই এই একই সমস্যা, জানালেন তিনি। গোপালের কথায়, 'কার্সিয়াংয়ে প্রথম প্রথম আমাকেও রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করানোর জন্য সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কোথায় পার্কিং জোন আর কোনটা নো পার্কিং তা নতুন কারও পক্ষে বোঝা মুশকিল।' বর্তমানে একটি স্কুলের নীচে, টার্মিনাস সহ শহরের মাঝে এক-দুটি জায়গায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিদিন এত মানুষের যাতায়াত এই শহরে, সেখানে সুষ্ঠু ও পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

*প্রখর রোদে ছাতা মাথায় চা পাতা তুলতে ব্যস্ত শ্রমিকরা। ছবি : অ্যানি মিত্র*

## কিশোরী খুনের পুনর্নির্মাণ

**কুমারগঞ্জ, ১১ জুলাই :** কুমারগঞ্জ এলাকায় এক কিশোরী হত্যাকাণ্ডের নতুন মোড়। শুক্রবার মৃতার অভিযুক্ত মেসোকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি থেকে আসা রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা। ফরেন্সিক দলের উপস্থিতিতে ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশ। ৭তারিখ ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়।

**অ্যাফিডেভিট**

আমার ভোটার ID কার্ড নং JLG3307964 ভুলবশত হাপিজুল রহমান লেখা হইয়াছে। আমার সঠিক নাম বাবলু হোসেন যাহা আধার কার্ডে উল্লেখিত। আমি অদ্য ইং ২৮.০৮.১৭ তারিখে জলপাইগুড়ি আদালত হইতে নোটারি বলে অ্যাফিডেভিট করিয়া উক্ত বিষয়ে সংশোধন করিয়াছি। পশ্চিম মাগুরমারী, কালীরহাট, ধূপগুড়ি, ৭৩৫২১০।

**UNIVERSITY OF NORTH BENGAL**
**Office of the Registrar**
**Notice inviting e-Tender**
Following e-Tenders are invited from reputed Vendors, for details please visit
https://wbtenders.gov.in

| SL.NO. | NIT NO. | TENDER ID |
|---|---|---|
| 1. | 16/R-2025 | 2025_DHE_877447_1 |

Registrar (Acting)

**আজ টিভিতে**

বুলেট সরোজিনি সন্ধে ৫.৩০ স্টার জলসা

**সিনেমা**

**জলসা মুভিজ :** দুপুর ১২.৩০ শুধু তোমার জন্য, বিকেল ৩.৫০ লভ এক্সপ্রেস, সন্ধে ৭.০০ জিও পাগলা, রাত ১০.২০ হিরোগিরি
**জি বাংলা সিনেমা :** বেলা ১১.৩০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, দুপুর ২.০০ নয়নমণি, বিকেল ৪.৩০ জীবন যুদ্ধ, রাত ৯.৩০ বাবা কেন চাকর, ১২.৩০ বিসর্জন
**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ অজানা পথ, সন্ধে ৭.৩০ ঘরের লক্ষ্মী
**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার
**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ প্রিয়া
**কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি :** সকাল ৯.০০ রাম সেতু, দুপুর ১২.০০ রাইডার, বিকেল ৩.০০ এয়ারলিফ্ট, ৫.০ মুম্বইকর, রাত ৮.০০ সিক্রেট এজেন্ট, ১০.৩০ দ্য বডি
**জি সিনেমা এইচডি :** বেলা ১১.২৮ জওয়ান, বিকেল ৩.০০ ক্রু, সন্ধে ৭.৫৫ রথনম, রাত ১০.৫৮ ৯০ এমএল
**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.০৭ বেঙ্গল টাইগার, দুপুর ১.৪৭ গোপী কিষন, বিকেল ৪.৪০ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৩০ রাউডি রক্ষক, রাত ১০.৪০ ১০০
**অ্যান্ড পিকচার্স :** বেলা ১১.৪০ স্পাইডার, দুপুর ২.১৫ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, বিকেল ৫.০৫ খিলাড়ি ৭৮৬, সন্ধে ৭.৩০ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.২৩ পুলিশগিরি
**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** বেলা ১১.৪০ অ্যাটাক, দুপুর ১.৩৯ কহানি-টু, বিকেল ৩.৫০ মর্দ কো দর্দ নেহি হোতা, সন্ধে ৬.১১ হ্যাপি ভাগ জায়েগি, রাত ৯.০০ অগ্নি, ১১.২৮ বদলাপুর

জম্বি অ্যানিমালস রাত ১১.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

হিরোগিরি রাত ১০.২০ জলসা মুভিজ

কিসি কা ভাই কিসি কি জান দুপুর ২.১৫ অ্যান্ড পিকচার্স

# রসিকবিলের মেছো বিড়াল জোড়া সঙ্গিনী পেল

**সায়নদীপ ভট্টাচার্য**

**বক্সিরহাট, ১১ জুলাই :** পর্যটকদের আকর্ষণ করতে নতুন সদস্য আসছে রসিকবিলে। জোড়া সঙ্গিনী পেল রসিকবিলের আবাসিক মর্দা মেছো বিড়াল। সুদূর হাওড়ার গড়চুমুক চিড়িয়াখানা থেকে দুটি মাদি মেছো বিড়াল ও দশটি ককাটেল পাখি নিয়ে আসা হয়েছে রসিকবিল মিনি জু'তে। নতুন অতিথিরা সুস্থ রয়েছে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে কিছুদিন বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে তাদের। তারপরে নতুন অতিথিদের দেখার সুযোগ মিলবে পর্যটকদের। নতুন অতিথিদের আগমনে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে রসিকবিল মিনি জু জুড়ে।

কোচবিহার এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'শুক্রবারই মেছো বিড়াল ও পাখিগুলি এসেছে। কিছুদিন নতুন অতিথিদের বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তারপর এনক্লোজারে ছাড়া হবে। দুই সঙ্গিনীকে পেলে আরও চনমনে হয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যাবে মর্দা মেছো বিড়ালটিকে। নতুন অতিথিদের ঘিরে পর্যটকদের বেশি আকর্ষণ বাড়বে।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু খুবই জনপ্রিয়। বাম আমলে ২১০০ হেক্টরের বেশি জমি নিয়ে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। সেখানে চিতাবাঘ, হরিণ, ময়ূর অজগর, একটি মর্দা মেছো বিড়াল, ১১টি পূর্ণবয়স্ক ঘড়িয়ালের পাশাপাশি প্রায় ৪০টি শাবক ঘড়িয়াল ছিল। রসিকবিলের একমাত্র মর্দা মেছো বিড়ালের একাকিত্ব কাটাতে সঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘদিন মাদি মেছো বিড়াল না থাকায় প্রজনন মরশুমে কিছুটা মনমরা হয়ে থাকত সে। তাই গত মার্চ মাসে হাওড়ার গড়চুমুক জু থেকে একজোড়া মাদি মেছো বিড়াল রসিকবিল চিড়িয়াখানায় আনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। বদলে সেখানে ঘড়িয়াল পাঠাবার সিদ্ধান্ত হয়। রাজ্য জু অথরিটির নির্দেশ মেনে প্রথম ধাপে গত রবিবার বন দপ্তরের বিশেষ গাড়িতে করে রসিকবিল থেকে ছয়টি ঘড়িয়াল পৌঁছায় গড়চুমুকে। আর দ্বিতীয় ধাপে শুক্রবার গড়চুমুক থেকে ওই মাদি মেছো বেড়াল ও ককাটেল পাখি নিয়ে আসা হয় রসিকবিলে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ককাটেল পাখি মূলত অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় পাখি। এরা অস্ট্রেলিয়ার বন্য পরিবেশে জলাভূমি ও ঝোপঝাড় অঞ্চলে বাস করে।

দু'বছর আগে ডিসেম্বরে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্য রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে ওই মর্দা মেছো বেড়ালটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। তারপর থেকে রসিকবিলে আসা পর্যটকদের নজর টানে মেছো বিড়ালটি। সেই দত্তক নেওয়া পোষ্যর একাকিত্ব কাটাতে সঙ্গিনী নিয়ে আসার ব্যাপারে বন দপ্তরের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে মেছো বিড়ালের সঙ্গিনী আসায় খুশি পুলিশ সুপার নিজেও।

*রসিকবিলে নিয়ে আসা হয়েছে দুটি মাদি মেছো বিড়াল। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র*

**সদস্য বাড়ল**
- দুটি মাদি মেছো বিড়াল ও দশটি ককাটেল পাখি নিয়ে আসা হয়েছে
- তারা এসেছে হাওড়ার গড়চুমুক চিড়িয়াখানা থেকে
- রসিকবিল মিনি জু'তে আসা নতুন অতিথিরা সুস্থ রয়েছে

## পাট মিত্র অ্যাপ

**হরষিত সিংহ**

**মালদা, ১১ জুলাই :** আবহাওয়া চাষের উপযোগী কি না? বৃষ্টি হবে কি না বা উৎপাদিত ফসলের বাজার দাম কত? কীভাবে কোথায় বিক্রি হবে? এসব মুশকিল আসান এখন এক ক্লিকেই। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এখন পাট চাষেও। পাটচাষিদের জন্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে লঞ্চ করা হয়েছে একটি অ্যাপ 'পাট মিত্র'। কৃষকরা খুব সহজেই নিজের মোবাইলে এই অ্যাপ ব্যবহার করে সমস্তরকম সুযোগসুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন। এর জন্য কৃষকদের দপ্তরে বা অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না।

কখন বৃষ্টি হবে বা কতটা জলের প্রয়োজন। এমনকি সার প্রয়োগ কীভাবে কখন করতে হবে? এসবের সমাধান এখন মোবাইলেই। অ্যাপেই রয়েছে হেল্প লাইন নম্বর। চাষের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে, ফোন করলেই মিলছে দ্রুত সমস্যার সমাধান। পাট মিত্র অ্যাপ ব্যবহার করে বর্তমানে মালদা জেলার বহু পাটচাষি উপকৃত হচ্ছেন। ক্রমশ কৃষকদের মধ্যে এই অ্যাপ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। এমনটাই জানাচ্ছেন জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার কর্তারা। কৃষকদের অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মালদা শাখার রিজিওনাল ম্যানেজার পুরুষোত্তম হরি।

কালিয়াচকের পাটচাষি রাশেদ আলির কথায়, 'এবছর বৃষ্টি হওয়ায় আশা করছি ফলন ভালো হবে। তবে, এই বছর পাট মিত্র অ্যাপের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য পাচ্ছি। আগে এই অ্যাপের ব্যবহার আমরা জানতাম না। দপ্তরের কর্তারা আমাদের এই বিষয়ে সচেতন করেছেন। এতে আমরা খুব উপকৃত।'

**কর্মখালি**

সরাসরি কোম্পানির জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M:- 8509827671, 8653609553. (C/117501)

তৎক্ষণাৎ নিয়োগ- জলপাইগুড়ি জেলা ফ্যাক্টরি ম্যানেজার ₹২৫,০০০- ₹৩০,০০০, সেলসম্যান ₹১০,০০০- ₹১৫,০০০ + ইনসেনটিভ। অবস্থান : বলরাম, জলপাইগুড়ি জেলা। অভিজ্ঞ প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন-7908874753, jobs.greenhillgroup@gmail.com (C/117502)

সিকিউরিটি গার্ড (5'9") ও ফ্যাক্টরি হেল্পার চাই (থাকা ও খাওয়া ফ্রি), M-8797633557, 9832489908 (C/117502)

**ব্যবসা/বাণিজ্য**

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা হিসেবে বাড়ি থেকে পার্ট-টাইম আয়ের সুযোগ। হোয়াটসঅ্যাপ-7595817526. (K)

**ভর্তি**

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 D.El.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob-9851070787/8944884979 Mekhliganj Netaji P.T.T.I, Cooch Behar Pin-735304 President (S/C)

**জ্যোতিষ**

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ ও তারাপীঠের মহান তান্ত্রিক শ্রী সত্যানন্দ যে কোনও জটিল সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে আজও অদ্বিতীয়। ১৫ থেকে ২০ জুলাই উত্তরবঙ্গে পাবেন। Mb. 8337076787. (K)

**বিক্রয়**

আলিপুরদুয়ার সূর্যনগরে 6 Dec টিনের চাল (পাকা বাড়ি) বাউন্ডারি ওয়াল সহ জমি বিক্রয়। M : 9800020321. (C/117024)

**Tender Notice**

Ref : Memo No. 1524/ BDO/PHD, dt-10/07/25 on behalf of Block Development Officer, Phansidewa invites for distribution of 22 nos. of Stall at Bhalomanshi Hat of Phansidewa Block under Siliguri Regulated Market Committee.

Last Date of Submission 01.08.2025 upto 2:00 P.M.

Sd/-
B.D.O
Phansidewa Block

**e-TENDER NOTICE**
**Matiali Panchayat Samiti**
**Matiali :: Jalpaiguri**

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/04/ EO/MATIALI/2025-26.
Last date of online bid submission : 18-07-2025 upto 18:00 hours.
For further details following site may be visited http://wbtenders.gov.in

Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

**সোনা ও রুপোর দর**

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৭৭০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৮২০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ৯৩৩৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১১০৬৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১১০৭৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**আজকের দিনটি**

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃজনমূলক কোনও কাজের জন্য বিশেষ খ্যাতি পাবেন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। বৃষ : পরিকল্পনামাফিক কাজ করতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত। প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। মিথুন : কঠোর পরিশ্রমের ফল হাতেনাতে পাবেন। মানসিক শান্তির জন্য ধ্যান বা যোগব্যায়াম করতে পারেন। কর্কট : অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। হাড়ের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। সিংহ : পরিবার/বন্ধুদের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। ইতিবাচক চিন্তাধারায় সাফল্য পাবেন। কন্যা : পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। খুব ভালো একটা সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দের হাট। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের জন্য সম্মানিত হবেন। বৃশ্চিক : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দারুণ ফল এবং চাকরির সুযোগ। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। ধনু : সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে পারেন। শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। মকর : বকেয়া অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পুরোনো কোনও সম্পত্তি কিনে লাভবান হতে পারেন। কুম্ভ : বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনা করে নিলেই ভালো। জ্বর, সর্দি, কাশিতে ভোগান্তি। মীন : একাধিক উপায়ে উপার্জনের রাস্তা খুলে যেতে পরে। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে।

**দিনপঞ্জি**

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ২১ আষাঢ়, ১২ জুলাই, ২০২৫, ২৭ আহার, সংবৎ ২ শ্রাবণ বদি, ১৬ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৩, অঃ ৬।২৩। শনিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ১।৫৭। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ৭।৩৩। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৯।১২। তৈতিলকরণ দিবা ২।৭ গতে গরকরণ রাত্রি ১।৫৭ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ৭।৩৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, দিবা ৭।৩৩ গত দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১।৫৭ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১।৫৭ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি- ৬।৪৩ মধ্যে ও ১।২৩ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গত ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৫।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ১০।২১ গতে উত্তরে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ১।৫৭ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দিবা ৬।৪৩ গতে ৭।৩৩ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২২ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

# 'মানসিক প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে থাকব না'

## পালিয়ে যাওয়া নাবালক উদ্ধার

**পিকাই দেবনাথ**

**কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জুলাই :** সে নাকি বিশেষভাবে সক্ষমদের (মানসিক) সঙ্গে থাকতে পারবে না। তাই মাসদুয়েক আগে তপোবন হোম থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার ১৩ বছর বয়সি ওই নাবালককে উদ্ধার করা হয়েছে তার নিজের বাড়ি থেকে। এর আগে একাধিকবার বাড়ি থেকেও পালিয়ে গিয়েছিল নাবালক। পুলিশ তাকে উদ্ধার করার পর হোমে রাখা হয়েছিল। সেখান থেকেও পালিয়ে যায় সে।

ওই নাবালককে চলতি বছরের ১২ মে নিউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার করে আরপিএফ। পরবর্তীতে আরপিএফের তরফে জিআরপির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় কিশোরটিকে। সেদিনই তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠানো হয় তপোবন হোমে। ১৪ মে হোমের কর্মীদের নজর এড়িয়ে নাবালক পালিয়ে যায়। হোম কর্তৃপক্ষ কামাখ্যাগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালায়। ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও কোনও সন্ধান না মেলায় পরের দিন পুলিশের দ্বারস্থ হয় কর্তৃপক্ষ। পরে কামাখ্যাগুড়ির পুলিশের তরফে একাধিকবার অসমের বিলাসিপাড়ায় অসম পুলিশের সহযোগিতায় ওই নাবালকের সন্ধান চালানো হয়। কিন্তু কোনও খোঁজ মেলেনি। অভিযোগ, ওই নাবালক পুলিশের কাছে তার মিথ্যে নাম-পরিচয় এবং ঠিকানা দিয়েছিল। এর জেরে নাজেহাল হতে হয় পুলিশকে।

অবশেষে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি জানতে পারেন, ওই নাবালক ধুবড়ির ঝেল্টুচরে তার বাড়িতেই রয়েছে। এরপর তাকে অসমের বিলাসিপাড়ায় অসম পুলিশের সহযোগিতায় বাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁড়িতে। এ বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানালেন, ১৫ মে নাবালক নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। বৃহস্পতিবার তাকে উদ্ধার করা হয়েছে।

হোম থেকে পালিয়েছিল কেন? জিজ্ঞাসা করতে পুলিশকে জানায়, হোমে বিশেষভাবে সক্ষমদের (মানসিক) সঙ্গে থাকতে হবে। সেই ভয়ে সে হোম থেকে পালিয়ে গিয়েছে। যদিও হোম কর্তৃপক্ষের তরফে এ ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানানো হয়েছে। তাদের দাবি, সুস্থ এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের (মানসিক) সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রাখা হয়। আলিপুরদুয়ারের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বসু বললেন, 'ওই নাবালকের বাবা-মা সব প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে এসেছিলেন। শুক্রবার তাঁদের হাতে ছেলেকে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

ওই নাবালকের পরিবারের তরফে পুলিশ জানতে পেরেছে, সে অনেকবারই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছে। প্রায় দু'মাস আগে প্রতি সপ্তাহে চার থেকে পাঁচদিন বাড়ির বাইরেই থাকত। নাবালকের বাবা-মা ছেলেকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। বাড়ি থেকে পালানোর কারণ কী জিজ্ঞাসা করতে নাবালকের উত্তর, তার পড়াশোনা করতে একদমই ভালো লাগে না। সে বাইরের দুনিয়া ঘুরে ঘুরে দেখতে চায়।

এ ধরনের ঘটনায় কী করণীয়? আলিপুরদুয়ারের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান জানালেন, এ ধরনের ঘটনায় পরিবারের তরফে সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহ ও মমত্ববোধ গড়ে তুলতে হবে। তাদের কাউন্সেলিংয়ে নিয়ে এসে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে জীবনে ভালো করে চলার পাঠ দেওয়া হয়।

**নাজেহাল পুলিশ**

- বাড়ি থেকে পালানোর পর তপোবন হোমে রাখা হয় নাবালককে
- পরের দিন কর্মীদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যায় সে
- বৃহস্পতিবার তাকে অসমে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়
- হোমে বিশেষভাবে সক্ষমদের (মানসিক) সঙ্গে থাকবে না বলে পালিয়ে গিয়েছিল

# বাদুড়ের 'ঘরে' শামুকখোলের বাস

**শান্ত বর্মন**

**জটেশ্বর, ১১ জুলাই :** ধরুন পরের জায়গা পরের জমিন কিন্তু আপনি সেখানে ঘর বানিয়ে বেশ বহালতবিয়তেই রয়েছেন বছরের পর বছর ধরে। হঠাৎই একজন এসে বললেন যে, তাঁর সন্তানের বড় হয়ে ওঠার জন্য এই জায়গাটা উপযোগী। আপনি কি ছয় মাসের জন্য ওই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন?

বাদুড় এবং এশিয়াটিক শামুকখোল কিন্তু এই জিনিসটাই শেষ এক বছর ধরে হয়ে আসছে। ফালাকাটা-জটেশ্বর জাতীয় সড়কের ধারে ডালিমপুর বাজারে গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি বড় শিমুলগাছ রয়েছে। এই গাছগুলিতে মূলত বাদুড়রাই থাকে সারাবছর। তবে বিগত একবছর ধরে এতে কিছুটা রদবদল হয়েছে। ছয় মাস-ছয় মাস ভাগাভাগি করে এখানে থাকছে বাদুড় ও শামুকখোল পাখিরা। ডালিমপুরের এই গাছটিতে এশিয়াটিক শামুকখোল পাখিদের আশ্রয় নেওয়ায় খুশি এলাকার পরিবেশপ্রেমী ও পাখিপ্রেমীরা। ডালিমপুরের মানুষজনও এশীয় শামুকখোলদের সযত্নে পাহারা দিয়ে যান প্রতিদিন। জটেশ্বর লীলাবতী কলেজের শিক্ষক পবিত্রকুমার রায় বলেন, 'রায়গঞ্জের পরিযায়ী পাখিদের নাম শুনতাম। এখন আমাদের এলাকায়ও বিলুপ্তপ্রায় শামুকখোল পাখিরা আশ্রয় নেওয়ায় আমরা খুশি। বেশি করে বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিলে আরও ভালো লাগবে।'

স্থানীয় ও পরিবেশপ্রেমীরা জানিয়েছেন, প্রতিবছর মে মাস নাগাদ উত্তরবঙ্গের বড় জলাশয় কিংবা বিলের আশপাশে আশ্রয় নেয় পরিযায়ী শামুকখোল পাখিরা।

*ডালিমপুর বাজারে শিমুলগাছে এশিয়াটিক শামুকখোলের ভিড়।*

মে মাসে গাছপালায় জায়গা দখল করার পর ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটতে প্রায় কুড়িদিন সময় লাগে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে সেই বাচ্চাকে বড় করতে প্রায় দেড় মাস সময় লাগে শামুকখোলদের। বাচ্চা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাচ্চাকে উড়তে শেখানো, আহার জোগাড় করা এবং পরবর্তী স্থানে উড়ে গিয়ে বাসা তৈরি করা সহ মোটামুটি সমস্ত ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে অক্টোবর বা নভেম্বর মাস নাগাদ তারা উত্তরবঙ্গ ছেড়ে চলে যায়।

বরাবর ডালিমপুরের বড় গাছগুলি বাদুড়দের আস্তানা। কিন্তু শামুকখোল পাখিরা হাজির হতেই তাদের কোনও শর্ত ছাড়াই জায়গা ছেড়ে দেয় তারা। তবে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বাদুড়ের দল কোথায় গিয়ে আস্তানা নেয় সেটা ভাববার বিষয় বলেই মনে করেন পাখিপ্রেমীরা। পাখিপ্রেমী সান্ত্বনা রায় বলেন, 'ফালাকাটার আশপাশে আর কোথাও শামুকখোলদের আনাগোনা দেখা যায় না। ডালিমপুরে শামুকখোল আস্তানা নেওয়ায় আমরা খুশি।' উত্তরবঙ্গ ন্যাস গ্রুপের সম্পাদক অরূপ গুহ বলেন, 'উত্তরবঙ্গে মে মাস নাগাদ পরিযায়ীরা আসার পর ছয়-সাতমাস থাকে, আবার চলে যায়।'

# বিশেষ কর্মশালায় হুঁশ ফিরল মা-বাবার

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** নাবালিকা বিয়ে রুখতে সচেতনতা বাড়াতে জোর দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। এমন উদ্যোগের প্রয়োজন যে কতখানি, সেটা শুক্রবার একদম হাতেকলমে বোঝা গেল শ্যামাপ্রসাদ বালিকা বিদ্যামন্দিরে আয়োজিত সচেতনতা শিবিরে। প্রশাসনের আধিকারিকরা কথা বলতে গিয়ে বুঝতে পারলেন, নাবালিকা বিয়ে যে আইনত দণ্ডনীয়, তা জানেন না শহর লাগোয়া এলাকার অভিভাবকদের একাংশই।

আলিপুরদুয়ার জংশনের সেই স্কুলে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয় এদিন। সেখানে ব্লক প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দিলে কী কী সমস্যা হতে পারে, তা জেনে অবাক হন অনেকেই। বিশেষ করে চা বাগান ও প্রান্তিক এলাকার সাধারণ মানুষের অনেকেই এই বিষয়ে সচেতন নন, এমনটা আগেও দেখা গিয়েছে। এদিনও মাঝেরডাবরি চা বাগান, কালকূট, গরমবস্তি, জিৎপুরের মতো এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে এল সেই তথ্যই।

দীপ্তি দাস নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'চা বাগান ও প্রান্তিক এলাকায় তো অনেকেই মেয়ের অল্পবয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন। অনেকে জানেনই না যে, নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। অল্প বয়সে তারা গর্ভবতী হয়ে যেতে পারে। তাতে তাদের মানসিক ও শারীরিক সমস্যা হতে পারে। এদিন আমরা ওই কর্মশালা থেকে জানতে পারলাম।' দীপ্তির আশ্বাস, 'এবার থেকে আমি আমার আশপাশের লোকজনকেও সচেতন করব।'

এদিন প্রোজেক্টরে ও নাটকের মাধ্যমে নাবালিকার বিয়ে ও গর্ভবতী হয়ে পড়ার বিষয়ে অবগত করা হয়। সেখানে শ্যামাপ্রসাদ বয়েজ ও গার্লস দুই স্কুলের পড়ুয়ারা ও তাদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা সেনগুপ্ত সরকার বলেন, 'আমাদের আশা তাহলে এলাকায় নাবালিকা বিয়েজনিত সমস্যাও কমবে।'

# স্কুলে তদন্তে দুই আধিকারিক

**কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জুলাই :** গত বুধবার কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলের শিক্ষিকা মনোরমা মোচারি স্কুলেরই দুই সহকারী শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ জানিয়েছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের তরফে দুই প্রতিনিধি, এআই হিরণ্ময় মণ্ডল ও এআই সুস্মিতা রায় বিষয়টি তদন্ত করতে কামাখ্যাগুড়ি মিশন হাইস্কুলে আসেন। সুস্মিতা বলেন, 'আমরা সব পক্ষের বক্তব্য শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে সব পক্ষের বক্তব্যই জানানো হবে।'

এদিন এই পরিদর্শনের পর পরিচালন সমিতির সভাপতি মিহির নার্জিনারি বলেন, 'এধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওই শিক্ষিকা কখনও এবিষয়ে স্কুলের পরিচালন সমিতির কাছে লিখিত অথবা মৌখিকভাবে কোনও অভিযোগ জানাননি। তবে ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মোস্তাক আহমেদও একই সুরে বলেন, 'এধরনের অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তদন্ত কমিটির ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং জানান, দুজন প্রতিনিধি গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছেন।

*মহাসড়কের কাজে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে জটলা। শুক্রবার পলাশবাড়িতে।*

## মহাসড়কের ক্ষতিপূরণ নিয়ে ক্ষোভ

# আর্থমুভারে উঠে পড়লেন মহিলা

**সুভাষ বর্মন**

**পলাশবাড়ি, ১১ জুলাই :** ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়ক নিয়ে যেন জটিলতা দূর হচ্ছেই না। এখনও বিভিন্ন এলাকার মানুষ ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাননি বলে অভিযোগ। ক্ষতিপূরণ সঠিকভাবে মেলেনি বলে শুক্রবার নিউ পলাশবাড়ির এক মহিলা অভিনব উপায়ে ক্ষোভ দেখালেন। উঠে পড়েন পাশে রাখা আর্থমুভারের ওপরে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলাকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে, বিক্ষোভের আঁচ পড়েছে অন্য এলাকাগুলিতেও। জোর করে কাজ করতে চাইলে রাইচেঙ্গা, গরম চা, আসাম মোড়, কালীপুর, মেজবিল এলাকাতেও বাধা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা। স্থানীয়দের কথায়, ওইসব এলাকাতেও ক্ষতিপূরণ নিয়ে জটিলতা কাটেনি।

এখন পলাশবাড়িতে জোরকদমে মহাসড়কের কাজ চলছে। ইতিমধ্যে রাস্তার ধারের ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য জমির প্লট বণ্টন করা হয়। বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী নিজে থেকে পুরোনো দোকান ভেঙে ফেলেছেন। সনজয় নদীর ওপরও সেতুর কাজও চলছে। নির্মীয়মাণ এই সেতুর পশ্চিমদিকে নিউ পলাশবাড়ি। পাশেই পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। সেখানে এদিন কাজে বাধা দেন স্থানীয় প্রভাতি বর্মন। প্রভাতির স্বামী সুজন বর্মন জানালেন, তাঁরা সাত ডেসিমাল জমি দেওয়ার পর কিছুটা টাকা পেয়েছেন। ঘরবাড়ি, গাছপালার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাননি।

তাঁর কথায়, 'জোর করে বাড়তি জমিতে মাটি ফেলা হচ্ছিল। তাই আমি, আমার স্ত্রী এবং ছেলে আপত্তি জানাই। তখন আমার ছেলেকে মহাসড়কের লোকজন ধাক্কা দেয়।' এরপরই প্রভাতি 'অন্যায়ের' প্রতিবাদ করতে আর্থমুভারের ওপরে উঠে পড়েন। পরে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মা বললেন, 'ওই মহিলাকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। পরে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

ঘটনার কথা জেনে অবাক পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মনও। তিনি বলেন, 'এভাবে তো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সরকারি কাজে এভাবে বাধা দেওয়া ঠিক নয়। ক্ষতিপূরণ ঠিকভাবে না পেলে ওই পরিবার প্রশাসনের ওপরমহলে বিষয়টি জানাতে পারে।' মহিলার স্বামীর অবশ্য দাবি, অনেকদিন ধরে প্রশাসনের সব মহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পর ফের কাজ শুরু হয়।

এই সমস্যা কিন্তু শুধু নিউ পলাশবাড়ির নয়। ফালাকাটার রাইচেঙ্গা, গরম চা, আসাম মোড় এলাকাতেও রয়েছে। ওইসব এলাকাতেও এখন কাজে বাধা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত স্থানীয়রা। গরম চা এলাকারা বাসিন্দা নিন্দেশ্বর বর্মন বললেন, 'আমি জমি, বাড়ি, গাছপালা, কোনওটারই ক্ষতিপূরণ পাইনি। তাই আগেও কাজে বাধা দিয়েছি। ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কাজ শুরু করতে চাইলে বাধা দেব।'

রাইচেঙ্গায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। রাইচেঙ্গার নন্দ ঘোষের কথায়, 'আদালত নির্দেশ দিলেও আমাদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জটিলতা এখনও মেটানো হয়নি। তাই ক্ষতিপূরণ না দিয়ে জোর করে কোনওভাবেই মহাসড়কের কাজ করতে দেওয়া হবে না।' জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমারকে এদিন একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় বক্তব্য মেলেনি।

**অভিযোগ**

- জমি দেওয়ার পরও মেলেনি ন্যায্য ক্ষতিপূরণ
- ক্ষতিপূরণ না মিটিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে মহাসড়কের কাজ
- অভিযোগ, জোর করে মাটি ফেলা হচ্ছে স্থানীয়দের বাড়তি জমিতে
- প্রতিবাদ করলে জুটছে হেনস্তা

# তরুণকে ডেকে কান ধরে ওঠবস

## নয়া বিতর্কে বাংলা পক্ষ

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই :** এক মহিলার পোস্টে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন চম্পাসারির এক তরুণ। সেই ঘটনায় 'শাস্তি' দেওয়ার দায় নিজের হাতে তুলে নেয় বাংলা পক্ষ। সেই সংগঠনের তরফে প্রথমে সেই তরুণকে খুঁজে বের করে সংগঠনের অফিসে ডেকে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে কান ধরে ওঠবস করান সংগঠনের সদস্যরা। সেই ভিডিও নিজেদের সংগঠনের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন তাঁরা। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে শহরে।

সংগঠনের শীর্ষ পরিষদ সদস্য রজত ভট্টাচার্যের অবশ্য দাবি, 'আমরা কিছুই করিনি। ওই ব্যক্তির কমেন্ট ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর ওই ব্যক্তি নিজেই ভয় পেয়ে এসে কান ধরে ওঠবস করে ক্ষমা চেয়েছেন। যে মহিলার পোস্টে ওই কমেন্ট করেছেন, তিনিও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।'

বাংলা পক্ষের বিরুদ্ধে এই আইন নিজের হাতে নেওয়ার অভিযোগ অবশ্য নতুন নয়। দশ মাস আগে বিহার থেকে আসা দুই চাকরিপ্রার্থীকে পুলিশ ও আইবি পরিচয় দিয়ে কান ধরে ওঠবস করানোর মতো ঘটনা ঘটিয়েছে এই সংগঠন।

এবার কান ধরে ওঠবস করানোর ওই ভিডিও'র সঙ্গে সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক কৌশিক মাইতির বক্তব্যও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'বিহার থেকে বা উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা একজন ব্যক্তি যিনি শিলিগুড়িতে থাকে, সে প্রকাশ্যে বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছে। বাংলায় শহর ও শিল্পাঞ্চল এলাকায় বিহার-উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা লোকের সংখ্যা বাড়ছে। সেখানে বাঙালি মেয়েদের নির্যাতন, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। বাঙালি জেগে উঠতেই সে কান ধরে ওঠবস করছে।' সেইসঙ্গে কৌশিকের দাবি, 'কান ধরে ওঠবস করলেই তাঁকে ক্ষমা করা হবে না। আমরা ওকে জেলের ভেতরে দেখতে চাই।'

এদিকে, বাংলা পক্ষের নীতিপুলিশির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিহারি সেবা সমিতি। সমিতির সম্পাদক আইনজীবী মণীশ বারি বলেন, 'বাংলা পক্ষ কি শহরকে নতুন করে অশান্ত করার জন্য উসকানি দিচ্ছে? একজন লোক যদি ভুল করে, তাহলে গোটা সম্প্রদায়কে দোষী করাটা কি ঠিক? এর বিরুদ্ধে আমরা শনিবারই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশানরকে স্মারকলিপি দেব।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'আমরা এ সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে আমরা ভিডিওটা খতিয়ে দেখছি।'

কী ঘটেছে? ওই মহিলা রাজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন। সেখানে চম্পাসারি এলাকার ওই তরুণ কুরুচিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। বাংলা পক্ষের দাবি, সেই মন্তব্য নজরে আসে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের। এরপর তিনি নিজের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ করে অভিযুক্ত ওই তরুণকে খুঁজে বের করার জন্য নির্দেশ দেন। এরপরই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই তরুণের খোঁজ পান বাংলা পক্ষের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে সংগঠনের অফিসে ডাকা হয়। সেখানেই তাঁকে কান ধরে ওঠবস করানো হয়।

> আমরা কিছুই করিনি। ওই ব্যক্তির কমেন্ট ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর ওই ব্যক্তি নিজেই ভয় পেয়ে এসে কান ধরে ওঠবস করে ক্ষমা চেয়েছেন। যে মহিলার পোস্টে ওই কমেন্ট করেছেন, তিনিও থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।
>
> **রজত ভট্টাচার্য**
> শীর্ষ পরিষদ সদস্য, বাংলা পক্ষ

# মদ বাজেয়াপ্ত

**বীরপাড়া, ১১ জুলাই :** বীরপাড়ার ভুটান সীমান্তের মাকড়াপাড়ার দশঘর এলাকার একটি গুদামে আবগারি কর্মী এবং এসএসবি মাকড়াপাড়ার ১৭ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা অভিযান চালায়। ভুটান থেকে বেআইনিভাবে এদেশে নিয়ে আসা মদ, বিয়ার মজুত করতে ভারত-ভুটান সীমান্তেই গুদাম বানিয়ে ফেলছে পাচারকারীরা।

এদিন বীরপাড়ার ভুটান সীমান্তের মাকড়াপাড়ার দশঘর এলাকায় এমন একটি বেআইনি গুদামের সন্ধান পায় আবগারি দপ্তর। তাদের নেতৃত্ব দেন আবগারি দপ্তরের বীরপাড়া সার্কেলের ওসি ডেনডুপ ভুটিয়া। বাজেয়াপ্ত করা ২০২ লিটার ভুটানি বিয়ার এবং ৯০ লিটার মদ। যার আনুমানিক বাজারদর ২,৩৬,৪০০ টাকা বলে জানিয়েছেন আবগারি দপ্তরের বীরপাড়ার ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি। যদিও কেউ ধরা পড়েনি।

বীরপাড়া থানার মাকড়াপাড়া এবং লঙ্কাপাড়া সীমান্ত দিয়ে ভুটান থেকে ভারতে মদ এবং বিয়ার পাচার করা হয়। ভারত ও ভুটানের মধ্যে বরাবরই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দু'দেশের সীমান্তে নজরদারি ততটা কড়া নয়। চা শ্রমিকদের উপার্জন খুবই কম। দারিদ্র্যের সুযোগ কাজে লাগিয়ে চা শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের পাচারচক্রে যুক্ত করছে পান্ডারা। দীর্ঘদিন পালিয়ে থাকার পর কিছুদিন আগে তুলসীপাড়ার চক্রের অন্যতম পান্ডা নরওয়ান লামা ধরা পড়ে। অবশ্য তাতে পাচার বন্ধ হয়নি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা ছানা ঘোষ - কে 23.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 36D 69585 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার এই জয় আমার জীবনের অনেক কিছু বদলে দিয়েছে কেবল আর্থিকভাবে নয় মানসিকভাবেও। এটি আমাকে আরও বড় স্বপ্ন দেখার এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য আরও ভালো পরিকল্পনা করার উৎসাহ প্রদান করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

# বিক্ষোভ বিদ্যুতের সাব-স্টেশনে

## প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হয়নি চাকরি

**সুভাষ বর্মন**

**ফালাকাটা, ১১ জুলাই :** যোগেন্দ্রপুরে বিদ্যুতের সাব-স্টেশনের সামনে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, কয়েক বছর থেকেই ফালাকাটার যোগেন্দ্রপুরে বিদ্যুতের ২২০ কেভির একটি সাব-স্টেশনের কাজ চলছে। সেই কাজ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু সেই সাব-স্টেশনের নন-টেকনিকাল পদে স্থানীয়দের নিয়োগ করা হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, সম্প্রতি বহিরাগত ৫ জন গার্ড এখানে নিয়োগ করা হয়। পাশাপাশি একটি নালার পাশে গার্ডওয়ালও তৈরি করা হয়নি।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভেঙে ফেলা শনি মন্দিরও করা হয়নি। ফলে এদিন সকালের দিকে এলাকাবাসী আনুমানিক ৪০ মিনিট ধরে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। বিদ্যুৎ দপ্তরের জেলা স্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'স্থানীয়দের দাবির বিষয়গুলি প্রশাসনের ওপরমহলে জানানো হবে।'

এলাকাবাসীর বিক্ষোভে এদিন শামিল হন যোগেন্দ্রপুরের পঞ্চায়েত সদস্য অজয়কুমার বর্মন। তাঁর কথায়, '৪ বছর ধরে এই সাব-স্টেশনের কাজ চলছে। এখন কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই প্রকল্পটি যখন শুরু হয়েছিল তখন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে নন-টেকনিকাল পদে স্থানীয়দের কাজ মিলবে।' তাঁর সংযোজন, 'সম্প্রতি এখানে ৫ জন গার্ড নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা সবাই বাইরের। তাই কাজের দাবিতেই এদিন স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখান।'

এর পাশাপাশি আরও কয়েকটি দাবি নিয়েই এদিনের বিক্ষোভ ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

সাব-স্টেশনের সামনে স্থানীয়দের জটলা। শুক্রবার ফালাকাটার যোগেন্দ্রপুরে।

তাঁরা বলছেন, ওই প্রকল্পের কাজ করার সময় রাস্তার মোড়ে থাকা একটি শনি মন্দির ভাঙা পড়েছে। কাজ শুরুর সময় বিদ্যুৎ দপ্তর আশ্বাস দেয়, পরে সেই মন্দিরটি পাকা করে দেওয়া হবে।

> ৪ বছর ধরে এই সাব-স্টেশনের কাজ চলছে। এখন কাজ প্রায় শেষের দিকে। এই প্রকল্পটি যখন শুরু হয়েছিল তখন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে নন-টেকনিকাল পদে স্থানীয়দের কাজ মিলবে।
>
> **অজয়কুমার বর্মন**
> পঞ্চায়েত সদস্য, যোগেন্দ্রপুর

কিন্তু এখনও পাকা মন্দির তৈরি হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

সাব-স্টেশনের পাশেই রয়েছে একটি জলাশয়। বর্ষাকালে সেই জলাশয়ে স্থানীয় চাষিরা পাট পচানোর কাজ করেন। কিন্তু জলাশয়ের পাশের রাস্তাটি অনেকটাই উঁচু করা হয়েছে। এখন কোনওভাবে জলাশয়ে ওঠানামা করতে পারছেন না চাষিরা। স্থানীয় সুজিত দাস বলেন, 'প্রথমে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এখানে গার্ডওয়াল বা সিঁড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও জলাশয়ে ওঠানামার জন্য কিছুই করা হয়নি। এজন্য এবারও আমরা পাট পচানোর ক্ষেত্রে অসুবিধায় পড়েছি।'

এইসব দাবি নিয়েই এদিন সাব-স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এলাকাবাসী। তখন বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি গাড়িও বিক্ষোভে আটকে পড়ে। পরে খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। প্রশাসন আগামী সোমবার দাবিগুলি নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আশ্বাস দেওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায়ের কথায়, 'ওই সাব-স্টেশনের কাজ শুরুর সময় কী কী কথা হয়েছিল তা তো আমার জানা নেই। তবে বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী সোমবার বা বুধবার উভয়পক্ষের সঙ্গে মিটিং করা হবে।' সেখানেই উভয়পক্ষের কথা শোনা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

## স্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠকে স্ট্যান্ডিং কমিটি

# বিদ্যুতের সমস্যা মেটানোর নির্দেশ

**অভিজিৎ ঘোষ**

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** বিধানসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা ৩ দিন ধরে জেলা হাসপাতাল সহ জেলার একাধিক গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। সেখানে জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা হয় বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের যেমন আলোচনা হয়, তেমনই আবার খামতি নিয়েও আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণভাবে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্যা মেটানোর কথা তোলা হয়। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিদ্যুতের সমস্যা মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ওই হাসপাতালের জন্য এখনও আলাদা কোনও বিদ্যুতের লাইন করা হয়নি। ফালাকাটা শহরের অন্য বিদ্যুৎ সংযোগের সঙ্গেই হাসপাতালের সংযোগ দেওয়া রয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিদিনই হাসপাতালে ২-৩ ঘণ্টা লোডশেডিং থাকে। হাসপাতালের জন্য আলাদা বিদ্যুৎ সংযোগ থাকলে এই সমস্যা মেটানো সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। হাসপাতালে এই লোডশেডিংয়ের জন্য রোগীদের যেমন সমস্যা হয়, তেমনই আবার জেনারেটর চালানোর জন্য প্রচুর ডিজেলও লাগছে।

এদিন এবিষয়ে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার ডাঃ শুভাশিস শী বলেন, 'আগে প্রতি বছর প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার ডিজেল লাগত। এখন বছরে ১৮-২০ লক্ষ টাকার ডিজেল লাগছে। বিদ্যুতের সমস্যা মিটলে ওই খরচ অনেকটাই কমে যাবে একধাক্কায়।' এই হাসপাতালে বিদ্যুতের সমস্যা মেটানো ছাড়াও বক্সা পাহাড়ের সান্তালাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জেনারেটর বা ইনভার্টারের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। কারণ সেখানে লোডশেডিং হলে বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। এছাড়াও ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জলের সমস্যা মেটানোর কথাও বলা হয়েছে।

এদিন এই বিষয়গুলো ছাড়াও স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাঝি ৩ দিন হাসপাতালগুলোয় ঘুরে যে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা তুলে ধরেন। বৈঠকে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় সহ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্য আধিকারিকরা। এদিন জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় জল জমে থাকার সমস্যা মেটানোর জন্য বলা হয় পূর্ত দপ্তরকে।

অন্যদিকে, জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আবার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের এমআরআই চালুর দাবি জানিয়েছেন। সেটার রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকেও বিভিন্ন প্রস্তাব এসেছে। উত্তর লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আলাদা মাদার অ্যান্ড চাইল্ড কেয়ার ইউনিট চালুর দাবি উঠেছে। জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুভিয় চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা রাজ্য সরকারকে ওই প্রস্তাব দেবেন। বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার প্রসূতির সমস্যা মেটাতে ওটা চালু হলে।' ওই হাসপাতাল ও ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পুলিশের নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয়টিও বলা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন নার্সিংহোমগুলো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে যেন রোগীদের হয়রানি না করে, সেই দিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে।

**উদ্যোগ**

- ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের বিদ্যুতের সমস্যা মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা
- জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় জল জমে থাকার সমস্যা মেটানোর জন্য বলা হয় পূর্ত দপ্তরকে
- জেলার বিভিন্ন নার্সিংহোমগুলো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে যেন রোগীদের হয়রানি না করে, সেই দিকেও নজর রাখতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসনকে

## শিশু সুরক্ষায় কর্মশালা

**কুমারগ্রাম, ১১ জুলাই :** শুক্রবার কুমারগ্রাম বিডিও অফিসে পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে শিশু সুরক্ষায় ব্লক স্তরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় ব্লকের ১৫টি স্কুলের ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। শিশুদের অধিকার রক্ষা ও তাদের সুরক্ষায় করণীয় কাজের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ছাড়াও কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অশ্বিনী রায়, আলিপুরদুয়ার শিশুকল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান অসীম বসু, কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা অংশ নেন। বাল্যবিবাহ ও শিশু পাচার রোধে বিস্তারিত আলোচনা হয়। টানা ৪ ঘণ্টা কর্মশালা চলে।

## জখম বৃদ্ধ

**বারবিশা, ১১ জুলাই :** জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় টোটোর ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক বৃদ্ধ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে বারবিশার জোড়াই সেতুর কাছে। বারবিশা লস্করপাড়ার বাসিন্দা গুণীনাথ বর্মনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয়রা দ্রুত আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরিবারের লোকজন বৃদ্ধকে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করেন। এনিয়ে পুলিশে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবুও গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

## পোনা বিলি

**ফালাকাটা, ১১ জুলাই :** শুক্রবার ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের উমাচরণপুর ও খাউচাঁদপাড়া গ্রামের ৪২৪ জন মৎস্যচাষির মধ্যে মাছের পোনা বিলি করা হল। এছাড়া মাছের কিছু খাবারও দেওয়া হয়। সেখানে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়, পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার সহ ব্লক মৎস্য ও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

## ইভিএমের ওয়্যারহাউস আলিপুরদুয়ারে

**প্রণব সূত্রধর**

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে জেলায় প্রথম ইভিএম (ইলেক্ট্রনিক ভোটার মেশিন) ওয়্যারহাউস তৈরির কাজ শুরু করল প্রশাসন। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সেই কাজ শেষ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। ডুয়ার্সকন্যা প্যারেড গ্রাউন্ড সংলগ্ন সরকারি জমিতে ওয়্যারহাউসটি তৈরি হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'ওয়্যারহাউস তৈরি হলে ইভিএম ও ভিভিপ্যাড রাখার নির্দিষ্ট জায়গার সমস্যা মিটবে। এছাড়াও নিরাপত্তাজনিত সবরকম সুবিধা পাওয়া যাবে।'

ইভিএম, ভিভিপ্যাড সহ ভোটের কাজে ব্যবহৃত অন্যান্য সামগ্রী রাখার জন্য জায়গার সমস্যা দেখা দিতেই ইভিএম ওয়্যারহাউস তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন আগেই জানিয়েছিল। বিগত এক মাস ধরে কাজ চলছে। তবে ভবন তৈরির কাজ শুরু হতেই আবার দুটি গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। যদিও সে বিতর্ক আপাতত মিটেছে। বন দপ্তরের নির্দেশিকা অনুযায়ী জেলায় আড়াই লক্ষ চারাগাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিশেষ করে ইভিএম ও ভিভিপ্যাড এর আগে আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে রাখা হত। সেখানে আদালতের নতুন ভবন তৈরির কাজ শুরু হলে ইভিএম রাখার জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। তারপর ডুয়ার্সকন্যায় বিকল্প ব্যবস্থা করে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ডুয়ার্সকন্যায় সাধারণ মানুষের আনাগোনা অনেক বেশি। ফলে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছিল। যে কারণে একেবারে নতুন করে ওয়্যারহাউস তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ওয়্যারহাউসটি তৈরির জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে নির্বাচন কমিশন। তিনতলা ভবন তৈরি হবে। সব সময় পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। নির্বাচনের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তা বাড়ানো হবে। বিশেষ করে প্যারেড গ্রাউন্ড ও আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জমিতে ওয়্যারহাউসটি তৈরি হওয়ায় ইভিএম পরিবহণে সুবিধা হবে।

যে কোনও নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বর ও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অস্থায়ীভাবে স্ট্রংরুম তৈরি করে বিভিন্ন কাজকর্ম করা হয়ে থাকে। তার জন্য আলাদা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তৈরি করতে হত। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়ম নির্দেশিকায় জেলায় প্রায় আড়াইশোটি বুথ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সব বুথের ইভিএম, ভিভিপ্যাড সহ অন্যান্য সামগ্রী রাখার জন্য অতিরিক্ত জায়গা প্রয়োজন। ডুয়ার্সকন্যার একাধিক ঘর ব্যবহার করলে নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি হত। আগামী বছর মার্চের আগে ওয়্যারহাউস তৈরি হলে সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্নের পাশাপাশি নিরাপত্তাজনিত বিষয়টি নিয়েও সংশয় দূর হবে বলে বক্তব্য প্রশাসনের।

## স্মারকলিপি

**হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১১ জুলাই :** নানা দাবিতে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা কল্যাণ সমিতির তরফে কালচিনি ব্লক সিডিপিও'র দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য শীতল থাপা বলেন, 'শিশুদের অভিভাবকদের কেওয়াইসি আপডেট করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের স্মার্টফোন দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হচ্ছে না। এছাড়াও সব কেন্দ্রে মোবাইল টাওয়ার না থাকায় কেওয়াইসি আপডেট করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের মোবাইল রিচার্জের জন্য পর্যাপ্ত টাকা দেওয়া হচ্ছে না।' এছাড়াও প্রতিটি কেন্দ্রে পানীয় জল, শৌচাগারের ব্যবস্থা করার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। কালচিনি ব্লকের সিডিপিও প্রণয় দে জানিয়েছেন, দাবির বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

বন্যপ্রাণ আইন নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে বৈঠক। বীরপাড়ায় শুক্রবার।

## হাতিমৃত্যু ঠেকাতে বৈঠক বীরপাড়ায়

**বীরপাড়া, ১১ জুলাই :** গ্রাম ও চা বাগানের বাসিন্দাদের দেওয়া বেআইনি বিদ্যুতের তারের বেড়ার সংস্পর্শে মাঝেমধ্যেই তরাই-ডুয়ার্সে হাতির মৃত্যু ঘটছে। হাতিখুনে ধৃতদের কারাদণ্ড হচ্ছে। তবু হাতিমৃত্যু ঠেকানো যাচ্ছে না। কীভাবে বন্যপ্রাণ আইন নিয়ে সচেতনতা আরও বাড়ানো যায়, তা নিয়ে শুক্রবার বীরপাড়ায় পাঁচটি রেঞ্জের কর্তা, বিদ্যুৎ দপ্তর, চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং জনপ্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার তথা অ্যান্টি ইলেক্ট্রিকিউশন সেলের আহ্বায়ক ধনঞ্জয় রায় বলেন, 'লাগাতার প্রচার অভিযান চালিয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে আরও জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে ছয়টি অ্যান্টি ইলেক্ট্রিকিউশন সেল রয়েছে। এগুলির মধ্যে দলগাঁও একটি। এটিতে দলগাঁও, মোরাঘাট, নাথুয়া, বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ ও বানারহাট রেঞ্জ রয়েছে।

ডুয়ার্সে হাতি চলাচলের অনেকগুলি করিডর রয়েছে। করিডর লাগোয়া লোকালয়ে হাতির হানায় ফসল, বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। বেপরোয়া হয়ে অনেকে বিদ্যুতের তারের বেড়ার ফাঁদ ব্যবহার করছেন। এর জেরে বেঘোরে হাতির প্রাণ যাচ্ছে। এদিনের বৈঠকে দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায়, মোরাঘাটের রেঞ্জ অফিসার চন্দন ভট্টাচার্য, নাথুয়ার রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার, বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ, বানারহাটের রেঞ্জ অফিসার পৌলোমী দে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির বীরপাড়ার এসএস (স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্ট) বিকি কুমার, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় এবং বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকার সহ ১৬টি চা বাগানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মাও সেখানে বক্তব্য রাখেন।

## বাগানে হাতি

**রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জুলাই :** বৃহস্পতিবার গভীর রাতে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে কয়েকটি বুনো হাতি হানা দেয়। হাতি চলাচলে এলাকার পাটখেতগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা হাসিবুল হকের কমবেশি চল্লিশটি সুপারি গাছ ভেঙে দিয়েছে হাতি। হাসিবুল জানান, কয়েকদিন আগেও হাতি তাঁর ১৫-২০টি সুপারি গাছ ভেঙে দিয়েছিল। উত্তর খয়েরবাড়ির জঙ্গল থেকে হাতিগুলি এলাকায় হানা দেয় বলে জানান স্থানীয়রা। বন দপ্তরের মাদারিহাট রেঞ্জ জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।

## উদ্ধার

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** মানসিক ভারসাম্যহীন এক নাবালিকাকে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে উদ্ধার করে চাইল্ড হেল্পলাইনের হাতে তুলে দিল আরপিএফ। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ওই নাবালিকাকে প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তবে সে কোথা থেকে কীভাবে সে প্ল্যাটফর্মে পৌঁছায় তা বলতে পারেনি কেউ। এমনকি তার কথাবার্তা অসংলগ্ন থাকায় তার নামপরিচয়ও সঠিকভাবে জানতে পারা যায়। চাইল্ড হেল্পলাইন কোঅর্ডিনেটর রিয়া ছেত্রী বলেন, 'ওই নাবালিকাকে হোমে রাখা হয়েছে। তার পরিবারের খোঁজ চলছে।'

## জনসংখ্যা দিবস

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** শুক্রবার বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারের অনুষ্ঠানের থিম ছিল 'একটি ন্যায়সংগত ও আশাব্যঞ্জক সমাজে তরুণ প্রজন্মকে ক্ষমতায়িত করে তারা যেন নিজেদের মতো করে পরিবার গড়ে তুলতে পারে।' উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ মেডিকেল সুপার ডাঃ জীবেশকুমার সরকার, সিনিয়ার ডিএমও ডাঃ সুমিত প্রিয়দর্শী প্রমুখ। ডাঃ জীবেশকুমার বলেন, 'পরিবার পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, লিঙ্গ সমতা, তরুণ সমাজের ভূমিকা এবং সুস্বাস্থ্যের ওপর আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।' অনুষ্ঠানে চিকিৎসক, প্যারামেডিকেল কর্মী ও রোগীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

## স্কুলে ঠান্ডা জল

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** আলিপুরদুয়ার শান্তিদেবী হাইস্কুলে শীতল পানীয় জলের ব্যবস্থা ও নতুন লাইব্রেরির উদ্বোধন হল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাস, পঞ্চায়েত সদস্য জগন্নাথ দাস প্রমুখ। প্রধান শিক্ষিকা রূপা ঘোষ জানান, একটি বেসরকারি সংস্থা ও ব্যাংকের সহায়তায় বসানো হয়েছে জলের মেশিন। আর স্কুলের নিজস্ব তহবিল থেকে গড়ে তোলা হয়েছে পাঠাগার।

# নাককাটিঝোরা শুকিয়ে হাহাকার

**মোস্তাক মোরশেদ হোসেন**

**রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জুলাই :** উত্তরে বর্ষা ঢুকলেও টানা বৃষ্টি নেই। মাঝেমধ্যে অল্প বৃষ্টি হচ্ছে ঠিকই, তবে বেশিরভাগ সময় থাকছে চড়া রোদ। তাই আষাঢ় মাসেই শুকিয়ে গিয়েছে মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনার নাককাটিঝোরা। ফলে কমবেশি ৩ হাজার বিঘা জমিতে সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। রাঙ্গালিবাজনার উত্তর শিশুবাড়ি, দক্ষিণ শিশুবাড়ি, আমবাড়ি, হরিপুর, রায়পাড়া, কার্জিপাড়ার কৃষকরা হাহাকার করছেন। কারণ, জমি শুকিয়ে গিয়েছে। আমন ধান বোনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন এলাকার কৃষকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, জলের অভাবে বীজতলায় লাল হয়ে যাচ্ছে আমনের চারা। বীজতলার মাটি ফেটে গিয়েছে। রাঙ্গালিবাজনার পঞ্চায়েত প্রধান বাবলি রুসদাঁর বক্তব্য, 'প্রাকৃতিক কারণে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে আমরা অসহায়। বৃষ্টির অভাবই সমস্যার মূল কারণ। তবে নাককাটির মূল গতিপথ সহ সেচখালগুলি সংস্কার করা হচ্ছে।'

নাককাটিঝোরার উৎপত্তি হরিপুর এলাকায় গোপালপুর চা বাগানের কাছে। ভগতপাড়া থেকে আরেকটি ঝোরা বয়ে গিয়ে মিল চৌপথিতে নাককাটিঝোরায় মিশেছে। ওই ঝোরার একটি শাখা আবার ভগতপাড়া থেকে কার্জিপাড়ায় ঢুকেছে। মিল চৌপথি থেকে নাককাটিঝোরার একাধিক শাখা সেচখাল আমবাড়ি, মুন্সীপাড়া এলাকার কৃষিজমিগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একটি সেচখালেও জল নেই। দক্ষিণ শিশুবাড়ির বৃদ্ধ আমিরুল হকের কথায়, 'আমার বয়স ৬০ বছর পেরিয়েছে। এর আগে কখনও বর্ষাকালে এভাবে নাককাটিঝোরা শুকিয়ে যেতে দেখিনি। জলের অভাবে আমন ধান বুনতে পারছি না।'

বৃষ্টির আশায় শুকনো জমিই চষে রাখতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আরেক কৃষক জহরুল ইসলাম। শীঘ্রই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু না হলে সব চেষ্টা বিফলে যাবে বলে তাঁর আশঙ্কা। তিনি বললেন, 'আমন ধানের চারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বুনতে হয়। এবছর চারা রোপণের সময়সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে।'

ওই এলাকার কৃষিজমি উর্বর। তার ওপর বেশ কয়েকটি সেচনালা থাকায় চাষাবাদ ভালোই হয়। বাম আমলে সেচনালাগুলিতে একাধিক সেচবাঁধ তৈরি করে শাখা নালার মাধ্যমে জমিতে জল ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। তাই ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় সেচের জলের অভাব হলেও রাঙ্গালিবাজনার ওই এলাকাগুলিতে বছরভর সেচের জল পাওয়া যেত। কিন্তু ভিন্ন ছবি এবছর।

**সমস্যা যেখানে**

- সেচনালা শুকিয়ে গিয়েছে, ফলে ৩ হাজার বিঘা জমিতে সেচের জল পাওয়া যাচ্ছে না
- জলের অভাবে বীজতলায় লাল হয়ে যাচ্ছে আমনের চারা, বীজতলার মাটি ফেটে গিয়েছে
- কৃষকরা পাট কাটতে পারছেন না, কারণ পাট পচানোর জন্য পুকুরে জল নেই

কৃষকরা পাট কাটতে পারছেন না। কারণ পাট পচানোর জন্য পুকুরে জল নেই।

মিল চৌপথির মজরুল হকের অভিযোগ, 'উজানে উৎসমুখ এলাকায় জবরদখলের জেরে ঝোরায় জল কমে গিয়েছে।' যদিও বাবলি জানিয়েছেন, জবরদখলের খবর তাঁর কাছে নেই। তবে কৃষিজমির ধুয়ে আসা মাটি জমে নালার নাব্যতা কমেছে। 'দক্ষিণ শিশুবাড়ি, আমবাড়ি, রায়পাড়া, কার্জিপাড়ায় আর্থমুভার লাগিয়ে সেচনালাগুলির বক্ষ খনন করা হচ্ছে', বললেন তিনি।

শুকিয়ে গিয়েছে নাককাটিঝোরার সেচনালা।

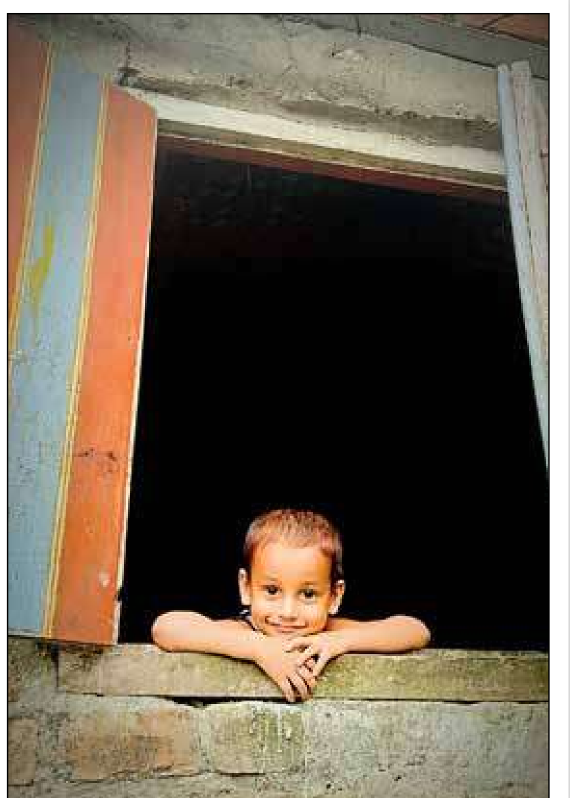

একগাল হাসি নিয়ে।। উত্তর দিনাজপুরে ছবিটি তুলেছেন শেখ বিট্টু আলম।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# শ্রাবণীমেলার প্রস্তুতি সংকোশ নদীঘাটে

**নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়**

**বারবিশা, ১১ জুলাই :** অসম-বাংলা সীমানার নাজিরান দেউতিখাতায় সংকোশ নদীঘাটে বাবা সেবাসংঘ বোলবোম কমিটির শ্রাবণ শিব জলাভিষেক উৎসব শুরু হয়েছিল ২০০১ সালে। ২০১৪ সালে নিম্ন অসমে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই উৎসব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কমিটি গঠন করে প্রায় এক দশক পর ফের উৎসব আয়োজনে তোড়জোড় শুরু করেছেন আগ্রহী গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা তিথিতে পুজো করে চারদিক খোলা মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে শ্রাবণীমেলার প্রস্তুতি শুরু করল নবগঠিত কমিটি। হেমেন্দ্র সরকারের হাতে গড়া পাথরের শিবলিঙ্গ এবং পাথরের তৈরি নন্দী মন্দিরের শোভা বাড়িয়ে তুলেছে। এই মন্দিরে পুজো করেন পুরোহিত সুধন মৌলিক।

এদিন গিয়ে দেখা গেল, সংকোশ নদীঘাট, মন্দির চত্বর, মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করা হয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে বাঁশ, কাপড়, ত্রিপল এবং কাঠের পাটাতন দিয়ে মুক্তমঞ্চ গড়ার কাজ চলছে। পুজো ও মেলা কমিটির সম্পাদক রাজু বর্মন বলেন, '২০ জুলাই থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত গোটা শ্রাবণ মাস ধরে ৫টি রবিবারেই মন্দিরে পুজো হবে এবং মেলা বসবে। পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য নদীঘাট সংস্কার চলছে। ভক্তদের নিরাপত্তায় মোটা দড়ির তৈরি নেট দিয়ে স্নানঘাট ঘিরে দেওয়া হবে। এছাড়াও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ২টি নৌকা রাতভর রাখা হবে।' তিনি জানিয়েছেন, ভিড় সামলাতে এবং সুষ্ঠুভাবে পুজো ও মেলা চালাতে বাঁশের ব্যারিকেড, মহিলা ও পুরুষ ভক্তদের জন্য পৃথক লাইন, পৃথক স্নানঘাট, পানীয় জল, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনকি মহিলাদের কথা মাথায় রেখে অস্থায়ী শৌচালয়, পোশাক পরিবর্তনের ঘর সবকিছুরই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

নাজিরান দেউতিখাতায় সংকোশ নদীঘাটে শ্রাবণীমেলার প্রস্তুতি।

শিবলিঙ্গ স্থাপনের পুজো ঘিরে মন্দিরে ভিড় করেছিল প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া প্রীতম বারুই, তৃতীয় শ্রেণির অর্ণব দাস, চতুর্থ শ্রেণির সঞ্জীব দাস, নয়ন বৈরাগী, ষষ্ঠ শ্রেণির শানু বৈরাগী, সপ্তম শ্রেণির রাজেশ বর্মনদের মতো পড়ুয়ারা। পুজো শেষে আম, কলা, তরমুজ, খেজুর, নাসপাতি, আপেল, মুসম্বি ফলপ্রসাদ পেতে ওদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। ষষ্ঠ শ্রেণির নন্দিতা বারুই, অষ্টম শ্রেণির সুস্মিতা বর্মন, নবম শ্রেণির মল্লিকা বিশ্বাস, স্বপ্না সরকাররা শাড়ি পরে মন্দিরে এসেছিল। মল্লিকা জানিয়েছে, সে এবং তার বান্ধবীরা মিলে মেলার মুক্তমঞ্চে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করবে। তাই তাদের বাড়িতে রোজই নাচের মহড়া চলছে। বহু বছর বন্ধ থাকার পর ফের শিবপুজো ও শ্রাবণীমেলা শুরু হওয়ায় খুব খুশি বলে জানিয়েছেন বধূ প্রতিমা মৌলিক। 'পুজোর কাজ করে মানসিক শান্তি পান' বললেন নন্দিতা হালদার সরকার।

> পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য নদীঘাট সংস্কার চলছে। ভক্তদের নিরাপত্তায় মোটা দড়ির তৈরি নেট দিয়ে স্নানঘাট ঘিরে দেওয়া হবে। এছাড়াও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ২টি নৌকা রাতভর রাখা হবে।
>
> **রাজু বর্মন** সম্পাদক, পুজো ও মেলা কমিটি

কমিটির সভাপতি বলরাম সাহা জানিয়েছেন, পুজো ও মেলা হচ্ছে জেনে গ্রামের বহু পরিযায়ী শ্রমিক বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন। আশপাশের গ্রামগঞ্জের পাশাপাশি নিম্ন অসমের শিমুলটাপু, গোঁসাইগাঁও, কচুগাঁও, শ্রীরামপুর, তামারহাট, ভাওরাগুড়ি, তুলসীবিল, সাপকাটা, বঙ্গাইগাঁও থেকেও প্রচুর বাসিন্দারা এখানে আসেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

মা... শুক্রবার কুমোরটুলিতে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

# ধর্মরক্ষা কমিটির ডাক শুভেন্দুর

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** সম্প্রতি মহরমের তাজিয়া নিয়ে মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কয়েকটি মুসলিম প্রধান এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার বাউড়িয়ায়। বাউড়িয়ার ঘটনায় রাজ্যজুড়ে ধর্মীয় মৌলবাদের এই বাড়বাড়ন্ত রুখতে ধর্মরক্ষা কমিটি গড়ার ডাক দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

অভিযোগ, রাস্তা বদল করে তাজিয়ার মিছিল নিয়ে হিন্দু প্রধান এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে সংখ্যালঘুরা। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনায় দু'পক্ষের মোট ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু তাতেও এলাকায় উত্তেজনা কমেনি। জারি রয়েছে ১৬৩ ধারা। এই পরিস্থিতিতে আক্রান্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে সেখানে যেতে চেয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু আইনশৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে এই কারণ দেখিয়ে এখনই তাঁকে সেখানে না যেতে অনুরোধ করেছে পুলিশ। শুক্রবার হাওড়া জেলা বিজেপি দপ্তরে বসে পুলিশের এই ভূমিকার সমালোচনা করে শুভেন্দু বলেন, 'পুলিশের অনুরোধের জবাবে সঙ্গে সঙ্গেই আমার তরফ থেকে মেল করে ঘটনাস্থলে কবে যাওয়া যেতে পারে, সেই বিষয়ে পুলিশের কাছেই জানতে চাওয়া হয়েছে। শুক্রবারের মধ্যে উত্তর না পেলে অনুমতি আদায় করতে আগের মতোই আমাকে আদালতে যেতে হবে।' ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ থেকে শুরু করে মহেশতলার মতো নানা ইস্যুতে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়াতে ঘটনাস্থলে যেতে পুলিশ বাধা দিয়েছে বিরোধী দলনেতাকে। শুভেন্দুর দাবি, এপর্যন্ত অন্তত ৮৫টি ঘটনায় পুলিশের অনুমতি না পেয়ে তাঁকে আদালতে গিয়ে অনুমতি নিতে হয়েছে।

শুভেন্দুর মতে, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই প্রবণতা আরও বাড়বে। তৃণমূল ভোটব্যাংকের রাজনীতিকে আরও উসকে দিতেই এদের প্রশ্রয় দেবে। নির্বাচনে তৃণমূলের বিরোধিতা করতে বুথ স্তরের সংগঠনের পাশাপাশি এই বিশেষ সম্প্রদায়ের জেহাদিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে।

বাউড়িয়ায় সাংবাদিক সম্মেলন শুভেন্দু অধিকারীর। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র।

# বাঙালি অস্মিতা জাগাতে চায় তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** বাঙালি অস্মিতাকে সামনে রেখে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করেছিল তৃণমূল। সফলও হয়েছিল। আর একবছরও বাকি নেই বিধানসভা ভোটের। ফের বাঙালি অস্মিতাকে জাগিয়ে তুলতে মরিয়া ঘাসফুল শিবির। একদিকে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে সরব হওয়া, অন্যদিকে এসএসকেএম হাসপাতালে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য বাংলা জানাকে আবশ্যিক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন বাঙালিদের সঙ্গে তিনি আছেন। তৃণমূল সূত্রে খবর, ভোট যত এগিয়ে আসবে, বাঙালি অস্মিতাকে আরও বেশি করে চাগিয়ে তুলতে চাইছে তৃণমূল। আর তাই বিজেপিকে 'বাংলা বিরোধী' প্রচারে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। একুশে জুলাই শহিদ সমাবেশ থেকে এই নিয়ে বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে নির্যাতিতদের পরিবারের পাশে থাকার জন্য দলীয় কর্মীদের নির্দেশও ওই সমাবেশ থেকে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে ভিনরাজ্যে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তার ঘটনা সামনে এসেছে। দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও ওড়িশায় এই ধরনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে ওড়িশার মুখ্যসচিব মনোজ আহুজাকে চিঠি দিয়েছেন এই রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শামিরুল ইসলাম। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যু যে তৃণমূলের কাছে তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে, তা স্পষ্ট। ভোট যত এগিয়ে আসবে, বাঙালি অস্মিতাকে আরও বেশি সামনে আনার চেষ্টা করবে তৃণমূল।

তৃণমূল সূত্রে খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই নিয়ে রাজ্যজুড়ে বড় ধরনের কর্মসূচি নেওয়ার পরিকল্পনাও নিয়েছে তৃণমূল। রাজ্যজুড়ে ফের নবজোয়ার কর্মসূচিও করতে পারেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

# ফের নেপালের উড়ান

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** ১১ মাস পর কলকাতা থেকে সরাসরি কাঠমান্ডু পর্যন্ত ফের ১ সেপ্টেম্বর থেকে সরাসরি উড়ান চালু হবে। নেপালের বৃহত্তম বেসরকারি বিমান সংস্থা বুদ্ধ এয়ারের এই উড়ানে থাকছে ৭০টি আসন। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার এই পরিষেবা থাকবে। ফলে দিল্লি হয়ে যাত্রীদের কাঠমান্ডু যাওয়ার সমস্যা আর থাকবে না।

২০১৯ সালে এই পরিষেবা শুরু হলেও কম যাত্রীর কারণে এবং করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ হয়ে যায়। ট্রাভেল এজেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় কমিটির সদস্য অনিল পাঞ্জাবি জানান, ভোটার কার্ড থাকলেই যাত্রীরা ভ্রমণের সুবিধা পাবেন।

# শ্লীলতাহানিতে বিদ্ধ পদ্ম নেতা

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** বিজেপি নেত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল বনগাঁয় ছবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি নেতা শোভন তরফদারের বিরুদ্ধে। বিজেপির দলীয় নেতৃত্বের বক্তব্য, যথাযথ প্রমাণের ওপর নির্ভর করে তদন্ত করা হবে।

বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'ঘটনা সত্যি হলে দল ব্যবস্থা নেবে। তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুয়ো অভিযোগ হয়, তাহলে দল পাশে থাকবে।'

# কলেজে দাদাগিরি, হুঁশিয়ারি শশীর

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** মাথায় পানীয় ভর্তি গ্লাস। জনপ্রিয় হিন্দি গানে সেই গ্লাস নিয়ে বেলি ডান্সারের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য করছেন এক তরুণ। বেলঘরিয়ায় ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের ফেস্টের এই দৃশ্য ভাইরাল হতেই বিস্মিত শিক্ষামহল। 'হেড ম্যাসাজের' পর সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুমের মধ্যে নেতাদের 'বডি ম্যাসাজ'-এর ভিডিও এবার প্রকাশ্যে এসেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দাদাগিরি' বিতর্কের পাহাড়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ তৃণমূলের শীর্ষনেতৃত্ব। শুক্রবার রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার স্পষ্ট বক্তব্য, সরকারপক্ষ পাশে আছে বলেই দুর্নীতি করে পার পেয়ে যাবে, এমন কোনও কথা নেই। এইরকম ছাত্র রাজনীতি যাঁরা করেন, তাঁদের ছাত্র সংগঠন করার প্রয়োজন নেই।

কসবা আবহে বেলঘরিয়ার কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা রানা বিশ্বাসের 'নৃত্য' কাণ্ডের অভিযোগকে সম্পূর্ণ নাকচ করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ শুভ্রনীল সোম। কামারহাটি পুরসভার কাউন্সিলারের ছেলে রানা কীভাবে বছর দশেক আগে পাশ করার পরও কলেজে প্রবেশ করেন, সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। বিতর্ক উসকে দিয়ে কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য তথা কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা বলেন, 'আমি ওকে নাচতে দেখেছি। কলেজ ফাংশানে এরকম নাচগান একটু হয়েই থাকে। সবাই তাতে বেশ মজাই পায়।' তবে এর উত্তরে রানার বক্তব্য, 'এটা কলেজ ফেস্ট নয়, পরিচিত একজনের বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।' এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং মারফত প্রকাশ্যে এসেছে তৃণাঙ্কুর ঘনিষ্ঠ টিএমসিপি নেতা শুভরঞ্জন সিংয়ের কার্যকলাপ। অশোকস্তম্ভের ছবি ব্যবহার করে নিজেকে রেলওয়েতে নিয়োগকারী হিসেবে দাবি করে ভুয়ো ভিজিটিং কার্ড বিলি করতেন তিনি। হাজার হাজার টাকার বিনিময়ে ভুয়ো জন্ম ও পরিচয়ের শংসাপত্র তৈরি করার অভিযোগকে অবশ্য নাকচ করেছেন শুভরঞ্জন।

এদিন প্রকাশ্যে এসেছে সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রনেতাদের 'বডি ম্যাসাজ'-এর ভিডিও। অভিযুক্ত টিএমসিপি নেতা দেবজ্যোতি পাল বলেন, 'আমি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নই এবং ওই কলেজের ছাত্রও নই। খেলতে খেলতে আঘাত লাগায় আমরা ইউনিয়ন রুমে গিয়েছিলাম।' বহিরাগতরা কীভাবে কলেজে প্রবেশ করতে পারেন, প্রশ্ন উঠেছে সেই নিয়েই। অধ্যক্ষ শুভঙ্কর চক্রবর্তী ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন। তবে শশী পাঁজার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই এখন মরিয়া তৃণমূল।

# ভিনরাজ্যে হেনস্তায় রিপোর্ট চাইল কোর্ট

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের দিল্লি থেকে বাংলাদেশে পাঠানোর অভিযোগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। এই ঘটনায় রুল জারির হুঁশিয়ারিও দিয়েছে আদালত। দিল্লির প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কোনও রুল জারি করার আগে বেশ কিছু বিষয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি দিল্লির মুখ্যসচিবের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সমস্ত তথ্য আদালতে পেশ করবেন। কাজের সূত্রে দিল্লিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার। এই মামলাতেই হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হেবিয়াস কর্পাস মামলায় রুল জারি করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। অন্য রাজ্যের ঘটনা হলেও তা ব্যতিক্রম নয়। প্রাথমিকভাবে আদালত মনে করছে, এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, তাই আদালত নির্বাক দর্শক হয়ে থাকতে পারে না।'

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চেয়েছে, 'ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের কি আটক করা হয়েছে? আটক করা হলে তা কোনও আদালতের নির্দেশে কি না? কেন আটক করা হয়েছে? তার আগে কি তাদের কারণ জানানো হয়েছিল? দিল্লি পুলিশ বা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা কি তাদের বিরুদ্ধে কি কোনও তদন্ত করেছে? রাজ্য ও দিল্লি প্রশাসনের কি কোনও যোগাযোগ হয়েছে?' সম্প্রতি বাংলা থেকে কাজের সূত্রে ভিন রাজ্যে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক বা বাংলাদেশি সন্দেহে পুশব্যাকের ঘটনায় সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত।

# অভিজ্ঞতার শর্তে প্রশ্ন আদালতের

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় 'শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতা'র বিষয়টি ধোঁয়াশাময় বলে কড়া মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায় শুক্রবার বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, 'পূর্ব শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল হলে সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকা সকলের অভিজ্ঞতা শূন্য হয়ে যায়। ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিষয়টি আনা হলে তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকছে। তাহলে আদালতকে বলতে হয়, শুধুমাত্র যোগ্য ও বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য সীমাবদ্ধ সুবিধা পাইয়ে দিচ্ছে এসএসসি। সুপ্রিম কোর্ট শুধু বয়সসীমার ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে।

তাই শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতার বিষয়টি ধোঁয়াশাময়।' নতুন আবেদনকারীদের কীভাবে শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকবে তা নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এদিন সেই দাবিতেই একপ্রকার সিলমোহর দিল হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি যে হলফনামা পেশ করেছিল, সেই নথি তলব করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। নতুন বিজ্ঞপ্তির যে অংশ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে অবস্থান জানাতে হবে রাজ্য ও কমিশনকে।

বিচারপতি সৌমেন সেন কমিশনের থেকে জানতে চান, 'নতুন পরীক্ষায় নম্বর বিভাজনের সিদ্ধান্ত কার? এসএসসি কি শূন্যপদের সংখ্যা বাড়াতে পারে। ২০১৬ সালের নিয়ম মেনে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া হলে তার মধ্যে কি যোগ্যতামান নির্দিষ্ট?'

এসএসসি যুক্তি দেয়, 'নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকতার পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। রুল তৈরির এক্তিয়ার রয়েছে রাজ্যের। কমিশন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শূন্যপদ ঘোষণা করে।'

একক বেঞ্চের নির্দেশে অযোগ্যদের নিয়োগে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে দাঁড়ি টানা হলেও বাকি বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। যা নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

মামলাকারীদের আইনজীবী আদালতে জানান, '২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও ২০২৫ সালে নতুন শূন্যপদ তৈরি করে এভাবে সংযুক্ত করা যায় না। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে না কাউকে।'

# সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৫৫ সংখ্যা, শনিবার, ২৭ আষাঢ় ১৪৩২

## রাজনীতিতে অবসর

সমস্ত শুরুর একটা শেষ থাকে। অনন্তকাল ধরে সবকিছু একইভাবে চলতে পারে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে অবশ্য ব্যাপারটা খানিকটা আলাদা। অন্তত ভারতে। এদেশের রাজনীতিবিদদের একটা বড় অংশের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে তাঁদের প্রয়াণে। অর্থাৎ আমৃত্যু এদেশের নেতাদের বড় অংশ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকেন।

অন্যান্য পেশায় অবসরের বয়সসীমা থাকলেও রাজনীতিতে তেমনটা নেই এখনও। এই প্রেক্ষাপটে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের ৭৫ বছরে অবসর নেওয়ার তত্ত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। এতে মোদি জমানার শুরুতে বিজেপিতে চালু অলিখিত নিয়মে সিলমোহর পড়বে কি না, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলীমনোহর যোশিদের মার্গদর্শক মণ্ডলে পাঠিয়ে দিয়েছিল বিজেপি।

৭৫ বছর বয়স হলেই বিজেপি নেতাদের বানপ্রস্থে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বলে জল্পনা শুরু হয়েছিল তখনই। এবার সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিলেন খোদ সরসংঘচালক। সম্প্রতি তিনি নাগপুরে একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, আপনার বয়স ৭৫ হওয়ার অর্থ এবার আপনাকে থামতে হবে এবং অন্যদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে। তাঁর এই মন্তব্যের ইঙ্গিত মোদির দিকে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

তবে বিরোধীরা ভাগবতের মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। শুধু মোদি নন, ভাগবতও ৭৫-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বলে কংগ্রেস স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর ভাগবতের ৭৫ বছর বয়স হবে। তার ঠিক ৬ দিন পর মোদির বয়স ৭৫ পূর্ণ হবে। বিরোধীরা তাই প্রচার শুরু করেছে, ৭৫ হওয়ার পরেও মোদি প্রধানমন্ত্রিত্ব না ছাড়লে ধরে নিতে হবে, তিনি পদের মোহ থেকে মুক্ত নন।

রাজনীতি থেকে পাকাপাকি অবসরের বাঁধাধরা নিয়ম ভারত কেন, বিশ্বের কোনও দেশে নেই। কেউ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকলে তাঁর রাজনীতিতে থাকতে কোনও বাধা নেই। ভারতের চার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ৯২, অটলবিহারী বাজপেয়ী ৮১, চন্দ্রশেখর ৮০, ভিপি সিং ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু ও সিদ্ধার্থশংকর রায় যথাক্রমে ৮৬ ও ৭৭ বছর বয়সে সক্রিয় রাজনীতিকে বিদায় জানিয়েছিলেন।

৯২ বছরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া ও ৮৪ বছরের এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার এখনও রাজনীতিতে সক্রিয়। কাজেই মোদির বয়স ৭৫ বছর পার হলেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে হবে, এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নেই। তিনি সংঘ প্রধানের বার্তায় কিংবা বিজেপির অভ্যন্তরীণ পরিকল্পনায় যদি তেমন পদক্ষেপ করেন, প্রধানমন্ত্রিত্বের ব্যাটন মাঝপথে অন্য কারও হাতে তুলে দেন, তাহলে সেটা স্বতন্ত্র বিষয় হবে।

সেই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত কখনও নিয়ম হতে পারে না। কাউকে তার জন্য বাধ্য করা যায় না। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা অবসর পরবর্তী জীবনে কীভাবে কাটাবেন, তার আভাস দিয়েছেন। তিনি নাকি রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার পর জৈব চাষবাসের পাশাপাশি বেদ, উপনিষদ পড়ে সময় কাটাবেন। তবে তিনি কবে অবসর নেবেন, সেটা খোলসা করেননি।

স্বাধীন দেশে সব নাগরিকের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। অমিত শা কীভাবে বানপ্রস্থ পর্ব কাটাবেন, সেটাও তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তবে একই সময়ে ভাগবতের ৭৫ বছরে অবসরের বার্তা আর শা'র অবসর যাপনের চিন্তাভাবনার প্রকাশ কাকতালীয় নাও হতে পারে। আরএসএস-বিজেপি যদি অন্যান্য পেশার মতো রাজনৈতিক জীবনের সমাপ্তির সময়সীমা বেঁধে ফেলে, তাহলে ভারতের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের জন্ম দেবে।

বিজেপি যদি সত্যিই ৭৫ বছরে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেওয়াকে বাধ্যতামূলক করে দেয়, তাহলে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির ওপর সেই লাইন বিবেচনা করার চাপ বাড়বে নিশ্চয়ই।

## অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

**-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব**

# বাঙালি ভদ্রলোক আজ মৃত্যুপথযাত্রী

সমাজমাধ্যমে বাঙালির তর্কের ভাষা অতি নিম্নরুচির। অবাঙালিরাও জানেন, বাঙালি ভদ্রলোক বলে আর কিছু হয় না।

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

*আড্ডায় দুই বাঙালি ভদ্রলোক। মৃণাল সেন ও সত্যজিৎ রায়।*

এলন মাস্কের জমানায় টুইটার নাম বদলে এক্স হয়ে ওঠার পর এখন তো আর টুইট বলে না, বলা হয় পোস্ট। তবু টুইট শব্দটাই বিশ্বজুড়ে বেশি চালু। টুইটে টুইটে প্রতিদিনই ছয়লাপ করেন আমাদের তথাগত রায়। কট্টর মুসলিম বিরোধী তথাগত মাঝে মাঝে এমন বাজে কথা লেখেন, একেক সময় গা ঘিনঘিন করে। তবে ভাই সৌগতকে নিয়ে কখনও কিছু লেখেননি, লেখেন না।

দিন নয়েক আগে অসুস্থ ভাই সৌগতকে নিয়ে একটি টুইট করেছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি। সৌগত বহুদিন ধরে অসুস্থ। তিনি আসলে কেমন আছেন, তা জানাতেই তথাগতর পোস্ট। ভাইয়ের জন্য প্রবল উদ্বেগ সেই পোস্টে ধরা পড়েছিল। দেখে ভালো লাগল, চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক তথাগতর মধ্যেও একটা অতি নরম মন রয়েছে। যেখানে নোংরা রাজনীতি তুচ্ছ হয়ে যায়।

গান্ধি, যাদব, করুণানিধি, পাওয়ার, বন্দ্যোপাধ্যায়, সিন্ধিয়া- দেশে এমন অনেক পরিবারের উদাহরণ রয়েছে, যেখানে অনেকে একসঙ্গে রাজনীতি করেন। তথাগত ও সৌগত এদিক দিয়ে ব্যতিক্রমী, দুজনে দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ মুখ। আগে যা ছিল সিন্ধিয়াদের ক্ষেত্রে।

সৌগতকে নিয়ে তথাগতর আবেগঘন পোস্ট দেখে আশ্বস্ত লাগছিল, যাক, ক্লেদাক্ত রাজনীতি দুই ভাইয়ের স্বর্গীয় সম্পর্ককে তিক্ত করতে পারেনি। এঁরা কেউই কোনওদিনও অন্যকে বিশ্রী কটাক্ষের রাস্তায় হাঁটেননি। ভালো উদাহরণ।

আজকের সমাজে ওই ভালো উদাহরণের মূল্য আছে কোনও? তথাগতর ওই পোস্টের নীচে তাঁর ফলোয়ারদের যা যা বক্তব্য দেখলাম, তা থেকেই চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল বাঙালির ভদ্রলোক ভাবমূর্তি আমরা গঙ্গা-তিস্তা-মহানন্দা-দামোদরে বিসর্জন দিয়ে এসেছি। আসছে বছর আবার হবে? উঁহু, এমন স্লোগান দেওয়ার মানসিকতা আমাদের কারও নেই।

বরং ওই মন্তব্যগুলো আরেকবার মনে করিয়ে দিল, বাঙালির চিরাচরিত ভদ্রলোকের সংজ্ঞা কীভাবে পালটে গিয়েছে। কীভাবেই বা বাঙালি ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বিলুপ্ত প্রাণীর দলে নাম লিখিয়ে ফেলছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় বাঙালির গালাগালির নতুন নতুন শব্দ, নতুন নতুন ভাষা আমাদের দিন বদলের করুণ পথে দাঁড় করিয়ে যায়। যা বলে দিয়ে যায়, বাঙালি ভদ্রলোক আর হবে না ভবিষ্যতে।

এই বঙ্গসন্তানরা লোকের মৃত্যু কামনাও করে একেবারে প্রকাশ্যে। অতি অশ্লীলভাবে। এঁদের কারও ভাই গুরুতর অসুস্থ বলে পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে কি এমন মন্তব্যই প্রত্যাশা করবেন তাঁরা? সহ্য করতে পারবেন তো?

নয়াদিল্লি থেকে বারাণসী, এলাহাবাদ থেকে জব্বলপুর, লখনউ থেকে ভাগলপুর, বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বই প্রবাসী বাঙালির জগৎ অনেকটাই প্রভাবিত হত কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের জীবনযাপন ভাষা প্রয়োগ থেকে। পঞ্জাবি-মারাঠি-বিহারি-মাড়োয়ারি-দক্ষিণ ভারতীয় সবাই জানতেন, বাঙালিদের মধ্যেই একটি বিশেষ শ্রেণি রয়েছে। বাঙালি ভদ্রলোক। তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনেক অবাঙালিও স্পষ্ট জানতেন। শ্রদ্ধা করতেন সেই আভিজাত্যকে। এখন দিল্লি-বারাণসী-মুম্বইয়ের অবাঙালিরাও বুঝে গিয়েছেন, বাঙালি ভদ্রলোক বলে আর কিছু হয় না। ঝোলেঝালে, ডালে অম্বলে মিলেমিশে সব একাকার আজ।

ভাইকে অন্যদের এভাবে অকথ্য গালাগাল দিতে দেখে কি মনে হতে পারে তথাগতর? টুইটের কূটকচাল দেখে উগ্রবাদী তথাগতর জন্য খারাপই লাগছিল। তিনি এমনিতে একেবারে শুভেন্দু স্টাইলের মুসলিম হেটার, ঘৃণা ছড়াতে ওস্তাদ। ও নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতে বসলে পাড়ার জগা গবার সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত তথাগতর কোনও ফারাক নেই। তিনি সেখানেই অর্থহীন ঝগড়া জুড়ে দিতে পারেন অচেনা লোকের সঙ্গে। এখানে কিছু করেননি। সবই তো তাঁর পার্টিরই লোক, আর বলবেন কাকে?

দিন চারেক পরে সেই একই তথাগত যে টুইট করলেন জ্যোতি বসুর জন্মদিনে, তা পড়ে মনে হল, হে রাম, বাঙালি ভদ্রলোক নেই বলে এত হাহাকার করে লাভটা কী? বিজেপির এক ক্লাস এইট ফেল ভক্ত সৌগতকে নিয়ে যা লিখেছিলেন, উচ্চশিক্ষিত তথাগত সেরকমই কিছু লিখেছেন জ্যোতিবাবুকে নিয়ে। 'এক মূর্তিমান শয়তান জ্যোতি বসুর জন্মের ১১১ বৎসর পূর্ণ হল আজ। বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীতে জন্মে এই জনগোষ্ঠীকেই সর্বনাশ ও বিলুপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে এই লোকটি অদ্বিতীয়। এর কীর্তির এক অতিসংক্ষিপ্ত তালিকা। এটি হিমশৈলের চূড়ামাত্র।'

তালিকা দিয়েই থামেননি তথাগত। অনেক অজানা হিন্দুত্ববাদীর জ্যোতিবাবুকে নিয়ে অতি অশ্লীল পোস্টও শেয়ার করেছেন। এসব দেখে আবার মনে হয়, তাহলে আর বাঙালি ভদ্রলোক খুঁজে লাভ কী?

সোশ্যাল মিডিয়া আসার পরে একটি বড় লাভ হয়েছে আমবাঙালির। যে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে সে পাড়ার চায়ের দোকান বা রকের আড্ডা জ্বালিয়ে দিত, সেই ভাষা সে প্রয়োগ করছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এখানে তথাকথিত সেলেবদের সরাসরি গালাগাল দেওয়া যাচ্ছে, মাঝে মাঝে এঁড়ে তর্কও জুড়ে দেওয়া যায়। তাহলে আর পাড়ার আড্ডায় এসব বলে অপাত্রে দান কেন? যে গালাগালটা পাড়ায় দিতাম, সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতেই দিই। আলিপুরদুয়ার থেকে আলিপুর, আমেরিকা থেকে আলাস্কা, সবাই জানতে পারবে নিজেকে।

আমি গায়ককে বলতে পারব, 'রবীন্দ্রসংগীতের স্বরবিতানটা তাকে তুলে রেখে দে, নিজের সুরে রবীন্দ্রসংগীত গাইছিস।' আমি অভিনেতাকে অনায়াস বলতে পারব, 'ওই তো সেই দাঁতে দাঁত চেপে সংলাপ বলিস রে, সব ডায়ালগ একরকম!' বাঙালি ভদ্রলোক হারিয়ে যাচ্ছে বলে কেউ পোস্ট করলে তাঁকে দিব্যি বলে দেব, 'যান যান, এসব বুদ্ধিজীবীগিরি এখানে ফলাবেন না তো!'

আপনার সঙ্গে আমার সব ব্যাপারে মতের মিল থাকবে, তা হতে পারে না। তর্ক হোক, হোক তর্ক। সমস্যা হল, তর্কের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে শ্লীলতাবোধ, ভদ্রতাবোধ। বাংলায় এখন মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয় যেন একটাই-- তুমি কোন পার্টির সমর্থক? অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পার্টির ভক্তই হোন, ফেসবুকে ভেসে উঠবে একেবারে একইরকম ভাষা। গলির ভাষা। আজকের পার্টি নেতারা তো সমর্থকদের ভাষা শিক্ষা দেয় না।

বাঙালি ভদ্রলোক বলতে কাদের বোঝানো হত? অতি সংক্ষেপে তাঁদের গুণগুলো এভাবে লেখা যাক। শিক্ষা থাকবে। নম্রতা ও বিনয় সঙ্গী হবে তাঁর। থাকবে আত্মমর্যাদা বোধ এবং মূল্যবোধ। সৎভাবে দিন কাটাতে চাইবেন, পরিবারেও সততা প্রয়োগ করবেন। সমাজের জন্য কিছু করতে চাইবেন মন থেকে। ভাষা ব্যবহারে থাকবে অত্যন্ত সচেতনতা। তাঁর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি বা সাদা শার্ট বলে দেবে, তিনি বাঙালি ভদ্রলোকের প্রতিভূ। পয়সা না থাকলেও ভদ্রতাবোধ বিসর্জন দেবেন না। যৌথ পরিবারের গ্রন্থি থাকবে জমাট। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাঁদের মননে জায়গা পাবে সবার আগে।

এই ধরনের মানুষ আর এখন কত পাবেন বাংলায়?

বাংলার নবজাগরণে বড় ভূমিকা ছিল বাঙালি ভদ্রলোকদের। তাঁরা ইউরোপিয়ানদের ভালো দিকগুলো নিতে যেমন দ্বিধা করেননি, তেমনই তাঁদের ভারত থেকে তাড়ানোর ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। হুতোম প্যাঁচার নকশায় কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎকালীন ভদ্রলোকদের ভণ্ডামি ও সামাজিক ধারণাকে ব্যঙ্গ করলেও আজ বোঝা যায়, এখনকার তুলনায় তাঁদের ভণ্ডামি কিছুই ছিল না। এখন বেঁচে থাকলে কালীপ্রসন্ন আরও বহু রসদ পেতেন, দেখতেন রাজনীতি কীভাবে চাটুকারদের জন্ম দিয়েছে, পালটে দিয়েছে মানুষকে।

সাধারণ মানুষই যদি এমন হয়, তা হলে রাজনীতিকদের দোষ দিয়ে কী হবে? তাঁদের ভাষা, ভঙ্গিও এমনই হবে। তাঁরা জানেন, জনতা এখন ওই জাতীয় ভাষাই পছন্দ করছে। ওই কদর্য ভাষাতেই হাততালি পড়বে। টিভিতে একই বিশেষজ্ঞদের সান্ধ্য কলতলার ঝগড়াই দাম পাবে বেশি। কাঞ্চন মল্লিকরা ভাববেন, ডাক্তারদের হুমকি দিয়েই তো সিনেমার থেকে বেশি প্রচার পাওয়া যায়। হোক না নেতিবাচক প্রচার, প্রচার তো!

তাঁর 'আত্মঘাতী বাঙালী' বইয়ে নীরদ সি চৌধুরী ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, 'যদা শ্রৌষং ১৯২০ সনে চিত্তরঞ্জন দাশ মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধতা করিবার জন্য সদলবলে নাগপুরে গিয়া তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আসিলেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৩২ সনে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বাংলাদেশ সম্বন্ধে কম্যুনাল অ্যায়োআর্ড দিলেন কিন্তু বাঙালী তাতে বাধা দিল না, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌর্ষং ১৯৩৭ সনে ভারতীয় কংগ্রেস বাংলার কংগ্রসকে ফজলুল হকের প্রজাপার্টির সহিত সহযোগিতা করিতে দিলেন না, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌর্ষং সেই সনেই মুসলিম লিগ ও প্রজাপার্টি মিলিয়া বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন করিল, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রেয় বাংলাদেশকে বিভক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়! যদা শ্রৌষং ১৯৪৭ সনে মুসলমান বাঙালীর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও হিন্দু বাঙালীর ভোটে বাংলাদেশ বিভক্ত হইল, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়!'

নীরদবাবুর এই অংশটুকুর শিরোনাম ছিল 'বাঙালীর জাতীয় অদৃষ্ট'। যা থেকে স্পষ্ট, কতযুগ আগে থেকেই স্ববিরোধিতায় ভুগত বাঙালি। আমরা সবাই তো তাঁদেরই উত্তরসূরি!

বাঙালি ভদ্রলোকের উত্থান অনেকের মতে, ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে। বেশির ভাগ সমাজতাত্ত্বিকের ধারণা, ওই শব্দবন্ধ তৈরি হয়েছিল ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ তিন বর্ণের জোটকে কেন্দ্র করে। ১৮২৩ সালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে 'ভদ্রলোক' শব্দটি সাহিত্যে প্রথম প্রয়োগ করেন 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে।

১৮২৩ থেকে দুশো বছর হয়ে গেল প্রায়! ১৭৫৩ ধরলে তো ২৭০ বছর-- বড় দীর্ঘ সময়! বাঙালি ভদ্রলোক নামক শব্দবন্ধের মৃত্যু প্রত্যাশিতই ছিল। শুধু তাঁদের ভাষার বিবর্তন যদি না এত লজ্জাজনক অবক্ষয় দেখাত!

## আজ

**১৯০৯**

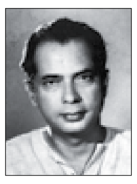

পরিচালক বিমল রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

**১৯৬৫**

ক্রিকেট তারকা সঞ্জয় মঞ্জরেকারের জন্ম আজকের দিনে।

## আলোচিত

যেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি, সেখানে কোনও বাঙালির যাওয়া উচিত নয়। একজন বিধায়ক হিসেবে নয়, সচেতন নাগরিক হিসেবে বলছি, কাশ্মীরের বদলে আপনারা জম্মুতে যান। হিমাচল প্রদেশে যান। উত্তরাখণ্ডে যান। আগে প্রাণ, তারপর সবকিছু।

**- শুভেন্দু অধিকারী**

## ভাইরাল/১

মদ কিনতে গিয়ে ঘোর বিপদ। মদের দোকানের লোহার জানলায় মাথা গলিয়ে দেন এক ক্রেতা। শত চেষ্টা করেও মাথা বার হচ্ছিল না। অন্যরা রড ধরে বহু টানাটানির পর জানলার ফাঁদ থেকে মুক্ত হয় মাথা।

## ভাইরাল/২

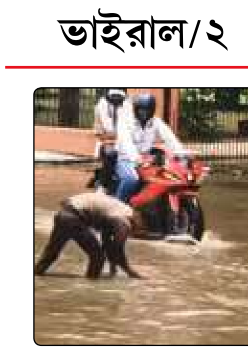

জয়পুরে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে টইটুম্বুর রাস্তা। হাঁটুজল ঠেলে যাওয়ার সময় ছেলেটির ফোন পড়ে যায় জলে। অনেক খুঁজেও ফোনটি উদ্ধার করতে পারল না। ফোন হারিয়ে রাস্তার ধারে মাথায় হাত দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদেই ফেলল।

## উত্তরের পাঁচালি

### আজও অবহেলায়

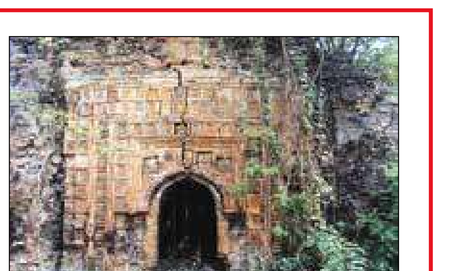

বিস্মৃত।। **বালুরঘাটে সিংহবাহিনী মন্দির। ছবি : মাজিদুর সরদার**

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে একাধিক পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ও মন্দির। তেমনই একটি পুরাকীর্তি বালুরঘাট ব্লকের খাঁপুর গ্রামের প্রায় ৭৫০ বছর পুরোনো সিংহবাহিনী মন্দির। ইতিহাস গবেষকদের মতে, পাল-সেন যুগের পোড়া ইট দিয়ে মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল। এটি প্রায় ২০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট চওড়া, ৩০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট। মন্দিরের গায়ে দেখা যায় একাধিক টেরাকোটার কাজ। একসময় খুব জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠান হত। এই মন্দিরের পাশে শিবলিঙ্গ ও পাথরের অন্যান্য মূর্তি রয়েছে। স্থানীয় মানুষের কাছে সিংহবাহিনী বা দুর্গা মা পবিত্র ও জাগ্রত। ভক্তরা বাড়ির প্রথম ফল ও দুধ মাকে উপহার দেন। বর্তমানে কালের নিয়মে ধ্বংসের মুখে বালুরঘাটের এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটি। সিংহ পরিবার ১৯৫১ সাল থেকে পাশে নতুন মন্দির তৈরি করে দুর্গাপুজো করে আসছে। আজও মন্দিরে দু'বেলা ভোগ হয়। সন্ধ্যায় নিয়মিত চণ্ডী পাঠ হয়। সিংহবাহিনী মন্দিরটির বিষয়ে রাজ্য হেরিটেজ কমিশন ইতিমধ্যেই কাজে নেমেছে। এর আগে মন্দিরটিকে হেরিটেজ ঘোষণা ও সংস্কারের লক্ষ্যে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের তরফে দু'বার পরিদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটির হেরিটেজ তকমা জোটেনি। সেই দাবি জোরালো হয়েছে।

**– পঙ্কজ মহন্ত**

### সদাই পাশে

অনন্য।। **আসিফ ইকবাল।**

নিজে বিশেষভাবে সক্ষম। চলাফেরায় হুইলচেয়ারই ভরসা। আসিফ ইকবালের অবশ্য তাকে থোড়াই কেয়ার! এই পরিস্থিতিতেও যতটা পারেন সবার পাশে দাঁড়াতে সদাই উন্মুখ। যতটা পারেন সেই চেষ্টাই করেন। কোচবিহার শহরের দেবীবাড়ি নতুনপাড়ার বাসিন্দা। ১৯৯৩ সালে আরাফত আলি ও মা গুলেনুর বেগমের ঘরে তাঁর জন্ম। চিকিৎসকদের দাবি, ছোটবেলায় টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দরুনই আসিফের শরীরে সমস্যা দানা বাঁধে। আজ পর্যন্ত তা ছাড়েনি। ছোটবেলা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দের অন্ধ ভক্ত। ২০০৯ সালে রাজ্য স্তরের বিশেষভাবে সক্ষমদের সাঁতার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়ে পুরস্কার জেতা। ২০১০ সালে গড়েছেন 'বিবেক স্মৃতি'। নিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দর মতো মনীষীদের জন্মজয়ন্তী পালন করেন। করোনা সময়ে নিজের ভাতার টাকা জমিয়ে অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজের হুইলচেয়ার ঠিক করে অন্যকে দিয়েছেন, সরকারি সুযোগসুবিধা না পাওয়া বিশেষভাবে সক্ষমদের হয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। আত্মীয়দের দেওয়া উপহারের টাকা মানুষের কল্যাণে খরচ করেন। বাড়ির সামনে যত কুকুরের দল রয়েছে, আসিফের বাড়ি থেকেই তাদের জন্য নিয়মিতভাবে খাবার যায়। এভাবেই সবসময় সবার পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা চালান।

**–অপর্ণা গুহ রায়**

# ফোটোগ্রাফির ইতিবাচক উত্তরণ উত্তরবঙ্গে

নিয়মিত প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও কর্মশালার আয়োজনে উত্তরবঙ্গে ফোটোগ্রাফির চর্চা এখন অনেকটাই সাবালক।

**সুদীপ্ত ভৌমিক**

জামাইষষ্ঠী সেরে ট্রেনে চেপে মালবাজার থেকে ফিরছি। বাগ্রাকোটের কাছে জানলা দিয়ে ক্যামেরা বের করে বাইরের অপরূপ ল্যান্ডস্কেপ দু-একটা ক্লিক করতেই পাশের ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি ফোটোগ্রাফার?' মৃদু হেসে উত্তর দিলাম, 'ওই আর কি! নেশায়।'। ক্ষণিকের কথোপকথনে বুঝতে পারলাম উনি দক্ষিণবঙ্গের, উনি বুঝলেন আমি উত্তরের। কথায় কথায় উত্তরবঙ্গের ফোটোগ্রাফি চর্চার বিষয় উঠে এল। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে ফোটোগ্রাফি শিল্পের যে বিপ্লব ঘটছে তা ওঁকে বলতে রীতিমতো উন্মুখ হয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

উত্তরবঙ্গ অন্যান্য শিল্পের মতো ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও বহু আগে থেকেই সমৃদ্ধ। অ্যানালগ থেকে আজকের ডিজিটাল যুগে উত্তরবঙ্গে ফোটোগ্রাফি চর্চা ক্রমবর্ধমান। কোচবিহার থেকে শুরু করে মালদা পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি জেলাতেই রয়েছে ফোটোগ্রাফি ক্লাব বা ফোটোগ্রাফি অ্যাসোসিয়েশন, যেখানে আলোকশিল্পীরা ফোটোগ্রাফির বিভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চা করে চলেছেন। সমতল থেকে পাহাড়, জেলার বাইরে কিছু শহরেও আলাদা ফোটোগ্রাফি ক্লাব বা অ্যাসোসিয়েশন আছে। যেখানে বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোটোগ্রাফারদের তত্ত্বাবধানে ফোটোগ্রাফি নিয়ে এগিয়ে চলেছে এই সময়ের শিল্পীরা। এসব সংগঠনের উদ্যোগে নিয়মিত ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা ও কর্মশালার আয়োজন হয়ে থাকে। এখানকার আলোকশিল্পীদের তোলা ছবিতে উত্তরবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতি, জনজীবন, প্রকৃতি, পশুপাখি প্রায় সবকিছুই ফুটে ওঠে। অনেকেই তাঁদের ছবির মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের পরিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য কাজ করে চলেছেন। অনেকে দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। এখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফোটোগ্রাফির জন্য আলাদা জায়গা দেওয়া হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ফোটোগ্রাফির আগ্রহ বৃদ্ধি করছে। ভালো ক্যামেরা কেনা সম্ভব না হলেও ভালো স্মার্টফোন সকলের কাছেই থাকে। আর এখন প্রায় সব কোম্পানিই ফোটোগ্রাফির দিকে গুরুত্ব দিয়ে ভালো ক্যামেরা সহ ফোন বাজারে আনছে। তাই স্মার্টফোনেই অসাধারণ ছবি তুলে বাজিমাত করছে অনেকেই।

উত্তরবঙ্গের ফোটোগ্রাফি চর্চার প্রসার বিশ্ব মানচিত্রে পৌঁছালেও উত্তরবঙ্গের শিল্পীদের প্রচার উত্তরবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থাকছে। এটাই খারাপ। উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীদের কাছে অপরিচিত। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে কোনও শিল্প বা শিল্পীর ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে না। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মতো ফোটোগ্রাফি শিল্পের ক্ষেত্রেও উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গের কাছে যেন অবহেলিত থাকছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দক্ষিণবঙ্গের নামী-অনামী আলোকশিল্পীরা বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মান পেলেও দক্ষিণবঙ্গে এরূপ অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গের আলোকশিল্পীরা বরাবরই ব্রাত্য। আমরা তাঁদের তোলা ছবি নিয়ে চর্চা করলেও, আমাদের তোলা ছবি যেন তাঁদের চোখেই পড়ে না। নানা সময়ে দক্ষিণবঙ্গের আলোকশিল্পীরা ফোটোগ্রাফির জন্য উত্তরবঙ্গকে বেছে নিলেও, এখানকার আলোকশিল্পী বা এখানকার ফোটোগ্রাফি চর্চা সম্পর্কে জানতে তাঁরা উদাসীন। তবুও ছবিটা একদিন বদলে যাবেই। আমরা সেই স্বপ্নই দেখি।

*(লেখক পেশায় শিক্ষক, ইসলামপুরের বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪১৯০

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | | ২ | ★ | ৩ | | ৪ |
| | ★ | ★ | | ★ | | ★ | |
| | ★ | ★ | ৫ | | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ★ | ★ | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ★ | ★ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ১২ | | ১৩ | ★ | ★ | |
| | ★ | | ★ | | ★ | ★ | |
| ১৪ | | | ★ | ১৫ | | | |

**পাশাপাশি :** ১। দুষ্টবুদ্ধি, কুবুদ্ধিযুক্ত ৩। সাত মহলা দালান কোঠা নয়, ছোট বাড়ি ৫। অর্জুন, অর্জুনের রথ ৭। দেবরাজ ইন্দ্র ৯। প্রচণ্ড ভয় পাওয়া বা শঙ্কা ১১। মতের মিল বা তালমেল-এর ভিন্নরূপ ১৪। শতসংখ্যাযুক্ত, শতাব্দ, একশোটি বস্তুর সমষ্টি ১৫। প্রতারক, ধাপ্পাবাজ।

**উপর-নীচ :** ১। শ্রেষ্ঠ মানব, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ ২। বাঁকা, কুটিল, তেরছা ৩। অত্যাধিক বায়না করে এমন ৪। কাজের মেয়ে, দাসী, নারীশ্রমিক ৬। তানপুরা ৮। গৃহিণী, সংসারের কর্ত্রী, স্ত্রী ১০। পদ্ম ১১। সংগীতের বাঁধুনি বা রচনা ১২। আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ ১৩। গুরু, শিক্ষক, সংগীতের গুরু, দক্ষ, নিপুণ।

**সমাধান ■ ৪১৮৯**

**পাশাপাশি :** ১। বলাই ৩। মাঘ ৫। হল্লা ৬। সানাই ৮। বিতল ১০। তপতী ১২। তিরিক্ষি ১৪। পালো ১৫। লাই ১৬। কট্টর।

**উপর-নীচ :** ১। বাগকবি ২। ইহকাল ৪। ঘরানা ৭। ইস ৯। ইতি ১০। তপোলোক ১১। তীর্থঙ্কর ১৩। রিসালা।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

# রাধিকা হত্যার কারণ নিয়ে ধন্দ

**রাগের চোটে বাবার ছোড়া গুলিতে মৃত**

**গুরুগ্রাম, ১১ জুলাই :** বাবা দীপক যাদবের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের (২৫)। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে রাধিকার দেহে চারটি গুলির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। দীপককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সেই খুন নিয়েই ঘনাচ্ছে রহস্য। রাধিকার বাবার বয়ানের সঙ্গে মিলছে না প্রতিবেশীদের দাবি। রহস্য বাড়িয়ে পুলিশকে লিখিত বয়ান দিতে অস্বীকার করেছেন দীপকের স্ত্রী মঞ্জু যাদব। যদিও ঘটনার সময় ওই বাড়িতেই ছিলেন তিনি।

দীপকের দাবি, মেয়ের উপার্জনে তাঁর সংসার চলছে বলে পরিচিতরা নাকি তাঁকে নিয়মিত কথা শোনাতেন। সেই কারণে মেয়েকে তাঁর টেনিস অ্যাকাডেমি বন্ধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু বাবার কথায় রাজি হননি রাধিকা। তা নিয়ে বাবা-মেয়ের কথা কাটাকাটি হয়। রাগের চোটে মেয়েকে গুলি করে বসেন বলে পুলিশকে দীপক জানিয়েছেন।

যদিও তাঁর পরিচিতদের বয়ান অন্য কথা বলছে। দীপকের এক পরিচিত গুরুগ্রাম সংলগ্ন ওয়াজিরাবাদের বাসিন্দা। মেয়ের টাকায় দীপকের সংসার চালানোর কথা খারিজ করে দিয়েছেন তিনি। ওই ব্যক্তির বক্তব্য, 'গুরুগ্রামে দীপকের বেশ কয়েকটি সম্পত্তি রয়েছে। তার মধ্যে একটি বিলাসবহুল ফার্ম হাউসও আছে। নিজস্ব ব্যবসাও রয়েছে দীপকের। সব মিলিয়ে তাঁর মাসিক আয় ১৫-১৭ লক্ষ টাকা। সবাই জানে যে দীপকরা আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল। কেন তাঁকে প্রতিবেশীরা মেয়ের টাকায় খায় বলে গঞ্জনা দেবে?'

অন্য এক পরিচিত বলেন, 'দীপক নিজের পড়াশোনা এবং ব্যবসা ছেড়ে মেয়েকে টেনিস শেখানোর জন্য সময় দিত। রাধিকার জন্য সে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে একটি র‍্যাকেট কিনেছিল।

মৃতা রাধিকা যাদব
ঘাতক দীপক যাদব

খুনের কারণ টেনিস বা অ্যাকাডেমি হতে পারে না।'

রাধিকাকে খুন করতে .৩২ বোরের রিভলভার ব্যবহার করেছেন দীপক। কেন তাঁকে এই ধরনের শক্তিশালী লাইসেন্সি আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন প্রতিবেশীদের কেউ কেউ। হরিয়ানার রাজ্যস্তরের ক্রীড়াবিদ রাধিকার ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামে অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। কিছুদিন আগে কাঁধে চোট পান তিনি। যার জেরে তাঁর ছন্দে ফিরতে সমস্যা হচ্ছিল। সম্প্রতি বাড়ির কাছে টেনিস অ্যাকাডেমি খুলেছিলেন রাধিকা। গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৭-র একটি বাড়ির দোতলায় বাবা, মা ও দাদার সঙ্গে থাকতেন তিনি। একতলায় পরিবার নিয়ে থাকতেন তাঁর কাকা কুলদীপ। বৃহস্পতিবার সেই বাড়ির রান্নাঘরে বাবার লাইসেন্স পিস্তলের গুলিতে খুন হন রাধিকা।

পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় দীপক জানিয়েছেন, দুধ কিনতে নিয়মিত ওয়াজিরাবাদ গ্রামে যেতেন তিনি। সেখানে লোকজন তাঁকে বলত, তিনি মেয়ের টাকায় খান। অনেকে রাধিকার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলত। দীপক মেয়েকে টেনিস অ্যাকাডেমি বন্ধ করতে বলেছিলেন। কিন্তু রাধিকা শোনেননি। রাধিকার কাকা কুলদীপ তাঁর বয়ানে জানান, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ দোতলা থেকে প্রচণ্ড জোরে শব্দ শুনতে পান তিনি। গিয়ে দেখেন রান্নাঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন রাধিকা। দীপকের রিভালভারটি রাখা বসার ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে পীযূষের সাহায্যে রাধিকাকে হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে আসার আগেই রাধিকার মৃত্যু হয়েছে। দাদাই মেয়েকে খুন করেছেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন কুলদীপ।

# পঞ্জাবে পঞ্জি প্রকল্পে গ্রেপ্তার গুরনাম সিং

**চণ্ডীগড়, ১১ জুলাই :** বাংলার সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ছায়া এবার পঞ্চনদীর তীরে!

প্রায় ৪৯,০০০ কোটি টাকার পঞ্জি কেলেঙ্কারির অভিযোগে পিয়ারলেস অ্যাগ্রো-টেক কর্পোরেশন লিমিটেড (পিএসিএল)-এর কর্ণধার গুরনাম সিং-কে পঞ্জাবের রূপনগর জেলা থেকে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ইকনমিক অফেন্সেস উইং (ইওডব্লিউ)।

৬৯ বছর বয়সি গুরনামের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এই বিশাল প্রতারণার নকশা তৈরি করেন। এর ফলে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, দিল্লি, রাজস্থান, বিহার, কেরল সহ অন্তত ১০টি রাজ্যের প্রায় ৫ কোটিরও বেশি মানুষ ঠকেছেন। বিনিয়োগকারীদের প্লট এবং বেশি লাভের লোভ দেখিয়ে অর্থ তুলেছিল পিএসিএল। অথচ কোম্পানিটি আরবিআই অনুমোদিত কোনও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফসি) হিসাবে নথিভুক্ত ছিল না। ফলে তারা আরবিআই আইনেরও লঙ্ঘন করেছে।

ইওডব্লিউ-এর ডিজি নীরা রাওয়াত জানিয়েছেন, পিএসিএল ছিল এক ধরনের চিরাচরিত পিরামিড স্কিম। এই স্কিমে নতুন বিনিয়োগকারীদের জমা করা টাকা দিয়ে পুরোনো বিনিয়োগকারীদের কিছু টাকা ফেরত দেওয়া হত। এজেন্টদের মোটা কমিশন দিয়ে তাঁদের আত্মীয়স্বজনকেও টানতে

উৎসাহিত করা হত। বড় বড় সেমিনার-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করে ফাঁদে ফেলা হত আমজনতাকে। নীরা শুক্রবার জানান, 'গুরনামকে নিয়ে ১০ জন মূল অভিযুক্তের মধ্যে পাঁচজনকে আমরা এপর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। বাকিদেরও করা হবে।'

১৯৯৬ সালে রাজস্থানের জয়পুরে গুরুবন্ত অ্যাগ্রো-টেক লিমিটেড নামে নথিভুক্ত হয়েছিল এই কোম্পানি। ২০১১ সালে নাম বদলে পিএসিএল লিমিটেড রাখা হয়। দিল্লির বারাখাম্বা রোডে কর্পোরেট অফিস খোলা হয়। উত্তরপ্রদেশের মহোবা, জলাউন, সুলতানপুর, ফারুখাবাদে শয়ে শয়ে শাখাপ্রশাখা গজিয়ে ওঠে সংস্থার। ওই সব শাখা-অফিস মারফত কাগজপত্র এধার-ওধার করে চলত জমি বিক্রি ও বিনিয়োগ। বিনিয়োগকারীদের রসিদ দেওয়া হত, কিন্তু শেষমেশ জমি বা লাভ কিছুই জোটেনি কোনও বিনিয়োগকারী বা আমানতকারীর।

ইডি ইতিমধ্যে পিএসিএল এবং এর সহযোগীদের বিরুদ্ধে 'সম্পূরক চার্জশিট' জমা দিয়েছে। ইডি জানিয়েছে, শুধু উত্তরপ্রদেশেই প্রায় ১৯,০০০ কোটি টাকা ভুয়ো শেল কোম্পানির মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে। এর মধ্যে এমডিবি হাউজিংও আছে, যা পিএসিএল-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্মল সিং ভাঙুর জামাতা হরসতিন্দর পাল সিং হায়েরের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

## মহাকাশে মহাভোজ

**নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই :** আহা কী আনন্দ মহাকাশে। সেই উচ্ছ্বাস বোঝা যাচ্ছে শুভাংশুদের ছবি দেখে। পৃথিবীতে ফেরার আগে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে এক ভোজের আয়োজন করেছিলেন মহাকাশচারীরা। সেই ফিস্ট তাঁরা উপভোগ করছেন। খাচ্ছেন তারিয়ে তারিয়ে। হাসছেন শুভাংশু। খাওয়ার ফাঁকে তাঁরা যে হাসিমশকরা করছেন, সে কথা বলছে তাঁদের ছবি। কক্ষপথের ল্যাব থেকে তোলা তাঁদের আনন্দঘন মুহূর্তের ছবিগুলি শেয়ার করেছেন এই মহাকাশ টিমের সদস্য নভশ্চর জনি কিম। গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা ও তাঁর তিন সঙ্গী মহাকাশ অভিযান শেষ করে ১৪ জুলাই সোমবার পৃথিবীতে ফিরে আসছেন। এখনও পর্যন্ত সেটাই জানা গিয়েছে।

## নিশানায় ট্রাম্পের নাভি

**তেহরান, ১১ জুলাই :** এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের হুমকি এল ইরান থেকে। ফ্লোরিডায় নিজের গলফ রিসর্ট মার-এ-লাগোতে ট্রাম্প যখন রোদ পোহাবেন তখন তিনি ইরানের ড্রোন হামলার শিকার হতে পারেন বলে জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের প্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ-জাওয়াদ লারিজানি। তিনি বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়েছেন যার ফলে তিনি আর মার-এ-লাগোতে রৌদ্রস্নান করতে পারবেন না। ট্রাম্প যখন সূর্যের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকবেন তখন একটি ছোট ড্রোন তাঁর নাভিতে আঘাত হানতে পারে। এটা খুব সোজা।'

২০২০-তে ট্রাম্পের নির্দেশেই ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের প্রধান মেজর জেনারেল কাশেম সোলাইমানিকে হত্যা করেছিল মার্কিন সেনার ক্ষেপণাস্ত্র। লারিজানি যে সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'অনেক দিন আগে। আমার মনে নেই। বোধহয় ৭ বছর বয়সে। এ ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ নেই।' সাক্ষাৎকারটি বহু মানুষ দেখেছেন। সেটি যে ইরানের কর্তাদেরও নজর এড়ায়নি তা খামেনেই ঘনিষ্ঠের বয়ান থেকে স্পষ্ট।

## রাশিয়ার প্রতি কড়া ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ১১ জুলাই :** ন্যাটো দেশগুলিকে অস্ত্র সরবরাহ করবে আমেরিকা। ন্যাটো সদস্যরা সেইসব অস্ত্র দাম দিয়ে কিনবে। তারপর সেগুলি ইউক্রেনে সরবরাহ করবে। পাশাপাশি মার্কিন সেনেট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব কঠোর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব পাশ করতে পারে। শুক্রবার একথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি রাশিয়ার উদ্দেশে সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি জারি করব। আমার আশা, সেনেট রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কঠোর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা বিল পাশ করবে। বিলের খসড়া তৈরির দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা দক্ষিণ ক্যারোলিনার সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামকে।' তাঁর কথায়, 'কংগ্রেসে একটি নিষেধাজ্ঞা বিল পাশ হতে চলেছে। আমি চাইলে বিলটি কার্যকর করব।

# ভাগবতের অবসর বার্তা, চর্চায় মোদি

**নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই :** প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কি নরেন্দ্র মোদির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে? ১১ বছরেই কি অবসান ঘটতে চলেছে মোদি জমানার? আপাতত এই প্রশ্নেরই উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে নয়াদিল্লি থেকে নাগপুরের রাজনৈতিক মহল। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বুধবার নাগপুরে একটি বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে বলেছেন, ৭৫ বছর বয়স হওয়া মানেই পথচলা বন্ধ করে অন্যদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। ১৭ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদির ৭৫ বছর বয়স হবে। কংগ্রেস, শিবসেনা (ইউবিটি)-র মতো বিরোধী দলগুলি ইতিমধ্যে বলাবলি শুরু করেছে, নাম না করলেও মোদিকে লক্ষ্য করেই অবসরের বার্তা দিয়েছেন আরএসএস প্রধান।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, ব্রাজিল এবং নামিবিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান নিয়ে বৃহস্পতিবারই পাঁচদেশীয় সফর সেরে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এসেই তাঁর জমানায় ইতি পড়ার গুঞ্জন শুরু হওয়ায় কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর কটাক্ষ, 'বেচারা অ্যাওয়ার্ডজীবী প্রধানমন্ত্রী! এটা কেমন ঘরওয়াপসি হল! দেশে ফিরতেই সরসংঘচালক ওঁকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৭ সেপ্টেম্বর ওঁর বয়স ৭৫ বছর হয়ে যাবে। কিন্তু সরসংঘচালককেও একই কথা বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ, তাঁর বয়সও ১১ সেপ্টেম্বর ৭৫ বছর হয়ে যাবে। একটি তিরে দুটি নিশানা।' দলের অপর নেতা পবন খেরার কটাক্ষ, 'দেশের আচ্ছে দিন আসছে, মোদি-ভাগবত যাচ্ছেন।' কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভির মত, 'কথায় ও কাজে ফারাক থাকলে বিপদ।'

গত লোকসভা ভোটের সময় থেকেই মোদি বনাম আরএসএসের স্নায়ুযুদ্ধ বেড়েছে। সেই কারণেই এখনও পর্যন্ত বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার উত্তরসূরি বেছে নিতে পারেনি পদ্মশিবির। এই অবস্থায় ভাগবত যেভাবে ৭৫ বছর বয়সকে অবসরের বয়স হিসেবে চাপ দিতে শুরু করেছেন, তাতে অস্বস্তি বাড়ছে মোদি সরকারের। বুধবার আরএসএসের তাত্ত্বিক নেতা মোরোপন্ত পিংলেকে উৎসর্গ করে লেখা একটি বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন ভাগবত। সেখানে তিনি বলেন, 'আপনার বয়স যখনই ৭৫ বছর হবে আপনার উচিত থেমে যাওয়া এবং অন্যদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেওয়া।' পিংলেকে স্মরণ করে ভাগবতের ব্যাখ্যা, 'উনি একদা বলেছিলেন, ৭৫ হওয়ার পর আপনাকে যদি কেউ একটি শাল উপহার দেয় তাহলে বুঝে নিতে হবে আপনাকে থামতে হবে, আপনি বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, পদত্যাগ করতে হবে এবং অন্যদের আসতে দিতে হবে।' আরএসএস প্রধানের এই কথা শুনে বৃহস্পতিবারই মোদিকে নিশানা করেন শিবসেনা (ইউবিটি)-র সাংসদ সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেন, '৭৫-এর পর অবসরের নিয়ম তো মোদি এবং আরএসএস করেছে। আদবানি, মুরলীমনোহর যোশিদের মতো প্রবীণদের অবসর নিতে বাধ্য করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার মোদি নিজের ক্ষেত্রে তা করেন কি না, সেটাই এখন দেখার।'

## চ্যালেঞ্জ দোভালের
## ভারতের ক্ষতি প্রমাণ করুন

**চেন্নাই, ১১ জুলাই :** অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের রাফাল যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়া নিয়ে বিতর্কে জল ঢালার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলিকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতের যদি ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে, একটা কাচও যদি ভেঙে থাকে, তাহলে তার একটি ছবি আমাকে কেউ দেখান।' পাকিস্তান দাবি করেছিল, অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার অন্তত ৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। যদিও সেই দাবি আগাগোড়া খারিজ করেছে ভারত। সম্প্রতি দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের সিইও এরিক ট্রাপিয়ের জানান, ভারতের একটি রাফাল যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ঠিকই। তবে সেটি শত্রুপক্ষের আক্রমণে নয়, অনেক উচ্চতায় প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

শুক্রবার দোভাল মাদ্রাজ আইআইটি-র ৬২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বলেন, '২৩ মিনিটের অপারেশনে পাকিস্তানের ৯টি স্থানে নির্ভুল হামলা চালিয়েছিল ভারত। আমাদের একটিও নিশানাচ্যুত হয়নি। নিউ ইয়র্ক টাইমসে ১০ মে-র আগে ও পরের পাকিস্তানের ১৩টি বায়ুসেনা ঘাঁটির ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। ওই ছবিগুলির ভিত্তিতে বিদেশি সংবাদমাধ্যম যাই লিখুক, আমরা পাকিস্তানের বায়ুসেনা ঘাঁটিগুলির ক্ষতিসাধনে সক্ষম হয়েছি।'

## থারুরকে খোঁচা

**তিরুবনন্তপুরম, ১১ জুলাই :** শশী থারুরের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলার অভিযোগ তুললেন দলের নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে করুণাকরনের ছেলে কে মুরলীধরন। তিনি বলেন, 'থারুরের সামনে দুটি পথ খোলা আছে। উনি যদি মনে করে থাকেন, বর্তমান অবস্থায় ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসছে তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজের পথে চলতে পারেন। বিভ্রান্তিকর ইঙ্গিত না দিয়ে ওঁর উচিত কোনও একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া।'

# দম্পতিকে জোয়ালে বেঁধে হাল চাষ

**ভুবনেশ্বর, ১১ জুলাই :** নিয়ম ভেঙে ঘর বাঁধার অপরাধে হেনস্তা করা হল এক গরিব নবদম্পতিকে। ওড়িশার রায়গড় জেলার কানজামাঝিরা গ্রামে স্থানীয় নিয়ম ভেঙে প্রেম করে বিয়ে করায় এক তরুণ-তরুণীকে বলদের মতো জোয়ালে বেঁধে হাল চাষ করতে বাধ্য করল গ্রামের একদল মানুষ। এই অমানবিক ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠেছে চারিদিকে।

তরুণ-তরুণী দু'জনেই একই গ্রামের। ছেলেটি ওই মেয়েটির পিসির ছেলে। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী এই ধরনের আত্মীয়তার মধ্যে বিয়ে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য। তাই গ্রামের একাংশ এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। অভিযোগ, বিয়ের শাস্তি হিসেবে গ্রামের কিছু লোক তাদের কাঠের জোয়ালে বেঁধে দেয় এবং মাঠজুড়ে সেই জোয়াল টেনে হাল চাষ করায়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি লাঠি দিয়ে মারছে তরুণ ও তরুণীকে। আর কাঁধে জোয়াল নিয়ে মাঠজুড়ে হাঁটু গেড়ে হাঁটছেন তাঁরা।

শাস্তি এখানেই থামেনি। তাঁদের গ্রাম্য মন্দিরে নিয়ে গিয়ে 'পাপমুক্তি'র নামে শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানও করানো হয়।

রায়গড়ের পুলিশ সুপার এস স্বাতী কুমার জানিয়েছেন, পুলিশের একটি দল গ্রামে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই দোষীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে।

## প্রশ্নে মোদির বিদেশ সফর

**চণ্ডীগড়, ১১ জুলাই :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিদেশ সফর নিয়ে কটাক্ষ করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। তিনি বিনা আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের সমালোচনা করেছেন। মোদির বিদেশনীতি ও দিলজিৎ দোসাঞ্জের সিনেমা নিয়ে বিতর্কে কেন্দ্রের অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

বৃহস্পতিবার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী এমন সব দেশে যাচ্ছেন যাদের নাম আমরা জানি না। ছোট দেশগুলি থেকে সম্মাননা নিচ্ছেন। এখানে একটা জেসিবি মেশিন কাজ করলে যত লোক জড়ো হয়, প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে তেমন সংখ্যায় লোক জড়ো হচ্ছে।' মানের নাম উল্লেখ না করে তাঁর এই মন্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'দুঃখজনক' বলে উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে দেশের এক প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের কিছু মন্তব্য আমরা দেখেছি। এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুঃখজনক মন্তব্য একজন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে শোভন নয়।'

# কমিশনের ক্ষমতায় আপত্তি চন্দ্রচূড়দের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই :** দেশজুড়ে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একসঙ্গে করার লক্ষ্যে যে 'এক দেশ, এক ভোট' ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা চলছে, তা নিয়ে এবার প্রকাশ্যে আপত্তি তুললেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা। সংবিধান সংশোধন বিল ২০২৪ খতিয়ে দেখার জন্য গঠিত জেপিসির সামনে নিজেদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং জেএস খেহর। তাঁরা জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত বিল অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে যে অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা ভারতের গণতন্ত্রের ক্ষমতার ভারসাম্যের মূলনীতির পরিপন্থী। প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা মনে করেন, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন নজরদারি ব্যবস্থার প্রয়োজন, যাতে কমিশনের ক্ষমতার ওপর একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। নির্বাচন কমিশনকে যদি সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা শুরু হবে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক সংকেত। এর আগে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও ইউইউ ললিতও এই কমিটির সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

## হাল ছাড়ছেন না কপিল

**অটোয়া, ১১ জুলাই :** হাল ছাড়ার পাত্র নন কৌতুকশিল্পী কপিল শর্মা। খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের গুলিবর্ষণের পরও কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের সারেতে তাঁর ক্যাপস ক্যাফে খোলা রেখেছেন। কপিল ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছি। হিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। সুস্বাদু কফির সঙ্গে হৃদ্যতা, উষ্ণতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ দেওয়ার লক্ষ্যে ক্যাফে খুলেছি। যে ঘটনা ঘটেছে তা হৃদয়বিদারক। আমরা ধাক্কা সামলাচ্ছি, কিন্তু হাল ছাড়ছি না।' ক্যাফেতে হামলাকারী হরজিৎ সিং লড্ডি নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী বব্বর খালসার সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ-র তালিকায় তার নাম আছে।

# মাও দমন বিল পাশ

**মুম্বই, ১১ জুলাই :** মাওবাদী প্রভাবের মোকাবিলা ও চরম বামপন্থী মতাদর্শ রুখতে মরিয়া মহারাষ্ট্র সরকার। সেই লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভায় জননিরাপত্তা বিল ২০২৪ পাশ করানো হয়েছে। এরপর বিলটি পেশ হবে বিধান পরিষদে। মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি ও কোঙ্কনের মতো জেলাগুলিতে মাওবাদী মতাদর্শের প্রভাব রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, যেসব ব্যক্তি ও সংগঠন হিংসা, চোরাগোপ্তা আক্রমণ, বেআইনি পথে সরকারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের নিষিদ্ধ করার জন্য মহারাষ্ট্র জননিরাপত্তা বিল ২০২৪ আনা হয়েছে। তিনি সাফ জানিয়েছেন, বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ) অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ। এর প্রয়োগ সরাসরি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ।

## নথি ছাড়াই এসআইআর

**পাটনা, ১১ জুলাই :** আধার, এপিক, প্যান কার্ডকে কেন প্রামাণ্য নথি হিসেবে গণ্য করা হবে না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে বৃহস্পতিবারই প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এই নিয়ে সিদ্ধান্ত না হলেও বিহারে নথি ছাড়াই ভোটার তালিকার এসআইআর পুরোদমে চলছে। বুথ লেভেল অফিসাররা কোনওপ্রকার নথি ছাড়াই আবেদনকারীদের থেকে ভোটার এনুমারেশন ফর্ম নিচ্ছেন। হাজিপুরে দেখা গিয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নথি জমা দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত নমনীয় হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তাও লাগছে না।

# বিরিঞ্চিবাবাদের ধরতে দেবভূমিতে
# অপারেশন কালনেমি

## ভুয়ো সাধুদের বিরুদ্ধে অভিযান

**দেরাদুন, ১১ জুলাই :** খাস দেবভূমির মায়া কাটিয়ে তল্পিতল্পা নিয়ে এবার কেটে পড়ার অবস্থায় বিরিঞ্চিবাবা আর ভবানন্দের চ্যালাচামুন্ডারা!

কাঁওয়ার যাত্রা উপলক্ষ্যে গেরুয়া পরা ঠগ-জোচ্চোরদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে 'অপারেশন কালনেমি'। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, দেবভূমি উত্তরাখণ্ডে কিছু মানুষ সাধুর ছদ্মবেশে প্রতারণা করছে। এতে ধর্ম কলুষিত হচ্ছে। এসব বন্ধ করতেই হবে। সেই কারণেই নকল বাবাজি-মাতাজিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হয়েছে।

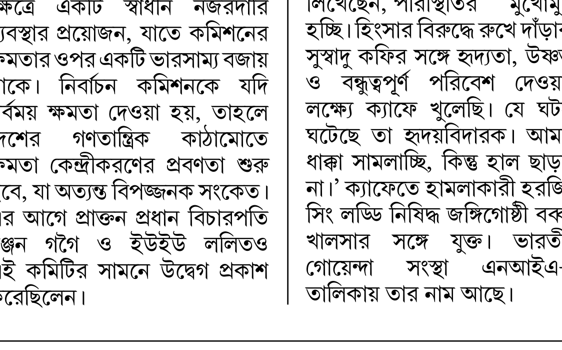

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'উত্তরাখণ্ড দেবভূমি। দেবদেবীদের আপন দেশ। এটা পবিত্র স্থান। কিন্তু কিছু মানুষ সাধুর পোশাক পরে লোক ঠকানোর ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। তাদের ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন ভক্তরা। এই প্রতারকদের জন্যই ধর্ম সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে মানুষের কাছে। ধর্মীয় ভাবাবেগকে অস্ত্র করে কাউকে সনাতন ধর্মের গায়ে কালি ঢালতে দেওয়া হবে না।'

এবছর ৯ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে কাঁওয়ার যাত্রা। সেই উপলক্ষ্যে বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসবেন গঙ্গা থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করতে। এই সময়ে সাধুর ভেকধারী কোনও চোর-ছিনতাইকারী যাতে সরল ভক্তদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে না পারে, সেই জন্যই এই অভিযান বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ধামি জানিয়েছেন, 'গেরুয়া পরলেই কেউ সাধু হয়ে যায় না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর রূপ নিয়ে যারা মানুষ ঠকায়, তারা নিকৃষ্ট অপরাধী। তাদের জেলে পোরা হবে।'

ভুয়ো সাধু ধরার অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'কালনেমি'। কালনেমি কে জানেন তো? রামায়ণের সেই বিখ্যাত দানব, যে হনুমানকে বোকা বানাতে গিয়ে উলটে চরম শিক্ষা পেয়েছিল। এবার সেই নামেই অভিযান! উদ্দেশ্য একটাই — গেরুয়া পরা ঠগদের ধরে হাজতে ভরা।

রাজ্যের অনেক জায়গায় দেখা গিয়েছে, ভুয়ো সাধুরা বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে। সাধু সেজে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করার অভিযোগও উঠেছে বহু ক্ষেত্রে। আবার কেউ কেউ নানাভাবে ভয় এবং লোভ দেখিয়ে গয়না ও টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, এমনও হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে উধম সিং নগর জেলার একটি ঘটনা। সেখানে তিন ভুয়ো সাধু মিলে এক মহিলার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। ওই মহিলা জানান, 'তারা বলেছিল, তন্ত্র-মন্ত্র করে রোগ ভালো করবে, গয়না লাল ঝোলায় রেখে দিতে বলেছিল। সাধুরা স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত ঝোলা খুলতে নিষেধ করা হয়েছিল। তারপর তারা পালিয়ে যায়। পরে ঝোলা খুলে আর গয়নাগাটি মেলেনি।' সাধুরাই যে হাতসাফাই করে গয়নাগাটি হাতিয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ওই মহিলার।

হরিদ্বারের বহু সত্যিকারের সাধু মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে অনুরোধ করেছেন ভুয়ো সাধুদের দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। সরকার জানিয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি সাধুর পরিচয়পত্র পুলিশ যাচাই করে ছাড়পত্র দেবে। ছাড়পত্র ছাড়া কেউ ধরা পড়লে হাজতবাস নিশ্চিত, জানিয়েছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'ধর্মীয় পোশাক পরে যারা সমাজে অশান্তি ছড়াচ্ছে, তাদের কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।'

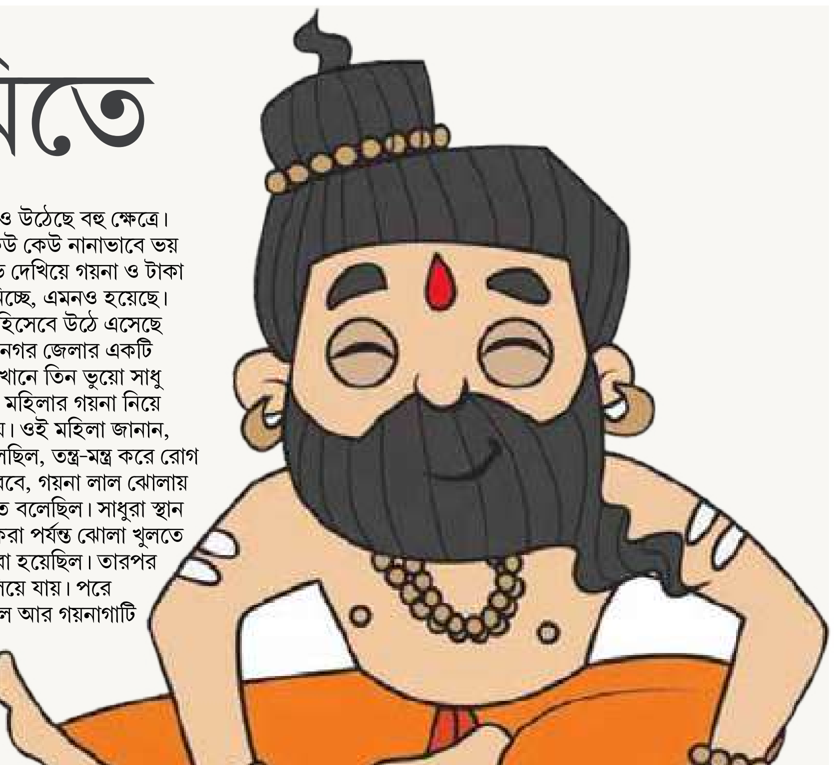

# ইল্লিশ, কোথায় ছিলিস?

‘ইল্লি’। মানে ইচ্ছে। বর্ষাদিনে ইলিশে-ইচ্ছে। কার না হয়!

আপনার জিভের ইচ্ছেপূরণে নন্দিনী

ইলিশ। কাব্যে-গল্পে-উপন্যাসে-সিনেমায়, কোথায় নেই তিনি! সত্যি বলতে, বাঙালির বর্ষা-জীবনে তিনি ‘না থাকলে জীবনটা এত মিষ্টি হত না’! কিন্তু কিনতে গিয়ে ‘ফুলিশ’ হবেন না যেন! টাটকা ইলিশ কিনতে এই ক-টি টিপস মাথায় রাখুন।

### টিপে টিপ্পুনি

একটু আঙুল টিপে দেখুন। খুব কি নরম? তাহলে বুঝবেন মাছটি পুরোনো। অবশ্য, অনেক সময় তা বোঝা নাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইলিশটি হাতে নিন। নেওয়ার পর যদি মাছের মাথা ও লেজ ঝুলে যায় বুঝবেন ইলিশ টাটকা নয়।

### কানকোয় কানাকানি

ইলিশ সহ যেকোনো মাছের কানকো দেখলেই বোঝা যায় সেটি তাজা কিনা! আজকাল কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কানকোতে রং করেন। সে বিষয়ে নিশ্চিত হোন। কানকো বাদামি কিংবা ধূসর হলে বুঝবেন মাছ বেশ পুরোনো।

### সরু মুখ সেরা মুখ

যে ইলিশ মাছের মুখ সরু, তার স্বাদ ভালো হয়। অর্থাৎ মাছের মাথা যত সরু তার স্বাদ তত বেশি। এজন্যে বাজার থেকে সরু মাথার ইলিশ কিনুন।

### চোখে চোখ রেখে

ইলিশের চোখ স্বচ্ছ, নীল কিংবা উজ্জ্বল হলে কিনতে পারেন। এগুলো তাজা ইলিশের লক্ষণ। ইলিশ মাছ অনেক সময় হিমঘরে রাখা হয়। এমন ইলিশের স্বাদ ভালো হয় না। হিমঘরের মাছ চিনবেন কিভাবে? দেখুন ইলিশের চোখ ভেতরের দিকে ঢুকে আছে কিনা।

### গন্ধ বিচার

ইলিশ মাছ কেনার সময় তাতে তীব্র গন্ধ আছে কিনা, তা যাচাই করে দেখুন। গন্ধ দিয়েও ইলিশ তাজা কিনা বিচার করা সম্ভব। এসব বিষয়ে একটু খেয়াল রাখুন, আপনার পাতে পড়বে টাটকা ইলিশ।

## ডিমে হাজারো গুণ

ইলিশের ডিম নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর। ডিমে থাকা ইপিএ, ডিএইচ, ডিপিএ মস্তিষ্কের উন্নতিতে সাহায্য করে। ডিমে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। এটি রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস দূর করতে সাহায্য করে।

জলের শস্য। রুপোলি শস্য।

ইলিশ এমন এক মাছ, যার গুণে বহু রোগও সারে। কিন্তু কী কী? চলুন জেনে নিই।

ইলিশের জন্য বাঙালির নোলা ঝরে। সর্ষে ইলিশ হোক বা ভাপা, অথবা হোক তেল ঝোল, দুপুরে খাবারের পাতে যদি ইলিশ মাছ থাকে তাহলে খাওয়াটা যেন জমে ওঠে। অনেকেরই পছন্দ ইলিশ মাছের ডিম। কিন্তু এই ইলিশের ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে? ইলিশ মাছের ডিম পুষ্টিগুণে ভরপুর বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। ডিমের বিভিন্ন উপাদান শরীরের বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে পারে।

ইলিশ মাছের ডিম নানা পুষ্টিগুণে ভরপুর। ডিমে থাকা ইপিএ, ডিএইচ, ডিপিএ মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করে। ইলিশের ডিমে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। এটি রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস দূর করতে সাহায্য করে। আমরা জানি, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড মানসিক অবসাদ, অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন কাটাতেও সাহায্য করে।

এছাড়াও ইলিশ মাছের ডিমে থাকা ভিটামিন এ চোখের জন্য উপকারী। ইপিএ, ডিএইচ শিশুদের চোখের জন্য তো ভালো বটেই, পাশাপাশি বড়দের জন্যেও খুব ভালো। এটি রেটিনাকেও ভালো রাখে। তাছাড়া, ভিটামিন এ হিমোগ্লোবিন বাড়িয়ে রক্তাল্পতা কমায়। তাই মহিলাদের জন্যেও বিশেষ উপকারী ইলিশ মাছের ডিম।

রক্ত পরিষ্কার করে রক্তাল্পতা কমাতে সাহায্য করে এই মাছের ডিম। ভিটামিন এ-র পাশাপাশি ভিটামিন ডি-ও ভরপুর থাকে মাছের ডিমে।

ইলিশের ডিমে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড হার্টের রোগ প্রতিরোধ করে। রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

সবমিলিয়ে, ইলিশ মহৌষধের আরেক নাম।

বাংলাদেশ থেকে বাংলায়

## পদ্মার ইলিশ আসবে ৫০০০ মেট্রিক টন!

রসনাপ্রিয়দের জন্য সত্যিই সুখবর, অবশ্য যদি বাস্তবে তা সম্ভব হয়। একধাক্কায় ৫০০০ টন ইলিশের দাবিতে চিঠি পাঠানো হয়েছে প্রতিবেশী দেশে। সূত্রের খবর, সেই প্রতিশ্রুতিও নাকি পালনের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সদিচ্ছা দেখানো হয়েছে।

গত বছর অগাস্ট মাসের পর থেকে নানা ঘটনাকে ঘিরে ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে। সবথেকে বড় কথা, বাংলাদেশ থেকে স্থলবন্দর দিয়ে ৯ ধরনের পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত সরকার। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ইলিশ ভারতে না পাঠিয়ে ‘বদলা’ নিতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ বাঙালির সাধের পদ্মার ইলিশ হয়তো এ বছর নাও খাওয়া হতে পারে। যদিও আবেদনের ব্যাপারে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না বাংলা।

গত বছর, বাংলাদেশের মৎস্য দফতরের তরফে জানানো হয়েছিল, আগে দেশের মানুষ ইলিশ পাবেন তারপর অন্য কোনও দেশে পাঠানো হবে।

এসবের মাঝেই বাংলার ‘ফিশ ইমপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন’ বাংলাদেশ থেকে ৫ হাজার টন ইলিশ আমদানির জন্য সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রককে এ মাসেই চিঠি দিচ্ছে। এমনকি বাংলা থেকে একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে তারা আলোচনাতেও বসতে চায়।

## তিনপদে জলশস্য

বাঙালির ইলিশ প্রীতি। এ কোনও নতুন কথা নয়। রইল, ইলিশ মাছের তিনটি রেসিপি।

### লাউপাতায় পাতুরি

**যা যা লাগবে :** ইলিশ মাছ ৩ টুকরো, আদা বাটা সিকি চা-চামচ, জিরা বাটা আধা চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ১ চা-চামচ, পেঁয়াজকুচি ১ টেবিল চামচ, গোটা কাঁচালংকা ৪-৫টি, হলুদগুঁড়ো আধচামচ, লংকা গুঁড়ো আধচামচ, সর্ষেবাটা ১ চা-চামচ, সর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো

**যেভাবে তৈরি করবেন :** প্রথমে লাউশাক ধুয়ে তাতে লেগে থাকা জল ঝরিয়ে নিতে হবে। এবার পেঁয়াজকুচি, পেঁয়াজ বাটা, কাঁচা লংকা, লংকাগুঁড়ো, লবণ ও হলুদ-আদা-জিরে বাটার সঙ্গে তেল মিশিয়ে মাছে মেখে নিন। দুটি লাউশাকের পাতার মাঝখানে মাছ রেখে মুড়িয়ে নিন। এবার ডাবল বয়লারে এই মাছ রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। অল্প জ্বালে ১০ থেকে ১২ মিনিট রান্না করতে হবে। ব্যাস, হয়ে গেল লাউপাতায় ইলিশ পাতুরি!

### দই ভাপা

**যা যা লাগবে :** ইলিশ মাছ ৪ টুকরো, কাঁচালংকা ৪ থেকে ৬টি, টক দই ২০০ গ্রাম, সর্ষে বাটা পরিমাণ মতো, হলুদ গুঁড়ো, লবণ ও সর্ষের তেল পরিমাণ মতো।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** প্রথমে মাছের টুকরোগুলিকে অল্প জল দিয়ে হালকা করে পরিষ্কার করে নিন। এবার টক দই-এর মধ্যে সামান্য চিনি দিয়ে দইটিকে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। একটি পাত্রে ফেটানো দই, পরিমাণ মতো সর্ষে বাটা, লবণ, হলুদ ও তেল দিয়ে ভালো করে মিশ্রণ বানিয়ে নিন। মাছের টুকরোগুলি এই মিশ্রণটি দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিন। ১০ মিনিট ম্যারিনেট করার পর একটি স্টিলের বা লোহার বাটিতে অল্প করে তেল মাখিয়ে নিয়ে ম্যারিনেট করা মাছগুলি রাখুন।

এবার তাতে কাঁচালংকা ৪ থেকে ৫টি চিরে রেখে দিন। একটি পাত্র নিয়ে তাতে কিছুটা জল ঢালুন। এমন একটি পাত্র বাছুন যাতে ওই ইলিশ মাছ সমেত বাটিটি জলের মধ্যে বসানো যায়। এবার ভালো করে ঢেকে তার ওপর কিছু ভারী জিনিস চাপা দিয়ে দিন, যাতে জলের ধাক্কায় সেটি পড়ে না যায়। বাটি সমেত জলভরা পাত্রটি গ্যাসে বসিয়ে দিন। গ্যাসের আঁচ কমিয়ে দিন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট পর গ্যাস বন্ধ করে দিন। এবার বাটিটি জলভরা পাত্র থেকে সরিয়ে নিন। আপনার দই ইলিশ ভাপা তৈরি।

### ঝোলে ঝালে

**যা যা লাগবে :** ইলিশ ৪ থেকে ৬ টুকরো (মাথা ও লেজ বাদ দিয়ে), হলুদ গুঁড়ো, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, সর্ষের তেল, মাঝারি বেগুন টুকরো করে কাটা, মাঝারি আলু টুকরো করে কাটা, জিরে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, কালোজিরে ১/২ চা চামচ, খোসা ছাড়ানো সর্ষে বাটা ১ বড় চামচ, কাঁচালংকা ৫ থেকে ৬টি।

**যেভাবে তৈরি করবেন :** প্রথমে মাছের টুকরোগুলিকে হালকা করে জলে ধুয়ে নিন। এরপর অল্প হলুদ ও লবণ দিয়ে ম্যারিনেট করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে মাছের টুকরোগুলি হালকা করে ভেজে নিন। এবার একই তেলে বেগুন ও আলু অল্প লবণ দিয়ে ভাজতে থাকুন। পরিমাণমতো হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো ও জিরে গুঁড়ো এবং ৩-৪ চামচ জল দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন।

যখন বেগুন ও আলু ভালো করে ভাজা হবে তখন এই মিশ্রণটি কড়াইতে ঢেলে দিন। মিশ্রণটি আলু ও বেগুনের সঙ্গে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে দিন। যখন দেখবেন এই সবজিগুলো থেকে তেল আলাদা হয়ে আসছে তখন পরিমাণমতো জল ও লবণ দিয়ে মিশিয়ে নিন। কড়াইটি ঢেকে দিন। গ্যাসের আঁচ কম করুন। যতক্ষণ না আলু ও বেগুন নরম হচ্ছে ততক্ষণ ঢেকে রাখুন। মোটামুটি ১৫ মিনিট পর রান্না হয়ে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন।

এবার একটি আলাদা পাত্রে তেল গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে তাতে কাঁচালংকা এবং কালোজিরে দিয়ে রান্না করা ইলিশ মাছ ঝোল সমেত এই গরম পাত্রটিতে খুব সাবধানে ঢালুন। একচামচ খোসা ছাড়ানো সর্ষে বাটা দিন ও আরো ৫ মিনিট ফুটতে দিন। লবণ স্বাদমতো হলে গ্যাস বন্ধ করুন। ইলিশের ঝোল তৈরি।

## বৃষ্টিতেও নষ্ট হবে না যে মেকআপ

‘সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি।’ কে না চায় নিজেকে সুন্দর দেখাতে। আর নিজেকে সুন্দর করে তুলতে মেকআপের জুড়ি নেই। কিন্তু বৃষ্টিদিনে ভিজে গেলে মেকআপ রক্ষা করা খুবই মুশকিল। অস্বস্তিকর এক পরিস্থিতি। নিস্তার পাওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে মেকআপের ধরনটাই আপনাকে বদলে ফেলতে হবে। বৃষ্টিতে যাতে মেকআপ নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে জানা জরুরি।

### প্রাইমার

যারা মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী করেন তারা প্রাইমার অবশ্যই ব্যবহার করেন। আজকাল বাজারে অনেক ধরনের প্রাইমার খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যবহারভেদে প্রাইমার নির্বাচন করতে হয়। বর্ষার জন্য ম্যাট প্রাইমার ব্যবহার করার পরামর্শই রূপচর্চা বিশেষজ্ঞরা দিয়ে থাকেন।

### জেলভিত্তিক ময়েশ্চারাইজার

মেকআপ করার আগে ত্বক প্রস্তুত করুন ময়েশ্চারাইজার দিয়ে। ত্বক প্রথমে পরিষ্কার করে ময়েশ্চারাইজার লাগান। এক্ষেত্রে জেল ময়েশ্চারাইজার ভালো। কারণ এই ময়েশ্চারাইজার ত্বকের ভেতরে চলে যায়। তাই সুন্দরভাবে মেকআপ করা সম্ভব হয়।

### ম্যাট লিপস্টিক

জলরোধক হিসেবে ম্যাট লিপস্টিকের আলাদা কদর রয়েছে। বর্ষায় তাই ম্যাট লিপস্টিক ব্যবহার করাই শ্রেয়। কারণ আপনার সাজে লিপস্টিকের গুরুত্ব একটু বেশি।

কাজল, মাসকারা ও আইলাইনারও জলরোধী হওয়া জরুরি।

চোখের মেকআপ তো বাদ দেওয়া যায় না। তবে চোখে ব্যবহার করা হয় কাজল, মাসকারা ও আইলাইনার। যদি এগুলো জলরোধী না হয়, তাহলে গলে গিয়ে চেহারা কেমন বিদঘুটে হতে পারে তা কল্পনা করুন। সমস্যা নেই। বাজারে জলরোধী এমন অনেক আইলাইনার, কাজল ও মাসকারা পাবেন। অনেকে ভাবেন এগুলোর দাম বেশি। আদতে নয়। আপনি অনলাইনে একটু ঘেঁটে নিন। তাহলে দাম সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।

### পাউডার ফাউন্ডেশন

বর্ষা এলে সবার প্রথমে এড়াবেন ক্রিমভিত্তিক পণ্য। একবার বৃষ্টির জললাগা মানে মেকআপ সারামুখে বাজেভাবে ছড়িয়ে পড়া। ক্রিমের বদলে পাউডার ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন। এই ফাউন্ডেশন ত্বকে ম্যাট ফিনিশ এনে দেয়। একইসঙ্গে আপনার মেকআপ দীর্ঘস্থায়ী করতেও সাহায্য করবে।

### লিকুইড টিন্ট

লিকুইড টিন্ট ত্বক শুষে নেয়। ত্বকের ওপর অন্য প্রসাধনীর মতো বসে থাকবে না। তাই বৃষ্টির জল অন্তত এই মেকআপ তুলতে পারবে না।

### সেটিং স্প্রে

বর্ষাতে অনেক সময় ভারী মেকআপ তো করতেই হয়। এখন ভারী মেকআপ না-হয় করলেন। সমস্যা হল, এই মেকআপ যদি বৃষ্টির জলে যায় নষ্ট হয়ে? ব্যাস। দুই-তিন ঘণ্টার পরিশ্রম একেবারে পণ্ড।

তাই সেটিং স্প্রে ব্যবহার করুন। মেকআপের পর এই স্প্রে ব্যবহার করলে ভারী মেকাপ সুরক্ষিত থাকবে। বর্ষাদিনও হবে জমজমাটি।

উজ্জ্বল।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সংগীত প্রতিযোগিতায় বিশেষভাবে সক্ষম প্রতিযোগীরা।

# ধ্রুপদি রাজভোগ

রাজপাচক সিদ্ধকামের রান্না করা সম্পূর্ণ 'অন্য স্বাদের' মাংস খেয়ে শ্রাবস্তীনগরের মহারানি খুব খুশি। তিনি পাচককে উদ্দেশ্য করে বললেন : অনবদ্য কী সুখাদ্য খেলাম অদ্য রে পাচক, স্বাদ গন্ধ সুপ্রবন্ধ মসলাসন্ধ চমৎকার।

মহারানি শুধু খুশিই হলেন না, রাজপাচককে আরও বললেন : নিত্য চাই এ মাংসটাই...

রাজপাচক করজোড়ে বললেন : যথা আজ্ঞা, খাদ্য তথা, নিত্য হেথা করব পেশ।

বিশিষ্ট আবৃত্তিকার, নাট্যকার ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলালের পরিচালনায় প্যাশনেট পারফরমার্সের প্রযোজনা 'রাজভোগ' নাটকে সংলাপের চলন ছিল ঠিক এরকমই। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এ নাটকের সফল প্রযোজনার পর দারুণ সাড়া ফেলে। উত্তরবঙ্গে তো বটেই, বাংলা নাটকে বাংলা ও সংস্কৃত ছন্দের এক অসাধারণ প্রয়োগের উদাহরণ এই নাটক। অমিতাভের কথায় জানা গেল, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মোট ৪৮ রকমের ছন্দকে এই নাটকের সংলাপে তিনি ব্যবহার করেছেন।

মূল নাটক 'রাজা কি রসোই' হিন্দি ভাষায় মোহন মহর্ষির লেখা। সেই গল্পের কাঠামো নিয়ে নতুন করে তিনি বাংলা ভাষায় ছন্দে রূপান্তর করেছেন। মঞ্চে ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট আবৃত্তিকার অমিতাভর পক্ষেই এই দুরূহ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব। আর শুধু ছন্দ তো নয়, নাটকের শর্ত মেনেই আছে দ্বন্দ্ব এবং বার্তাও। মূল নাটক শ্রাবস্তীনগরের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একজন রাজাকে নিয়ে। সারা ভারতে অজস্রবার নাটকটি সেভাবেই অভিনীত হয়েছে। কিন্তু অমিতাভর নাটকে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রাজা চরিত্র লিঙ্গ বদল করেছে। তাঁর নাটকে রাজার জায়গায় আছেন মহারানি। শুধু চরিত্রের বদল নয়, সময়েরও অদলবদল আছে এ নাটকে। নাটককে সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করতে গিয়ে পরিচালক তা করতেই পারেন।

বাকি রইল নাট্য লক্ষণের কথা। ৩৭ জন শিল্পীর যৌথ অভিনয় সমৃদ্ধ এই নাটক এক কথায় ধ্রুপদি ঘরানার এবং জাতীয় মানের। শিলিগুড়িতে পলক চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'জমিদার দর্পণ'-এর পর এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। এই প্রযোজনায় উল্লেখ করার মতো অনেক কিছু আছে। যেমন রাজপাচক, ব্রাহ্মণ আর নগর গণিকাদের অভিনয়, মহারানির বাচিক অভিনয়ের কৌশল, সমবেত

জমজমাট।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে 'রাজভোগ' নাটকের একটি মুহূর্ত।

নৃত্য, গান এবং প্রতীকের ব্যবহার। আর সবার ওপরে নাটকের টানটান গতিময়তা। কোথাও ঝিমিয়ে পড়ার বা জিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপার নেই। আর সে কারণেই এই প্রযোজনা দেশে এবং দেশের বাইরে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। অভিনয়াংশে মঞ্চে মূল চরিত্র রূপায়ণে ছিলেন গৌরব সেনগুপ্ত, অভিজিৎ বাগচী, দীপান্বিতা বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা রায়, পূর্বালী ভৌমিক, দীপশিখা চক্রবর্তী, পূজা সরকার, প্রসেনজিৎ সাহা, সাগর রায়, প্রশান্ত রায়, জয়ন্ত মণ্ডল, অভিরূপ ঘোষ, বিক্রম দত্তগুপ্ত, রোহিত খান, অভ্রজিৎ মণ্ডল, তাণ্ডব মুখোপাধ্যায় ও শ্রেয়া দত্ত।

এই নাটকের চুম্বক হচ্ছে মহারানির মহা পছন্দের মাংস সংগ্রহের পন্থা, পদ্ধতি, প্রকরণ এবং পরিণতি। রাজ পাকশালে রাখা আমিষ খাদ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রাজপাচক কোনও বিকল্প না পেয়ে প্রথম এক ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণকে সুখাদ্য খাইয়ে সুকৌশলে হত্যা করেন। তারপর তাঁর মাংস রান্না করে মহারানিকে পরিবেশন করেন। আর তা খেয়েই মহারানি খুব খুশি। সেই থেকে রানির নির্দেশমতো মাংসের জোগান দিতে একের পর এক মানুষ খুন হয়। শেষে অনেক লাশ পেতে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা চলে। প্রজারা রুখে দাঁড়ায়, বিদ্রোহ করে। সেই বিদ্রোহের পরিণতিতে মহারানির মৃতদেহ রাস্তার ধুলায় লুটিয়ে পড়ে।

এক মাতাল মদ খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় সুন্দরী রমণীকে শুয়ে থাকতে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে তার ওপর উঠে পড়ে। শ্রাবস্তীনগরের রাস্তা সমস্ত দর্শকের চেতনায় এক লহমায় আরজি কর মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের রেস্টরুম হয়ে যায়। নাটক শ্রাবস্তীনগরের সময় থেকে ছিটকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্তমানে। আর এভাবেই অমিতাভ প্রাচীন লোককথাকে ঘটমান বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দেন।

প্রযোজনায় গ্রামবাসী সহ নেপথ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অনুপম দত্ত, তন্ময় দাস, অভিষেক পাল, প্রীতম বিশ্বাস, সুব্রত রায়, শুভদীপ মণ্ডল, সৌহার্দ্য কর্মকার, সৃজনী মুখোপাধ্যায়, স্নেহা দে, পেয়সী রায়, দেবলীনা সরকার, সংগীতা পাল, দুর্গাশ্রী চক্রবর্তী, বর্ণালি ভৌমিক, অঙ্কিতা সাহা, দেবযানী দাস দত্তগুপ্ত, সম্রাট সরখেল, মৌমিতা সরখেল, সাগর রায় ও পরিচালক নিজে। ধন্যবাদ প্যাশনেট পারফরমার্সকে উত্তরবঙ্গের নাটকে একটি নতুন মাইলস্টোন তৈরি করার জন্য।

*– ছন্দা দে মাহাতো*

## সুরের আকাশে অন্য ধ্বনি

'উত্তরের দিশারি' সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজন করেছিল এক অভিনব সংগীত প্রতিযোগিতার। বিশেষভাবে সক্ষম শিল্পীদের জন্য 'স্পেশাল ভয়েস অফ বেঙ্গল সিজন ৬'। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিশেষভাবে সক্ষম শিল্পীরা তাঁদের সুরের জাদু নিয়ে সেখানে হাজির হয়েছিলেন। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন, যাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ১০ জন প্রতিযোগী এদিনের চূড়ান্ত পর্বে তাঁদের অনবদ্য পরিবেশনায় উপস্থিত সকল দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করেন। উত্তরের দিশারি এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন সমাজসেবক ডঃ পার্থ সাহা ও সমীর দে।

অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন অহনা চক্রবর্তী, অমিতকুমার দত্ত, অপূর্ব সিং ও রুনু পাল, আশালতা মণ্ডল, শিখা রায়, কাকলি ভট্টাচার্য ও আইজেল তিরকে, কানাই ধীবর ও সুপ্রিয়া বিশ্বাস। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের স্মারক ও আর্থিক পুরস্কার দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। প্রথম স্থান অর্জন করেন কানাই, দ্বিতীয় কাকলি এবং তৃতীয় হন অপূর্ব। এদিনের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, জলপাইগুড়ির গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি কল্যাণ খান, চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্ত, নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলিটেশন সোসাইটির সভাপতি শ্যামল দাস ও সম্পাদক চন্দন ঘোষ। বিচারকের আসনে ছিলেন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, গৌরী মিত্র এবং অদিতি চক্রবর্তী।

*–নিজস্ব প্রতিবেদন*

## মনে রাখার মতো আয়োজন

গানের সুরে, নাচের তালে, কবিতার চিত্রকল্পে আর বিশিষ্টজনদের অন্তরঙ্গ কথায় তখন কথামঞ্জরীর কুঞ্জে উঠেছে দারুণ গুঞ্জন। প্রসঙ্গ শিলিগুড়ির বিশিষ্ট নট, নাট্যকার, পরিচালক, আবৃত্তিকার, লেখক তথা অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলালের স্পষ্ট উচ্চারণ। অনুষ্ঠান ছিল শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সাংস্কৃতিক মঞ্চ কথামঞ্জরীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সম্প্রতি এই প্রাণভরা-তৃষাহরা অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারের সভাগৃহে। সেখানে কথামঞ্জরীর ডাকে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই শহরের এবং শহরের বাইরের বাচিক শিল্পী সহ অন্য শিল্পীদের বুকে এসব কথা শেলের মতো বিঁধেছে। কিন্তু এই অমোঘ উচ্চারণ তাঁদের হাসিমুখে মেনে নিতে হয়েছে। এর সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার কিছু কথা যোগ করেন আকাশবাণীর বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী মুক্তি চন্দ।

এদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা শুরু হয় মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে। সংস্থার তরফে কৃতী ছাত্র সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়কে পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। সম্মানিত করা হয় সংস্থার আত্মজা বীণাদি এবং বাপিদা সহ আরও কয়েকজনকে। অমিতাভর কড়া কথার পরও সভাগৃহে আবৃত্তি পরিবেশন করে 'নজর' কাড়েন তন্দ্রা সেন, স্বাগতা অনবদ্য আলেখ্য 'অনবসরকাল'। পরিবেশনে অংশুমান ছাড়াও শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তানিয়া গঙ্গোপাধ্যায়, সুস্মিতা চৌধুরী ও নন্দিতা সিনহা।

কথা তো অনেক হতেই পারে কিন্তু সুরের সিঞ্চন না থাকলে, নৃত্যের মুদ্রা না থাকলে অনুষ্ঠান বড় শুষ্ক হয়ে পড়ে। 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' গানের সঙ্গে শিক্ষার্থী শিল্পীদের নিয়ে এদিন নৃত্য পরিবেশন করে অনুষ্ঠানকে ছন্দের দোলায় দুলিয়ে দেন এ শহরের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী গোবিন্দ সাহা। এদিন কথামঞ্জরীর অনুষ্ঠানে গানের অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন নবনীতা রায়। তার কণ্ঠে পুরোনো দিনের গান 'আজ গুনগুনগুন কুঞ্জে

সমবেত।। শিলিগুড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারের সভাগৃহে কথামঞ্জরীর অনুষ্ঠান।

সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার বিশিষ্ট শিল্পীরা।

সেই আসরে নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলি উপুড় করে অমিতাভ আবৃত্তিচর্চার নামে এখন মঞ্চে বাহারি পোশাকে প্রদর্শনীর যে কৃৎকৌশল চলছে তার কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল 'কিস্যু' হচ্ছে না। আবৃত্তি শিল্প অত সহজ নয়, এ বড় সাধনার জিনিস। এখানে দেখানোর কিছু নেই। সবটাই কান পেতে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার জিনিস। বেদের যুগে ঊষালগ্নে একাকী নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে এই সাধনা করতেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা। সেখানে ক্যামেরার ঝলকানির জন্য কোনও সাজপোশাক ছিল না। সভাগৃহ ভর্তি পাল, পৃথা সেনের পরিচালনায় কলাঙ্গনের শিল্পীরা, পারমিতা দাশগুপ্তের পরিচালনায় উবাচের শিল্পীরা, সংঘমিত্রা ভট্টাচার্য, অলকা চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক রজক এবং দুই স্বনামখ্যাত বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ ও বিনীতা দাস। আসরের পরিবেশকে অন্যমাত্রা দিতে ছিল দুটি শ্রুতিনাটকও। 'সর্ষে বনাম জিরে' পরিবেশন করেন বন্দনা পাল ও অসীম ঘোষ। আর শেষ অনুষ্ঠানে 'কলিং বেল' পরিবেশন করেন জয়শ্রী তরফদার ও সোমা চট্টোপাধ্যায়। ছিল নীহাররঞ্জন দাস সহ আরও কয়েকজনের স্বরচিত কবিতা পাঠও। এই সন্ধ্যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল অংশুমান পালের পরিচালনায় কবিতা ও কথার আমার একি গুঞ্জন' সকলেরই ভালো লেগেছে। ভালো লেগেছে আকাশবাণীর শিল্পী সোমা সাহা পালের পরিবেশন 'মেঘ বলেছে যাব যাব'। রবি ঠাকুরের পূজা পর্যায়ের এই নিবেদনে বেহাগ রাগে তাঁর চলন ছিল বড়ই মনোরম। হৃদয় হরণ করে উদ্যোক্তাদের সকলের আদরের শিল্পী জিষ্ণু ভট্টাচার্যের গান। আর অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে তবলায় শিল্পীদের সহযোগিতা করেন রানা সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠানকে শক্ত হাতে হাসিমুখে সঞ্চালনা করেন দেবশ্রী সাহা চৌধুরী। সব মিলিয়ে কথামঞ্জরীর এবারের অনুষ্ঠানকে উপস্থিত সকলেই অনেক দিন মনে রাখবেন।

*-ছন্দা দে মাহাতো*

## বহুমুখী প্রচেষ্টা

সম্প্রতি কোচবিহার খাগরাবাড়ি নাট্যসংঘের আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুলের জন্মজয়ন্তী এবং বিশ্বসংগীত দিবস উপলক্ষ্যে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি রূপায়িত হল সংস্থার নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। সংগঠনের সহ সভানেত্রী বাণী রায়ের হাত দিয়ে সংস্থার পতাকা উত্তোলন ও সমবেত জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে বিশ্বসংগীত দিবসের সূচনা হয়। আবৃত্তি, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, প্রবন্ধ রচনা, যন্ত্রবাদন ও নৃত্যের মাধ্যমে রবীন্দ্র, নজরুল ছাড়াও স্মরণ করা হয় জন্মশতবর্ষে সংগীত স্রষ্টা সলিল চৌধুরী, গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক ও নৃত্যগুরু কেলুচরণ মহাপাত্রকে। শ্রদ্ধা জানানো হয় ভাওয়াইয়া সম্রাট আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, পণ্ডিত উদয়শংকর ও কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে। সার্বিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে আব্বাসউদ্দিন আহমেদ স্মারক জীবনকৃতি সংগীত সম্মাননা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট ভাওয়াইয়া সংগীতশিল্পী নবতিপর সুনীতি রায়কে। ঋত্বিক ঘটক স্মরণে শুভেচ্ছা-সম্মান জানানো হয় কোচবিহারের অভিনেত্রী সুরাইয়া পারভিনকে। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সংগীতে সবাণী সেন লাহা, আবৃত্তিতে সংগীতা পাল এবং নজরুল নৃত্যে ছিলেন শ্রীজা সাহা। শেষ নিবেদন সলিল স্মরণে সমবেত 'ধিতাং ধিতাং বোলে' নাচে শ্রেয়া সাহার পরিচালনায় শিশুশিল্পী আহেরী সূত্রধর, রূপাঞ্জনা সূত্রধর, ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী, প্রিয়াংশী সরকার, স্নিগ্ধা রায়, অভিশ্রুতি চক্রবর্তী এবং 'রানার' কাব্যগীতির সঙ্গে শ্রেয়া সাহার একক পরিবেশনা দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে।

*–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

## নারীই সেরা

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রামে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও তার যথাযথ চর্চা হয়নি। তেভাগা আন্দোলনে স্বর্ণময়ী ওরাওঁনি, কিরমী ওরাওঁনি, বুধনী ওরাওঁনি, এতোয়ারি মুন্ডা প্রমুখ শহিদ হয়েছিলেন। এসব নিয়ে গৌতম গুহ রায় সম্পাদিত বই 'স্বাধীনতা পূর্ব গণ আন্দোলনে জলপাইগুড়ির নারীশক্তির ভূমিকা' শীর্ষকে একটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হল।

*– পূর্ণেন্দু সরকার*

## তিন দশক

ধূপগুড়ি থেকে প্রকাশিত সাময়িকী প্রবাহ তিস্তা তোর্ষা পত্রিকার তিন দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি এক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। স্থানীয় ঘোষপাড়া মোড়ের এক লজে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন শিক্ষাবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক করিমুল হক সহ বিশিষ্টজনেরা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, পিসি সরকার জুনিয়ার, পবিত্র সরকার, সুবোধ সরকার, নাসির আহমেদের মতো নামী সাহিত্যিকদের লেখা পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় রয়েছে।

পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র দেব বললেন, 'টানা তিন দশক নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার কঠিন কাজ আমরা সবাই মিলে করে চলেছি। স্মারক গ্রন্থে তিন দশককে ভালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।' পত্রিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে এদিন সবার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতোই।

*–সপ্তর্ষি সরকার*

## আরও দুটি নতুন বই

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতির পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের সভাকক্ষে সমিতির দুই সদস্যের লেখা দুটি বই প্রকাশিত হল।

কোচবিহারের বিশিষ্ট নাট্যকার দীপায়ন ভট্টাচার্য রচিত 'অন্য স্বাদের পথনাটক' বইটি মোড়ক উন্মোচন করেন সমিতির সভাপতি তাপস চট্টোপাধ্যায়।

বালুরঘাট কলেজের অধ্যাপক জ্যোতিকুমারী শর্মার লেখা 'ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্লেষণ' বইটি প্রকাশ করেন পূরণকুমার ছেত্রী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সহ সম্পাদক অধ্যাপক সুদাস লামা যাঁরা বই দুটি প্রকাশ করেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পরে বক্তব্য রাখেন অমিতাভ ঘোষ, গৌতম গুহ রায়, কৌশিক জোয়ারদার। দুজন লেখক একে অন্যের বইয়ের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

'পথনাটক ও নাগরিক সমাজবীক্ষণ'শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ির দুই বিশিষ্ট নাট্যকর্মী পার্থপ্রতিম মিত্র এবং বিশ্বজিৎ রায়। উপস্থিত শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্ন-উত্তর ও মত বিনিময়ের পরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সম্পাদক ফজলুর রহমান।

*–খোকন সাহা*

## বইটই

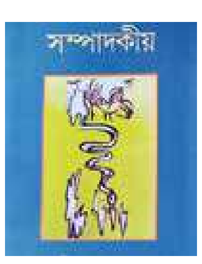

### ফের স্বমহিমায়

উত্তরবঙ্গের সাহিত্য জগতে যাঁরা দাপটের সঙ্গে লেখালেখি করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে পবিত্রভূষণ সরকার অন্যতম। বহু লেখালেখি করেছেন। প্রশংসা কুড়িয়েছেন। 'মাটিরছোঁয়া' পত্রিকায় ১৯৭৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ২৯৯টি নির্বাচিত সম্পাদকীয় এবং ১৯৭৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১৩৫টি বাছাই করা পত্রপত্রিকা ও বইয়ের সমালোচনা/পর্যালোচনা এবং চারটি নাটকের পর্যালোচনা নিয়ে তাঁর বই সম্পাদকীয়। বছরের পর বছর ধরে কীভাবে নানা বিষয় আমাদের আশপাশে বদলে চলেছে তার জলজ্যান্ত সাক্ষী এই বইটি। এ এক অন্যভাবে ইতিহাসকে মলাটবন্দি করে রাখার চেষ্টা। কিশোর পাইনের আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

### অন্য অভিধান

রাজবংশী ভাষায় 'টিস্যা' শব্দের অর্থ কী? তৃষ্ণা। বা 'স্যাগালু' শব্দের মানে? এটার উত্তর 'মিষ্টি আলু'। উত্তরবঙ্গের এই প্রাণের ভাষার এসব শব্দের অর্থ বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে লিখে খুব সুন্দর একটি অভিধান হিসেবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন সুবলেন্দু বসুনিয়া। রাজবংশি শব্দের অভিধান – রাজবংশি/বাংলা/ইংরেজি বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ সালে। পাঠকদের মধ্যে দারুণ চাহিদা থাকায় কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে এর দ্বিতীয় সংস্করণ। কিছু শব্দের সঙ্গে টুকরো ছবি দিয়ে খুব সুন্দর এক পরিবেশনা। সুবলেন্দু বহুদিন ধরেই লেখালেখি করছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্পদকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে তাঁর কলম সদাই সচল।

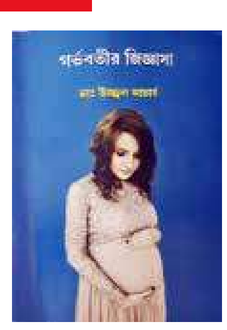

### একগুচ্ছ উত্তর

মা হওয়া সহজ কথা নয়। যাঁরা মা হতে চান তাঁদের মনে বহু প্রশ্ন থাকে। তাঁদের জন্য ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য লিখেছেন গর্ভবতীর জিজ্ঞাসা। উজ্জ্বল পেশায় চিকিৎসক। সাহিত্য নিয়ে নাড়াঘাঁটা বহুদিন ধরেই। লেখক হিসেবে বহুদিন ধরেই নানা পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করে চলেছেন। গল্প, উপন্যাস লেখার পাশাপাশি নিজের কর্মক্ষেত্রের বিষয়েও পাঠকদের সামনে নানা তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কীভাবে স্বাভাবিক থাকব, গর্ভস্থ শিশু সুস্থ আছে কি না তা বুঝব কী করে? এসব নানা প্রশ্নের উত্তর উজ্জ্বল খুব যত্ন সহকারে এই বইয়ে তুলে ধরেছেন।

### মন ভরাল

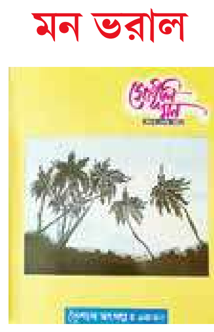

প্রকাশিত হয়েছে গোধূলি মন পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা : ১৪৩২। বরাবরের মতোই প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও গল্প, ভ্রমণকাহিনী, কবিতাগুচ্ছ ও নিয়মিত বিভাগ দিয়ে সাজানো। অন্বয় মুখোপাধ্যায়ের 'আবির সম্মিলনে প্রাণঢালা মিলন মেলা' লেখাটি বহু অজানা তথ্যের জোগান দেয়। জয়দেব বিশ্বাসের লেখা 'ভিয়েতনাম ভ্রমণের টুকিটাকি' পড়তে বেশ ভালো লাগে। অপর্ণা মুখোপাধ্যায়, সনৎ সেন, তপনকুমার দাসদের লেখা কবিতাগুলি খুব সহজেই মন ভরায়। রিনা চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চন্দননগর থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকা বরাবরই পাঠকদের কাছে উন্নতমানের লেখা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। সেই চেষ্টা পত্রিকার এই সংখ্যাতেও পরিষ্কার।

*যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।*

## আদর্শ কালাম

আমি প্রত্যুষা সরকার। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিকে ৬৬৬ পেয়েছি। এখন বিজ্ঞান বিভাগে সেই স্কুলেই পড়ি। স্কুলের ম্যাডামদের থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি। তবে ল্যাবগুলোর মানোন্নয়ন জরুরি। ল্যাব ক্লাসও বাড়াতে হবে। যখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি, তখন এপিজে আবদুল কালামের অটোবায়োগ্রাফি ‘দ্য উইংস অফ ফায়ার’ পড়েছিলাম। সেই দিন থেকে ঠিক করেছি, দেশের প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা করব। ডিআরডিও (ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন)-এ যোগ দেব। আবদুল কালামই আমার আদর্শ। লেখাপড়া ছাড়া আঁকতে ভীষণ ভালো লাগে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শেখা না হলেও কিছু প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কার পেয়েছি। আর খেতে ভালোবাসি। সব খাই। বেশিরভাগই নিরামিষ। নিজে তেমন একটা রাঁধতে পারি না। মায়ের হাতের রান্না সব থেকে সুস্বাদু।

আমার বাবা ছাপাখানায় কাজ করেন। বাড়ি ডাবগ্রাম পলিটেকনিকের সামনে। রাস্তাঘাটে বেরিয়ে দেখি যেখানে-সেখানে জঞ্জাল জমে থাকে। এর জন্য প্রশাসনকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। সাধারণ মানুষেরও দোষ রয়েছে। তাঁরা সচেতন না হলে এই সমস্যা মেটানো মুশকিল। তাছাড়া পানীয় জলের সমস্যা মাঝেমধ্যে হয়। পুরো শিলিগুড়ি শহরেই হচ্ছে। এর স্থায়ী সমাধান দরকার।

## ছুটি বেশি

আমি দিয়া মোদক। বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ থেকে এবছর মাধ্যমিক পাশের পর বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে। পেয়েছি ৬৩৪। বাড়িতে বাবা, মা আর বোন আছে। আমি বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চাই। পরেরবার যারা মাধ্যমিক দেবে, তাদের বলব মন দিয়ে পাঠ্যবইটা খুঁটিয়ে পড়তে হবে আর ঘড়ি ধরে উত্তর লেখার অভ্যেস তৈরি করতে হবে। সারাবছর স্কুলে এত ছুটি থাকে যে, অল্প সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়োয় চ্যাপ্টার শেষ করা হয়। তাই শুধু ক্লাসের ওপর ভরসা করলে মুশকিল।

লেখাপড়া বাদে ছবি আঁকতে ভালোলাগে। তবে শিখিনি কখনও। ছোট থেকে নিজেই যতটুকু পারি আঁকি। এছাড়া বাবা-মা, দুজনেই কাজ করেন। আমি যতটা পারি ঘরের কাজে সাহায্য করি। টুকটাক রান্নাও পারি। প্রিয় খাবার ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন। এখন তো সবাই বিরিয়ানিপ্রেমী। আমার কিন্তু বিরিয়ানি খেতে ততটা ভালো লাগে না।

## বিরাট ফ্যান

আমি আদিত্য দত্ত। বাড়ি দেশবন্ধুপাড়ায়। বাবা পেশায় টোটোচালক। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে ৬৩২ পেয়েছি। বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছি, ভবিষ্যতে ডেটা সায়েন্স নিয়ে এগোতে চাই। ছোট থেকে কম্পিউটারের প্রতি আমার আগ্রহ বেশি। সেভাবেই এগোচ্ছি। ভবিষ্যতে কম্পিউটার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার ব্যাপকহারে বাড়বে। বেশ কিছুক্ষেত্রে মানুষের বুদ্ধিমত্তার চাইতে এআই-এর কাজ আরও নিখুঁত হয়। সুপার কম্পিউটার এবং এআই অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হিসেবনিকেশ করে দিতে পারে। তবে এর ব্যবহার নিয়ে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। যদি খারাপ উদ্দেশ্যে এআই ব্যবহার করি, তবে তা মানবজাতির পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর আর যদি সঠিক ব্যবহার হয়, তবে উপকার।

লেখাপড়া ছাড়া ক্রিকেট খেলতে আর টিভিতে ম্যাচ দেখতে ভালোবাসি। বিরাটের ফ্যান। তারপর শুভমান গিল। বিরাট যেদিন টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন, সেদিন ভীষণ খারাপ লেগেছিল। তবে এটাও ঠিক যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক সময়ে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়।

খেতেও ভালোবাসি। আমি বিরিয়ানিপ্রেমী। মায়ের হাতের বিরিয়ানিই সেরা। তাছাড়া শিলিগুড়িতে খাবারের দোকানে একের পর এক কাণ্ড দেখে বাইরে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি।

## দাদার শাসন

আমি সৌম্যদীপ কুণ্ডু, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। ৪৬২ পেয়েছি উচ্চমাধ্যমিকে। নিট দিয়েছি এবার। পরেরবার আবারও দেব। সার্জন হতে চাই ভবিষ্যতে। বাড়ির সামনেই একটি দোকান রয়েছে বাবার। মা সংসার সামলান। দাদা কলেজের ফাইনাল ইয়ার দিল। ও আর্টস নিয়ে পড়ে। আমাকে বাংলা, ইংরেজিতে সাহায্য করেছে। দাদা ভালোবাসে, শাসনও করে।

অবসর সময়ে গান করি। গিটার বাজাই। ইউটিউবে দেখে যতটা শিখছি। প্রিয় গায়ক অবশ্যই অরিজিৎ সিং আর প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। বেশিরভাগ বাঙালির মনে তো এই দুটোরই রাজত্ব এখন। তবে ডাল-ভাত কমফর্ট। মানে শুধু ডাল দিলেও পুরো খাবার খেয়ে নিতে পারি, সঙ্গে কিছু লাগবে না। বাইরের খাবার খুব একটা খাই না। মা বারণ করে। যা খেতে চাই, বানিয়ে দেয় বাড়িতে। এখন তাই মায়ের হাতের রান্না ছাড়া কিছুই আর ভালো লাগে না। তাছাড়া বাড়িতে বিরিয়ানি বা স্পেশাল কিছু বানালে সুবিধা হয়, তিনবেলাই খেতে পারি।

মাধ্যমিকেও উত্তরবঙ্গ সংবাদের মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। খুব উপকার হয়েছে। অন্য একটি স্কলারশিপের সঙ্গে মিলিয়ে আমার একাদশ শ্রেণির পুরোটা আর দ্বাদশের প্রথমদিকের টিউশন ফি হয়ে গিয়েছিল।

## ফাস্ট ফুড মন্দ

আমি শ্রেয়া পাল, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছি এবছর। বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪৪৪ নম্বর পেয়েছি। বড় হয়ে চিকিৎসক হতে চাই। আমার দিদিও ডাক্তারি পড়ছে। বাবা পেশায় একজন সবজি বিক্রেতা। ছোট থেকেই বাবা, মা আর দিদির ভীষণ আদরের আমি। ওরা কখনও কোনও কিছুর অভাব বোধ হতে দেয়নি। গান গাইতে ভালোবাসি। আগে শিখতাম। লেখাপড়ার চাপে একসময় বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক করেছিলাম, পরে বাকিটা শিখব। কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে, এরপর আরও বেশি পড়াশোনার চাপ পড়বে। তারপর চাকরি, পরিবার। জানি না, আদৌ শখ পূরণ করতে পারব কি না।

মায়ের হাতের খাবার প্রিয়। নিরামিষ বেশি খাওয়া হয় আমাদের বাড়িতে। আলুর দম, সয়াবিন, পনির, পটল আরও কত কী। তাছাড়া ফাস্ট ফুড না খাওয়াই ভালো। শরীর খারাপ হয়। ত্বকের ক্ষতি হয়। সিনেমা বা ওয়েব সিরিজ নিয়ে বলতে বললে কিন্তু আমি গোল্লা। দেখাই হয় না সেসব। সোশ্যাল মিডিয়াতেও নিষ্ক্রিয়। রিলের নেশা ধরে যাবে বলে।

আমি কিন্তু মাধ্যমিকেও মেধাবৃত্তি পেয়েছি। এর জন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদকে অনেক ধন্যবাদ।

## বান্ধবী ঠাম্মা

আমি সায়ন ঘোষ। রায়গঞ্জের দেবীনগরে মা, বাবা আর ঠাম্মার সঙ্গে থাকি। ঠাম্মা আমার প্রিয় বান্ধবী। ঠাম্মা যখন ঠাকুরঘরে পুজো করতে বসে, আমি গিয়ে নানা তর্ক জুড়ে দিয়ে ঠাম্মাকে খ্যাপানোর চেষ্টা করি। যুক্তিতে হেরে গেলে ঠাম্মা রেগে যায়। তখন খুব মজা লাগে। তবে পড়াশোনার ব্যাপারে আমি সিরিয়াস। এখন পড়ার প্রচণ্ড চাপ। আপাতত জয়েন্টের প্রস্তুতি নিচ্ছি। ফলে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বা খেলাধুলোর সময় পাই না। দুই-তিন সপ্তাহ অন্তর কখনও মনে হলে বিকেলের দিকে একটু মাঠে যাই, দৌড়াদৌড়ি, খেলাধুলো করি। আমি এক্সট্রোভার্ট টাইপের। স্কুলে সব বন্ধুর সঙ্গে যেচে কথা বলি। প্রিয় খাবার বিরিয়ানি। তবে টিফিন হিসেবে লুচি আর ছোলার ডাল পেলে আর কোনওদিকে তাকাই না। মাধ্যমিকে ৬৮১ পেয়েছি। আমার স্বপ্ন, একদিন ইসরোতে যোগ দিয়ে মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করব।

## ক্রিকেট মাস্ট

আমি পৌলমী মোহন্ত। কালিয়াগঞ্জের উত্তর চিরাইলপাড়ায় বাড়ি। আমার বাবা নেই। কাকু, জেঠু, ঠাম্মা, ঠাম্মি সবাই মিলে ১০ জনের যৌথ পরিবারে থাকি। আমি মাধ্যমিকে ৬১৮ পেয়েছি। ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার একটা পরিকল্পনা আছে। তবে স্বপ্ন দেখি একজন খুব ভালো ক্রিকেটার হওয়ার। তাই পড়াশোনার চাপের মাঝেও সময় বের করে বাড়িতেই রোজ দুই ঘণ্টা ক্রিকেট প্র্যাকটিস মাস্ট। এছাড়া সপ্তাহে তিনদিন মাঠে কোচিং ক্যাম্পে যাই। আমি এখন জেলা স্তরে খেলছি। আমার ইচ্ছে, একদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলব। খেতে ভালো লাগে মায়ের হাতের পনির ও মাটন রান্না। কিন্তু বাইরের ফাস্ট ফুড পারতপক্ষে মুখে তুলি না। খেলাধুলো করছি যে। স্বাস্থ্য নিয়ে তো সচেতন থাকতেই হবে।

## ভোরে ধ্যান

আমি প্রিয়াংকা বর্মন। শীতলকুচির নব ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে এবারের উচ্চমাধ্যমিকে ৪৯১ নম্বর পেয়েছি। আমি ডব্লিউবিসিএস অফিসার হতে চাই। কিন্তু কেন হতে চাই তা জানি না। প্রতিদিন ভোরে অন্তত ৩০ মিনিট করে ধ্যান করি। যেদিন সময় বেশি থাকে সেদিন ১ ঘণ্টাও হয়। সেই ধ্যান থেকে যে মানসিক শক্তি অর্জন হয় তার উপর ভর করেই সারাদিন পড়াশোনা চালিয়ে যাই। আমি বান্ধবীদেরও বলেছি, ধ্যান করলে মনঃসংযোগ বাড়ে। পড়াশোনায় মন বসানো যায়। তারাও আমার কথা শুনেছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় পড়াশোনার চাপ অনেক বেশি ছিল। তখন ঠিকমতো সময় পেতাম না। তবুও অল্প সময় বের করে ধ্যান করতাম মনঃসংযোগ বাড়াতে। আমার বাড়িতে বাবা, মা, ভাই আছে। আমি যদি ডব্লিউবিসিএস অফিসার হতে পারি তাহলে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন ওঁরাই।

## ডাক্তারির শপথ

কোচবিহারের ঢাংঢিংগুড়ি কাচুয়া হাইস্কুল থেকে এবারের মাধ্যমিকে আমি ৯৩.৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছি। আমি অনুপমা দে। আমার ভালো রেজাল্টে সবথেকে বেশি খুশি হত বাবা মদন দে। কিন্তু বাবা আর আমাদের মধ্যে নেই। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে ব্রেন স্ট্রোকে কার্যত বিনা চিকিৎসাতেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। এরপর আমি শপথ নিই যে, আমাকে ডাক্তার হতেই হবে। মুমূর্ষু রোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছি। আমার মা শ্রমিকের কাজ করে আমার পাশে থাকেন। মা আর ঠাকুমাকে নিয়েই আমাদের সংসার। তাঁরা আমাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। তাঁদের স্বপ্ন সত্যি করতে আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। এই চিকেন-মাটন বিরিয়ানি প্রেমের যুগে আমি আমিষ খাবার খুব একটা পছন্দ করি না। আমার পছন্দ পনির। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি গল্পের বই পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। কিছুদিন আগেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালি’ পড়েছি। আমার রহস্যের গল্প ভালো লাগে। কিন্তু এখনও ব্যোমকেশ বক্সীর গল্প পড়া হয়নি। ওটা পড়ার ইচ্ছে রয়েছে।

## ক্যানসারের উত্তর

আমি শ্রেয়সকুমার সাহা। দিনহাটার গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে ৬৬৪ নম্বর পেয়েছি। বাড়িতে মা, বাবা, ভাই আছে। অনেকেই বলেন ‘ক্যানসারের অ্যানসার নেই’। আমি সেই ‘অ্যানসার’ না থাকা রোগেরই ডাক্তার হতে চাই। আমার আশপাশে অনেককেই ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে দেখেছি। কোচবিহার জেলায় ক্যানসারের চিকিৎসার ঠিকমতো পরিকাঠামোও নজরে পড়ে না। কিন্তু ধীরে ধীরে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ছে। সেজন্য মানুষকেও সচেতন হতে হবে। আমির খানের ‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমাটি আমার খুব পছন্দের। সেখান থেকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাই। অরিজিৎ সিং ও উদিত নারায়ণ আমার প্রিয় গায়ক। সুযোগ পেলেই তাঁদের গান শুনি। আমি ছবি আঁকি, আবৃত্তি করি, গিটার বাজাই আবার যোগাসনও করি। অরিজিৎ সিংকে সামনে থেকে দেখার খুব ইচ্ছে। আমার গিটারে যদি ওঁর অটোগ্রাফ পাই তাহলে দারুণ হবে।

## সেনায় যোগ

আমি সমর্পিতা বর্মন। শীতলকুচির নব ডাকালিগঞ্জ হাইস্কুল থেকে এবারের মাধ্যমিকে ৯৩.২৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছি। আমি আমার পরিবারকে যতটা ভালোবাসি, ঠিক ততটাই ভালোবাসি আমার দেশকে। তাই ছোট থেকেই চাইতাম সেনাবাহিনীতে যোগ দেব। এখনও সেই প্রস্তুতি নিয়েই এগোচ্ছি। ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য রোজ সকালে দৌড়াই। অপারেশন সুন্দরের পর কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ও ভ্যোমিকা সিংকে দেখে বেশি করে অনুপ্রেরণা পেয়েছি। যেদিন পহলগামের ঘটনাটি শুনেছিলাম সেদিন জঙ্গিদের উপর রাগে আমার রক্ত টগবগ করছিল। আমি যদি এখন সেনাবাহিনীতে থাকতাম তাহলে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে একবারও ভাবতাম না। যাই হোক, অন্য প্রসঙ্গে আসি। আমার বাড়িতে বাবা, মা, বোন ও ঠাকুমা রয়েছে। তারা সবসময় আমাকে উৎসাহ দেয়। আমার আইসক্রিম খেতে খুব ভালো লাগে। নাচ, গান, ছবি আঁকা শিখেছি। তার মধ্যে ছবি আঁকতে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।

**উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত সুহাসচন্দ্র তালুকদার হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন উত্তরের আত্মার আত্মীয়। তাঁর সেই স্বপ্নকে মর্যাদা দিয়ে প্রতিবছর মেধাবৃত্তি দেয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করার পরেও অভাব যেসব ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, উত্তরবঙ্গ সংবাদ পরিবার চেষ্টা করে সেই মেধাবীদের পাশে দাঁড়াতে। সেই মেধাবীদের স্বপ্ন উড়ান দেয় এই বৃত্তির ডানায় ভর করে। এবছরের বৃত্তিপ্রাপকদের সঙ্গে কথা বললেন সৌভিক সেন, সপ্তর্ষি সরকার, অভিজিৎ ঘোষ, শিবশংকর সূত্রধর ও রণবীর দেব অধিকারী।**

## সঙ্গী গাছ

আমি অ্যানি শর্মা, ময়নাগুড়ি শহরের আনন্দনগরের বাসিন্দা। অবসরের প্রিয় সঙ্গী গাছপালা। ওদের সঙ্গে আজীবন কাটাব বলেই অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে পড়তে চাই। ৮৮ শতাংশের বেশি নম্বর সহ মাধ্যমিকে পাশের পর ভর্তি হয়েছি বিজ্ঞান নিয়ে। ডিমের খুচরো ব্যবসায় বাবা যা আয় করেন তা দিয়েই আমাদের চারজনের পরিবার চলে। মা গোটা বাড়িটা সামলান। আমার পড়ার খরচ চলে দিদির টিউশনের রোজগারে। বাড়ির এক চিলতে জায়গায় আমার সাধের বাগান আমায় প্রতিদিন উৎসাহ দেয় আগামীদিনে অ্যাগ্রিকালচার নিয়ে গবেষণা করার।

লাইব্রেরি সায়েন্স নিয়ে মাস্টার্স করার ফাঁকে দিদি আমার মেন্টর। বাবা-মায়ের মতোই আমার জন্যে ওর লড়াই টের পাই। বাড়ির টবে ১২ রকমের জবা ফুটিয়ে যেভাবে পরিবারের সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলাম তেমনি একদিন কৃষি নিয়ে গবেষণা করে সবাইকে অবাক করে দিতে চাই।

## সরল অঙ্ক

আমি মাহমুদা ইসলাম। রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি অঞ্চলে আমাদের বাড়িতে বাবা, মা এবং দিদির সঙ্গে থাকি। কৃষিশ্রমিক বাবার রোজগারেই আমাদের দুই বোনের পড়াশোনা চলে। এবছর মাদ্রাসা বোর্ড পরীক্ষায় ৮৮.১২ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্থানীয় হাইস্কুলে সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। ব্যাডমিন্টন এবং লন টেনিস আমার যতটা প্রিয় ততটাই আমার প্রিয় অঙ্ক। আগামীদিনে অঙ্কের অধ্যাপক হওয়াই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

দিদি এবারে কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছে। আমার হায়ার সেকেন্ডারি। দুজনেরই পড়াশোনায় মোবাইল এবং ইন্টারনেট দরকার। তবে আমাদের পরিবারে চারজন লোকের একটিই মোবাইল। তাই যতটা সময় পাই ততটুকুতেই নিজের পড়া, প্র্যাকটিকাল, নোটসের কাজ সেরে নিতে হয়। আমাদের দুই বোনের পড়াশোনার প্রয়োজন মেটাতে বাবা-মা চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। ইচ্ছেমতো রেফারেন্স বই বা অন্যকিছু চাইলেই যে কেনা সম্ভব নয় সেটা বুঝেই আমরা দুই বোন বড় হয়েছি। অঙ্ক আমার প্রিয়, তাই হিসেব কষেই চলি।

## চ্যালেঞ্জের বছর

নিজেকে প্রমাণ করার জন্যে পরিবারের দেওয়া আগামী একটা বছর আমার কাছে চ্যালেঞ্জের। সেই চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগামীবার নিটে সাফল্য পেতে প্রস্তুতি শুরুও করে দিয়েছি। আমি ময়নাগুড়ি সুভাষনগরের বাসিন্দা দেবজ্যোতি নিয়োগী, একজন চিকিৎসক হওয়ার লক্ষ্যে এই বছরটা আপাতত কলেজমুখো হচ্ছি না। মাধ্যমিকে আমার নম্বর ছিল ৯৩.৪ শতাংশ যা কিছুটা কমে এবারে উচ্চমাধ্যমিকে হয়েছে ৯২.৬ শতাংশ। সেসব ভুলে এখন আপাতত আমার ধ্যানজ্ঞান আগামী বারের নিট ইউজি।

চারজনের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য বাবা। বাড়ির কাছেই পানের দোকান চালায়। দিদির বিয়ে হয়েছে এক বছর হল। আমাদের দুই ভাইবোনেরই বরাবর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নজর। দিদি নার্সিং ট্রেনিং করেছে। আমার লক্ষ্য ডাক্তার হওয়া। যদি আগামী বছর সেটা না হয় তাহলে প্যারামেডিকেল পড়ব বা চিকিৎসা সম্পর্কিত অন্য কোনও কোর্স। তবে থাকব এই পথেই।

## প্রথমে কম্পিউটার

ছোট থেকে বহুবার ইচ্ছে হলেও আর্থিক কারণে একটা কম্পিউটার কেনা হয়ে ওঠেনি। আগামীর লক্ষ্যটা শুধুমাত্র কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার। আমি জলপাইগুড়ি দেশবন্ধুনগরের বাসিন্দা অভিজিৎ দাস। আপাতত অপেক্ষা করছি রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফলের। মেডিকেল সার্টিফিকেট হাতে না পাওয়ায় এবারে সর্বভারতীয় কাউন্সেলিং মিস করেছি। আগামীবার আরো ভালো র‍্যাংক সহ অল ইন্ডিয়া এন্ট্রান্স দেব। সেজন্যে এবারে নিজের শহর জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হতে চাইছি। কলেজের ফর্ম তুলিনি। জয়েন্টের ফলের ওপর বিশ্বাস আছে। ছোট থেকে আমার প্রিয় কাজ বাবার জুতোর দোকানে সাহায্য করা। ইঞ্জিনিয়ার হলে প্রথমে নিজের জন্যে একটা কম্পিউটার অবশ্যই কিনব।

## অনুষ্কা অনুপ্রেরণা

যে নিউটাউন গার্লস স্কুলে আমি পড়ছি, সেখান থেকেই উচ্চমাধ্যমিকে এবার রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে অনুষ্কা শর্মা। দিদি আমাদের অনেকের কাছেই অনুপ্রেরণা। আমি হিয়া পাল। আলিপুরদুয়ার শহরের মাড়োয়ারিপট্টিতে আমার বাড়ি। এবছর মাধ্যমিকে আমি ৪৬৭ নম্বর পেয়েছি। উচ্চমাধ্যমিকে অনুষ্কা দিদির মতো ফল করার চেষ্টা করব। মাধ্যমিক পাশ করার পর এখন বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেছি। বিজ্ঞান বিভাগে পড়ার আমার মূল উদ্দেশ্য হল, মহাকাশের বিভিন্ন অজানা বিষয়ে গবেষণা করা। বিশেষ করে আলো বিষয়টি নিয়ে আমি সবসময় আগ্রহী। আলো যেমন ভালো লাগে তেমনই আমার ভালো লাগে নাচ আর গানও। রবীন্দ্রসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে চর্চা করি। মাধ্যমিকের সময় পড়ার চাপে নাচ শেখাটা বাদ দিতে হয়েছে। বাড়িতে বাবা, মা, দাদা রয়েছে। বাবা দোকান ভাড়া দিয়েছে, সেটা দিয়ে সংসার চলে। দাদা চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পড়ার ক্ষেত্রে ও আমাকে অনেক সময় সহযোগিতা করে। বাইরের খাওয়া খুব একটা আমার পছন্দ নয়। মায়ের হাতের রান্নাই বেশি পছন্দের।

## বরফ দেখা

আমি অর্চিতা সরকার। আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলার বাসিন্দা। এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৪৭৬ নম্বর পেয়েছি। মাধ্যমিক পরীক্ষার পরও উত্তরবঙ্গ সংবাদের মেধাবৃত্তি পেয়েছিলাম। সেই টাকায় একাদশ শ্রেণির বই কিনতে পেরেছি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর কোন বিষয় নিয়ে পড়ব, তা নিয়ে এখনও ধন্দ রয়েছে। ইলেক্ট্রিক্যাল বা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং করার কথা। ভালো কলেজে সুযোগ পাই কি না দেখছি। দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং করছে, সেটা দেখেও ওই দিকে যেতে ইচ্ছে করে। ভালো জায়গায় সুযোগ না পেলে অঙ্ক নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করব।

এক সময় নাচ শিখতাম। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর থেকে পড়ার যে চাপ চলেছে সেটার জন্য নাচ বাদ দিতে হয়েছে। ঘুরতেও ভালোবাসি আমি। তুষারপাত দেখার ইচ্ছে বহুদিনের। ছোটবেলায় একবার সিমলা গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। সেই কথা খুব একটা মনে নেই। বক্সা পাহাড় ঘুরেছি। তবে কাশ্মীর বা সিকিম গিয়ে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখতে চাই। আর পাহাড়ি খাওয়াদাওয়াও উপভোগ করতে চাই।

## গানে আরাম

উত্তরবঙ্গ সংবাদের মেধাবৃত্তি আমার পড়াশোনায় অনেকটাই সহযোগিতা করে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর মেধাবৃত্তির টাকায় বইখাতা কিনেছিলাম। তিন ভাইবোনের পড়ার খরচ চালানোর ক্ষেত্রে বাবার অনেকটাই সমস্যা হত। ফুচকা বিক্রি করে আমাদের পড়ার খরচ চালানো মুশকিল। তবুও বাবা এখনও করছে। আমি খুশি কুমারী। আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ির বাসিন্দা। কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৫৭ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। লক্ষ্য অধ্যাপনা করা। সেজন্য জুলজি নিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করতে চাই।

পড়ার চাপ হোক বা অন্য চাপ, আমি সব চাপ কাটিয়ে দিই অরিজিৎ সিংয়ের গানে। ওঁর গান শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তবে সদ্য যে গানগুলো প্রকাশ হয় সেগুলোর থেকে কয়েক বছর আগের গানগুলো যেন আরও ভালো। আর ফাঁকা থাকলেই ছবি আঁকতে বসে পড়ি। বিভিন্ন দেবদেবীকে খাতায় নামাই তুলির টানে। স্কুলের আড্ডাটা ভীষণ মিস করি। মনে হয়, আবার যদি স্কুলে গিয়ে সেই আড্ডাটা দিতে পারতাম! পছন্দের খাবার মোমো। সারাদিন যদি দোকানে বসে থেকে শুধু মোমো খেতে পারতাম, কতই না ভালো হত।

## এবছর মেধাবৃত্তি প্রাপকদের তালিকা

### মাধ্যমিক

**শিলিগুড়ি**
- প্রত্যুষা সরকার, সূর্যনগর
- প্রিয়ব্রত পাল, সুকান্তনগর
- আদিত্য দত্ত, দক্ষিণ দেশবন্ধুপাড়া

**জলপাইগুড়ি**
- শান্তনু বিশ্বাস, রাজগঞ্জ
- অ্যানি শর্মা, ময়নাগুড়ি
- স্নেহা চক্রবর্তী, রাজগঞ্জ
- মাহামুদা ইসলাম, রাজগঞ্জ
- সায়ন্তনী বসাক, সুকান্তনগর
- দিয়া মোদক, সাহুডাঙ্গি হাট

**কোচবিহার**
- শ্রেয়সকুমার সাহা, দিনহাটা
- অনুপমা দে, পুণ্ডিবাড়ি
- সমর্পিতা বর্মন, শীতলকুচি
- প্রগতি সাহা, নিউ টাউন
- সায়ন্তনী সিংহ, জটামারি
- চঞ্চলা বর্মন, বড়শৌলমারি
- মোনালিসা খাতুন, সাহেবগঞ্জ
- মুন্টি অধিকারী, তুফানগঞ্জ
- প্রশান্ত মুখার্জি, ভেটাগুড়ি
- প্রণব দাস, বক্সিরহাট

**আলিপুরদুয়ার**
- অনির্বাণ রায়চৌধুরী, উত্তর কামাখ্যাগুড়ি
- অনীশ দত্ত, শামুকতলা
- সুজয় দত্ত, ফালাকাটা
- ধ্রুব পণ্ডিত, শামুকতলা
- হিয়া পাল, মারোয়ারিপট্টি

**উত্তর দিনাজপুর**
- সায়ন ঘোষ, রায়গঞ্জ
- সংকল্প চক্রবর্তী, কালিয়াগঞ্জ
- পৌলমী মহন্ত, কালিয়াগঞ্জ

**দক্ষিণ দিনাজপুর**
- শিবা রায়, গঙ্গারামপুর

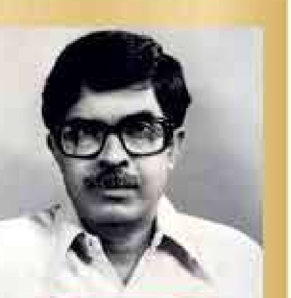

সুহাসচন্দ্র তালুকদার
স্মৃতি মেধাবৃত্তি ২০২৫

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

### উচ্চমাধ্যমিক

**শিলিগুড়ি**
- এমডি আদিল, খড়িবাড়ি
- পলাশ রায়, খড়িবাড়ি
- স্নেহা ঘোষ, ভক্তিনগর
- নিলয় সরকার, কাওয়াখালি
- বিপ্র দাস, ডাবগ্রাম
- বিপাশা পাল, ভক্তিনগর
- বনশ্রী সাহা, ঘোগোমালি
- সৌম্যদীপ কুণ্ডু, শক্তিগড়

**জলপাইগুড়ি**
- মন্দিরা বিশ্বাস, ময়নাগুড়ি
- কোয়েল গোস্বামী, কচুয়া
- দেবজ্যোতি নিয়োগী, ময়নাগুড়ি
- অভিজিৎ দাস, পান্ডাপাড়া কালীবাড়ি
- শ্রেয়া পাল, সাহুডাঙ্গি

**কোচবিহার**
- নীহারিকা পাল, শীতলকুচি
- প্রিয়াঙ্কা বর্মন, শীতলকুচি
- কলিরাজ বর্মন, জটামারি

**আলিপুরদুয়ার**
- মৌমা বিশ্বাস, শালকুমারহাট
- অর্চিতা সরকার, শামুকতলা
- খুশি কুমারী, কামাখ্যাগুড়ি

**উত্তর দিনাজপুর**
- অন্বেষা সিংহ, ইসলামপুর

**দক্ষিণ দিনাজপুর**
- আফরিন বেগম, কুমারগঞ্জ

## ছোট্ট তারা

কামাখ্যাগুড়ি শিববাড়ি প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী পূজা পাল আঁকায় পারদর্শী। এছাড়াও আবৃত্তি ও নাচে দক্ষ। একাধিক পুরস্কারও পেয়েছে।

*আদ্যা মন্দির যাওয়ার এই রাস্তাটিতেই বসবে পেভার্স ব্লক। - সংবাদচিত্র*

# আরও ৩ ফুট চওড়া হবে নতুন রাস্তা

## জমি ছাড়তে রাজি স্থানীয়রা

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** আদ্যাপীঠ মন্দিরের প্রথম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসে নতুন রাস্তা নির্মাণের ঘোষণা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। নতুন রাস্তা হওয়ার পাশাপাশি, রাস্তাটি চওড়া করারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, রাস্তা চওড়া করতে হলে এলাকাবাসীর জায়গার সামান্য কিছু অংশ দিতে হবে। সেই বিষয়টি নিয়ে শুক্রবার রাতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। তবে আলোচনার আগেই অনেক এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে জানিয়ে দেন, উন্নয়নের স্বার্থে যদি অল্প কিছু জমি বা বাড়ির অংশ ছাড়তে হয়, তাতেও তাঁরা রাজি। তাঁদের মতে, বহু বছর ধরে সমস্যায় ভোগার পর এবার যদি সত্যিই কিছু উন্নতি হয়, তবে কিছু ত্যাগ করাই যায়।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জিতেশ সোম বলেন, 'এলাকায় এত টোটো, সাইকেল, বাইক চলে। কিন্তু রাস্তা এতটাই সরু আর ভাঙাচোরা যে, রোজই যানজটে পড়তে হয়। নতুন রাস্তা হলে নিশ্চিন্তে যাতায়াত করা যাবে।'

৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীপশংকর ভৌমিক বললেন, 'রাস্তা একটু চওড়া হলে স্কুলবাস, বাইক সবকিছু সহজে চলাচল করতে পারবে।' প্রবীণা শিপ্রা করের কথায়, 'যদি রাস্তা করতে গিয়ে আমাদের বাড়ির সামান্য জায়গাও ছাড়তে হয়, আমরা রাজি। অন্তত আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন ভালো রাস্তা পায়।'

এই রাস্তাটি নতুনভাবে তৈরি হওয়ার পাশাপাশি চওড়াও করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিন নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মৌসুমি বাগচী বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'বর্তমানে রাস্তাটি প্রায় দশ ফুট চওড়া। দু'পাশে এক ফুট করে ফ্রাঙ্ক এবং তার পরে দেড় ফুট করে ড্রেন রাখার পরিকল্পনা ছিল, অর্থাৎ মোট ১৫ ফুট পর্যন্ত রাস্তাটির আগের পরিকল্পনা ছিল। এখন যেহেতু রাস্তাটিকে আরও চওড়া করার ভাবনা রয়েছে, দু'দিকে দেড় ফুট করে অর্থাৎ তিন ফুট বাড়িয়ে রাস্তাটিকে প্রায় ১৮ ফুট পর্যন্ত প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'

বাসিন্দাদের মধ্যেও এই প্রসঙ্গে মতামত ভিন্ন নয়। দোকানদার মনোজ সরকার বলেন, 'দোকানের একটু অংশ ভাঙলেও অসুবিধা নেই। এলাকাবাসীর উপকারে এলে সেটা করতে রাজি আছি।' বিষয়টিতে আশ্বাস দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি বলেন, 'মন্ত্রীর ঘোষণার পর আমরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই রাস্তা শুধু পেভার্স ব্লক নয়, সঙ্গে থাকবে পূর্ণাঙ্গ ড্রেন এবং কালভার্ট। আমার বিধায়ক তহবিল থেকে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একটি হাইমাস্ট টাওয়ার বসানো হবে। রাস্তা চওড়া করার বিষয়ে বাসিন্দাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভাও করা হবে। সকলের মতামত নিয়েই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোবে।'

# তৃণমূলের মিছিল

**ফালাকাটা, ১১ জুলাই :** উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র হিন্দু রাজবংশীদের ওপর এনআরসি'র নামে হয়রানির অভিযোগ এবং ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই মিছিল হয়। দলীয় অফিস থেকে মিছিল বের হয়। ট্রাফিক মোড়ে পথসভা হয়। তৃণমূলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'আমরা এবার তিন হাজার নেতা-কর্মীকে ২১শে জুলাই কলকাতায় নিয়ে যাব। এর জন্য ১৭ তারিখ থেকেই ফালাকাটা রেলস্টেশনে মঞ্চ করে থাকব।' ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি এবং হিন্দু রাজবংশীদের উপর এনআরসি চাপানোর বিরোধিতা করে এদিন ধিক্কার মিছিল ও পথসভা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলার যুব সভাপতি সমীর ঘোষ, তৃণমূল নেতা সুভাষ রায়, রাজু মিশ্র সহ অন্যরা।

# সানগ্লাস দিয়ে যায় চেনা...

### চাহিদায় কী কী

গোল্ডেন ফ্রেম

মিরর লেন্স

পাওয়ার সহ সানগ্লাস

**সানগ্লাসের ব্যবহার চোখের সুরক্ষার জন্য নাকি কেবলই স্টাইল, এই প্রশ্ন রয়েছে বহুদিন ধরেই। মহিলারা চোখের সুরক্ষার জন্য এই সানগ্লাসের ব্যবহার করলেও সেই সানগ্লাস কেনেন স্টাইল স্টেটমেন্ট অনুযায়ী। খোঁজ নিলেন দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** ক্যালেন্ডারে বর্ষাকাল, তবে তাপমাত্রায় গ্রীষ্মকে হার মানানো দুপুর। আলিপুরদুয়ার শহরের চৌপথি মোড়ে তীব্র রোদ, যেন চারপাশের সব কিছুকে ঝলসে দিতে চায়। হঠাৎই চোখে পড়ল তিন তরুণীর দিকে। একজন স্কুটির সাইড মিররে নিজেকে একটু ভালো করে দেখে নিচ্ছেন। জিনস ও কুর্তিতে স্টাইলিশ চেহারা, চোখে বড় ফ্রেমের রঙিন সানগ্লাস। অন্যজনের ক্যাট-আই সানগ্লাস, আর একজনের চোখে রেট্রো রাউন্ড গ্লাস। হাসতে হাসতে তাঁরা বললেন, 'সানগ্লাস এখন শুধু রোদ আটকানোর জন্য নয়- এটা আমাদের পার্সোনাল স্টাইল স্টেটমেন্ট!' আর শহরের গরমে ফ্যাশনের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে এই সানগ্লাস।

কলেজ পড়ুয়া শ্রেয়া দে বলেন, 'সানগ্লাস এখন আর শুধু রোদ থেকে চোখ বাঁচানোর জন্য নয়। এটা আমার ফ্যাশনের অংশ হয়ে গিয়েছে। রোজের সাজে এক‌েকদিন একেক স্টাইলের সানগ্লাস পরি।' পাশে থাকা তাঁর বান্ধবী তিতিক্ষা সেন জানান, ক্যাজুয়াল বা ট্র্যাডিশনাল, সবরকমের পোশাকের সঙ্গেই মানানসই সানগ্লাস থাকলে লুকটা একদম কমপ্লিট হয়। আরেক বন্ধু প্রিয়াংকা বিশ্বাস জানালেন, তাঁর কালেকশনে সানগ্লাস রয়েছে পাঁচটা। রোদের দিনে তো লাগেই, এছাড়াও যে কোনও সময় ঝলমলে দিনে পরে নেন।

কিন্তু শুধু তরুণীরাই নন, সানগ্লাসের ফ্যাশনে পিছিয়ে নেই প্রৌঢ়ারাও। বছর ৪৯-এর সরকারি কর্মী শোভা বর্মা বলেন, তাঁর চোখে রোদে জ্বালা করে, তাই ডাক্তার সানগ্লাস পরতে বলেছেন। কিন্তু তিনি এমন স্টাইল বেছে নেন যাতে দেখতেও ভালো লাগে। গৃহবধূ সীমা সাহা বলেন, 'আগে ভাবতাম সানগ্লাস বুঝি শুধু তরুণীদের জন্য। কিন্তু এখন বাজারে এমন নানারকম ডিজাইন এসেছে যে আমাদেরও পরতে ভালো লাগে। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা ছেলেমেয়েকে স্কুলে নিয়ে গেলে পরে নিই।'

এই চাহিদাকে মাথায় রেখেই শহরের দোকানগুলোতে এখন সানগ্লাসের বাহার। আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল চৌপথি এলাকার দোকানদার সুমন সাহা বলেন, 'এই মরশুমে আমাদের সানগ্লাসের বিক্রি প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আগের তুলনায় এখন ক্রেতারা অনেক বেশি স্টাইল কনসাস। শুধু ব্র্যান্ড নয়, রং, ফ্রেমের গঠন সব কিছুতেই নজর দেন।' শহরের আরেক দোকানদার রাহুল রায় জানালেন, বয়স যাই হোক, সবার পছন্দ এখন ইউনিক কিছু। কেউ চাইছেন গোল্ডেন ফ্রেম, কেউ চাইছেন মিরর লেন্স। অনেকে চোখের পাওয়ার সহ সানগ্লাসও বানাচ্ছেন।

অনেকের ধারণা এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া। ইনস্টাগ্রাম রিল কিংবা ফেসবুক পোস্টে ট্রেন্ডি লুক দেখিয়ে অনুপ্রাণিত হচ্ছেন অনেকেই। একই সঙ্গে চিকিৎসকরা বলছেন, দীর্ঘ সময় রোদের মধ্যে বাইরে থাকলে সানগ্লাস চোখের জন্য উপকারী। আলিপুরদুয়ার শহরের চক্ষু বিশেষজ্ঞ দেবাঙ্কুর রায় বলেন, 'ইউভি প্রোটেকশন সহ সানগ্লাস চোখকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায়, চোখ শুকিয়ে যাওয়া বা চুলকানি থেকেও রক্ষা করে। তাই প্রত্যেকের উচিত রোদে বেরোলেই সানগ্লাস ব্যবহার করা।'

গরমকে 'হারাতে' নানারকম পোশাক, ছাতা বা স্কার্ফ যেমন দরকার, ঠিক তেমনই সানগ্লাস হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনযাত্রার এক অপরিহার্য অংশ। এখন রোদ মানেই শুধু অস্বস্তি নয়, রোদ মানে ফ্যাশনের নতুন ভাষা। চোখে স্টাইল ভরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে শহরের নারীরা। আলিপুরদুয়ারের তাপমাত্রা তাই এখন যতই বাড়ুক, রোদ্দুর এখন স্টাইল স্টেটমেন্ট, আর সানগ্লাস তার অপরিহার্য হাতিয়ার।

> **আগে ভাবতাম সানগ্লাস বুঝি শুধু তরুণীদের জন্য। কিন্তু এখন বাজারে এমন নানারকম ডিজাইন এসেছে যে আমাদেরও পরতে ভালো লাগে। বিশেষ করে বাজারে গেলে বা ছেলেমেয়েকে স্কুলে নিয়ে গেলে পরে নিই।**
>
> - সীমা সাহা *গৃহবধূ*

> **ইউভি প্রোটেকশন সহ সানগ্লাস চোখকে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে বাঁচায়, চোখ শুকিয়ে যাওয়া বা চুলকানি থেকেও রক্ষা করে। তাই প্রত্যেকের উচিত রোদে বেরোলেই সানগ্লাস ব্যবহার করা।**
>
> - দেবাঙ্কুর রায় *চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ*

## জরুরি তথ্য

### মজুত রক্ত

শুক্রবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ২০ |
| ও পজিটিভ | - | ৭ |
| এবি পজিটিভ | - | ২ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ১ |
| বি পজিটিভ | - | ১ |
| ও পজিটিভ | - | ১ |
| এবি পজিটিভ | - | ০ |
| এ নেগেটিভ | - | ১ |
| বি নেগেটিভ | - | ১ |
| ও নেগেটিভ | - | ০ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

| | | |
|---|---|---|
| এ পজিটিভ | - | ০ |
| বি পজিটিভ | - | ০ |
| ও পজিটিভ | - | ০ |
| এবি পজিটিভ | - | ০ |
| এ নেগেটিভ | - | ০ |
| বি নেগেটিভ | - | ০ |
| ও নেগেটিভ | - | ১ |
| এবি নেগেটিভ | - | ০ |

# বৈঠক

**ফালাকাটা, ১১ জুলাই :** ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের ডাকে শুক্রবার একটি বৈঠক করা হল। দলের ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবেই শুক্রবার তৃণমূল ব্লক কংগ্রেস অফিসে এই বৈঠক হয়। দলের সমস্ত অঞ্চল সভাপতি ও ব্লক কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল কিষান খেতমজদুর কংগ্রেসের ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সুনীল রায় বলেন, '২১শে জুলাই প্রতি বছর আমাদের কৃষক সংগঠন থেকেই সদস্যরা বেশি কলকাতায় যান। এবারও রেকর্ড পরিমাণ সদস্যদের কলকাতায় নিয়ে যেতেই এদিন বৈঠক করে রূপরেখা তৈরি করা হয়।' উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়, প্রলয় সরকার সহ অন্যরা।

*প্রখর রোদেও দায়িত্বে অবিচল। আলিপুরদুয়ার শহরে ছবিটি শুক্রবার তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।*

রংদার রোববার

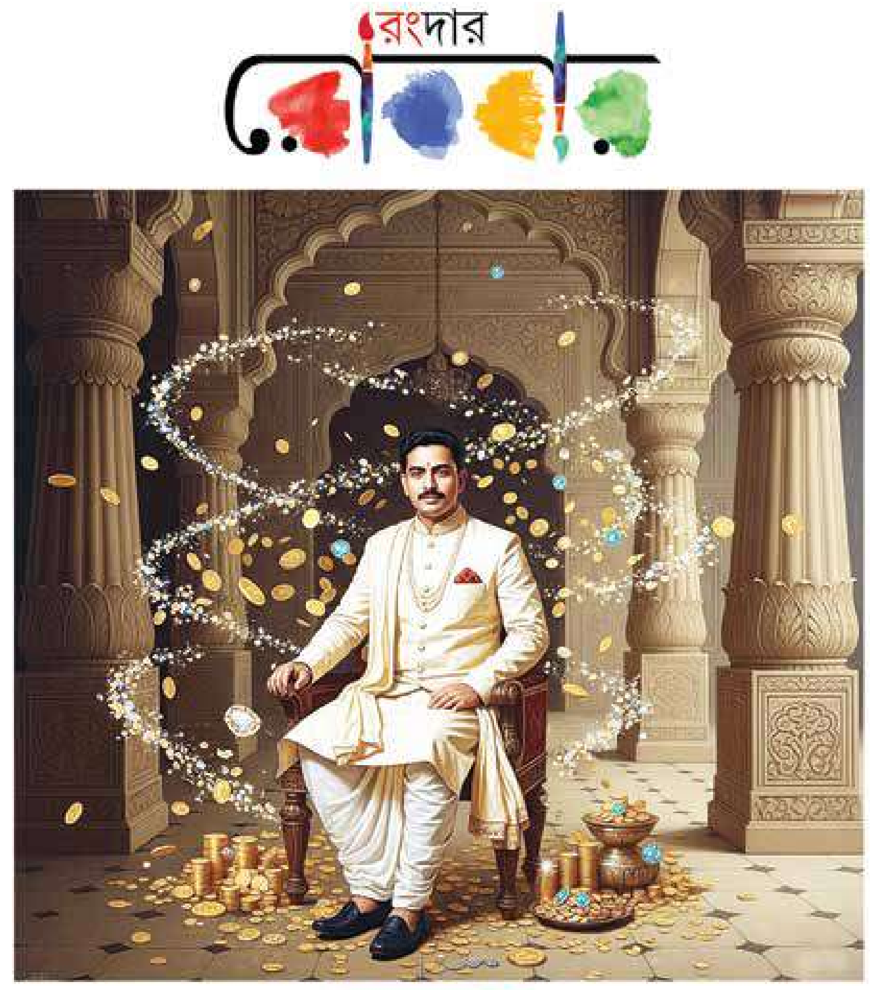

বড়লোক

তাঁর কাছে নাকি এত টাকা আছে যে, তিনি চার পুরুষকে স্রেফ বসিয়ে খাওয়াতে পারবেন। অভিনেতা রাম কাপুরের এমন দাবির পর থেকেই তিনি ব্যাপক চর্চায়। তবে তাঁর দাবি যাই হোক না কেন, ট্যাঁকের জোর থাকলে কেউ যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না সেটা প্রমাণিত। অনন্তকাল থেকেই। এবারের প্রচ্ছদে বড়লোক।

প্রচ্ছদ কাহিনী অম্বরীশ ঘোষ, রাহুল দাস ও মহুয়া বাউল
ছোটগল্প পিনাকী রঞ্জন পাল ও সুপ্রিয় দেব রায়
কবিতা মনোনীতা চক্রবর্তী, সুদীপ চৌধুরী, স্বপ্নীল রুদ্র, সাহানুর হক, হিমাদ্রি শেখর দে, সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবশ্রী দে, পঙ্কজকুমার ঝা

# জমা জলের 'দোষ' জানেন না অনেকে

**দামিনী সাহা**

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** জুনের শুরু থেকেই ডেঙ্গি রুখতে আলিপুরদুয়ার পুরসভা প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রতিটি বাড়ি ধরে শুরু করেছে সচেতনতা কর্মসূচি ও সমীক্ষা। প্রতিটি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকর্মীরা সকাল থেকে ছুটে চলেছেন। ছাদ, উঠোন, গোয়াল থেকে রান্নাঘরের পাশের কোনা পর্যন্ত খুঁজে বের করছেন জমা জলের উৎস। তবে সবটুকু চেষ্টার মাঝেও কোথাও যেন একটা অদৃশ্য প্রাচীর থেকেই যায়। সেই প্রাচীরের নাম, 'অসচেতনতা।' অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এখনও মানুষ ভাবছেন, ডেঙ্গি হয় বাইরের নালার জন্য, নিজের বাড়ির এক কোনায় জমে থাকা জলের কোনও দোষ নেই!

১৩ নম্বর ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকর্মী সংগীতা বসু যখন একটি বাড়িতে ছাদে জমে থাকা জলভরা নারকেলের খোল ও প্লাস্টিকের ডালা পরিষ্কার করতে যান, তখন বাড়ির কর্তা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হন। তাঁর যুক্তি, 'পেছনের নালা তো পরিষ্কার হয় না, মশা হবেই।' অথচ যেই প্লাস্টিক পাত্রটি সরানো হল, তাতে পরিষ্কারভাবে দেখা গেল লার্ভা নড়ছে। এমন প্রতিক্রিয়া একাধিক বাড়িতেই মিলেছে।

৯ নম্বর ওয়ার্ডে সমীক্ষা করছেন স্বাস্থ্যকর্মী তানিয়া ঘোষ। তিনি জানান, ছাদের কোনায় রাখা প্লাস্টিকের কৌটোতে জল জমে থাকা সত্ত্বেও অনেকেই বলেন, 'আমার বাড়িতে কোথাও জল জমে না।' অথচ নিজের অজান্তেই প্রতিদিনের ব্যবহৃত জিনিসই হয়ে উঠছে ডেঙ্গির সম্ভাব্য প্রজননক্ষেত্র।

## শুধু অসচেতনতার ছবি

একাধিক বাড়িতে পশুপালন করা হয়, গোরু বা ভেড়াকে খাওয়ানোর জন্য রাখা থাকে পাত্র। গোয়ালের আশপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুরোনো প্যাকেট, ডালা, কৌটোয় বৃষ্টির জল জমেছে। ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে সমীক্ষা করতে গিয়ে চায়না মোদক এমনই ছবি দেখেন। ২ নম্বর ওয়ার্ডে সমীক্ষা করছেন স্বাস্থ্যকর্মী শাঁওলি ঘোষ দে। তিনি বলেন, 'অনেকেই বলেন, এতদিন তো কিছু হয়নি, এবার কী হবে! আবার কেউ কেউ বলেন, পাড়ার পাশ দিয়ে তো নালার নোংরা জল বয়ে যাচ্ছে, ওখান থেকে মশা আসবে না? এই যুক্তিগুলো শোনার পর আমরা বুঝিয়ে বলি, কিন্তু কেউ কেউ তা পালন করেন না।'

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ পার্থপ্রতিম দাস বলেন, 'এই ভুল ধারণাগুলো ভাঙতেই সচেতনতা জরুরি। এক ফোঁটা জমা পরিষ্কার জলেই ডেঙ্গির বাহক মশা জন্মাতে পারে। নালাকে দোষ দিয়ে নিজের উঠোনে জমা জল অবহেলা করলে বিপদ বাড়বে।'

শুধু ভুল ধারণা নয়, কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট অবহেলা। যেমন এক বাসিন্দা পরিষ্কার বলেন, 'এত গরমে জল ঠান্ডা না রাখলে হয় না। ড্রামে একটু জল রাখা আছে, থাকুক না।' কিন্তু সেই জল থেকে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে, রংয়ের কৌটো, পরিত্যক্ত ফুলের টব, এগুলোকে বাড়ির কাজে লাগানোর অজুহাতে ফেলে রাখা হয়েছে। সেখানেই জমছে বৃষ্টির জল।

পুরকর্মী সুময় চক্রবর্তী বলেন, 'সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু এলাকায় ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। যাঁরা নিজেরাই বাড়ির উঠোন ও আশপাশ পরিষ্কার রাখছেন, সেখানে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গির কোনও প্রাথমিক উপসর্গ ধরা পড়েনি।'

# দায়িত্ব দিলে ফের ময়দানে, দাবি দিলীপের

**নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই :** বিজেপি নেতৃত্ব দায়িত্ব দিলে পুরোনো কর্মীদের সক্রিয় করতে উদ্যোগী হবেন দিলীপ। প্রয়োজনে তাঁদের ঘরে ঘরে গিয়েও বোঝাবেন, জানিয়েছেন পদ্ম শিবিরের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। শুক্রবার রাতে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দিরে আরতি দর্শনের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ।

দলের নতুন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছে তাঁর গলায় শমীক গেরুয়া শিবিরের বঙ্গ বিগ্রেডের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে প্রাক্তন সাংসদকে আবারও সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় কোনও দায়িত্ব নিয়ে দলে তাঁর প্রত্যাবর্তন হতে পারে কি না, সেই জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। জল্পনা আরও উসকে দিয়ে দিলীপ এদিন বলেন, 'দল যদি দায়িত্ব দেয়, আমি পুরোনো কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। বোঝাব। ফের সক্রিয় করে তুলব।'

# নিখোঁজ তরুণ

**কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জুলাই :** কামাখ্যাগুড়ি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রবার্ট হাঁসদা নামে কুড়ি বছরের মূক ও বধির তরুণ গত বুধবার থেকে থেকে নিখোঁজ। ওই তরুণ খোয়ারডাঙ্গা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জেঠুর বাড়িতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। দু'দিন আগে জেঠুর বাড়ি থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিলেও ওই তরুণ আর বাড়ি ফেরেননি। পরিবারের তরফে একাধিক জায়গায় খোঁজাখুঁজি করা হলেও ওই তরুণকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবারের তরফে বৃহস্পতিবার কুমারগ্রাম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানান, তরুণের খোঁজ চলছে।

# সংবর্ধনা

**বারবিশা, ১১ জুলাই :** ইউপিএসসি পরিচালিত সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট (সিএপিএফ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বারবিশা হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র সৈকত দাসকে শুক্রবার সংবর্ধনা দিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমলকুমার বসুমাতা বলেন, 'বহু ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া শিখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতায় স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। সৈকত দেশরক্ষায় আধিকারিক পদে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করে স্কুলের মুকুটে আরেকটি পালক যোগ করল।'

# শিবির

**পলাশবাড়ি, ১১ জুলাই :** আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে নাবালিকা বিয়ে রুখতে সচেতনতা শিবির হল। শুক্রবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই শিবির করা হয়। সেখানে বাল্যবিবাহের পরিণতি নিয়ে ছাত্রীরা একটি নাটকও পরিবেশন করে। শিবিরে স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

# 'সস্তা' আইফোন

*প্রথম পাতার পর*

আইফোন সিক্সটিন প্রো ম্যাক্স-এর চারটে ক্যাটিগোরি রয়েছে- ন্যাচারাল টাইটেনিয়াম, ব্ল্যাক টাইটেনিয়াম, ডেজার্ট টাইটেনিয়াম ও হোয়াইট টাইটেনিয়াম। মোবাইল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, এদেশে ৫১২ জিবির যে কোনও টাইটেনিয়াম আইফোনের দাম ১ লক্ষ ৬৪ হাজারের আশপাশে। যদি ২৫৬ জিবির ফোন কেনা হয় তাহলে তার দাম পড়বে প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। মোবাইল দোকান থেকে কিনতে হলে এরসঙ্গে দেওয়া হয় ফোন কেস, স্ক্রিন গার্ড, ওয়ারেন্টি কার্ড।

সাগর শা নামের এক মোবাইল ব্যবসায়ী বলেন, 'আইফোন বৈধ উপায়ে কিনলে ওয়ারেন্টি কার্ড মিলবে, তাও আবার দুটি। একটি মোবাইলের এবং আরেকটি মোবাইল বাক্সের ভেতরে থাকা অ্যাক্সেসরিজের। যদিও সেই ওয়ারেন্টি এক বছরের জন্য থাকে। এক বছরের মধ্যে কোনও সমস্যা হলে কোম্পানি ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু অবৈধ উপায়ে ফোন নিয়ে এনে বিক্রি করলে সেই ওয়ারেন্টি তো মিলবে না, ফোন খারাপ হলে তখন সমস্যা বাড়বে। এছাড়াও ফোন কেস, স্ক্রিন গার্ডও মিলবে না।'

আইফোন চলে আইওএস প্রযুক্তিতে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, চোরাই ফোন কিনলে তো ঠিকঠাক নথি পাওয়া যাবে না। তাই ফোন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট খোলাও যাবে না। তারও উপায় বের করে ফেলেছেন ফোন পাচারকারীরা। এইসব চোরাই ফোন ব্যবহার করার জন্য তাঁরা ফেস আইডি'র সুবিধা নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে নথিপত্র ছাড়াও আইফোন ব্যবহার করা যাচ্ছে। অনিকেশ গুপ্তা নামের আরেক মোবাইল ব্যবসায়ী বললেন, 'ফেস আইডি দিয়ে ফোন চালু করে প্রয়োজনীয় তথ্য দেখালে অ্যাকাউন্ট চালু হয়ে যায়। তখন ডেবিট নাহলে ক্রেডিট কার্ড দেখতে চায়।' তাঁর কথায়, 'নিয়ম যেমন রয়েছে, তেমনই আইনের ফাঁকও রয়েছে।'

# মূর্তি নিয়ে সংঘাত

## উদয়ন-রবির ইগোর লড়াই

**গৌরহরি দাস**

*মূর্তি বসানোর জন্য সকালে চলছিল খোঁড়াখুঁড়ি। কোচবিহারে।*

**কোচবিহার, ১১ জুলাই :** একই সবজির ঝুড়িতে তাদের পাশাপাশি অবস্থান। তবুও যেন তারা চিরশত্রু। সম্পর্কের জটিলতা বোঝাতে তাই আদা আর কাঁচকলার চাইতে ভালো উদাহরণ আজও খুঁজে পাওয়া যায় না। কোচবিহারের রাজনীতিতে উদয়ন গুহ আর রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পর্কও সেই আদা আর কাঁচকলার মতোই। দুজনেই তৃণমূল নেতা। একজন পাঁচ বছর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সামলেছেন, আর একজন বর্তমানে সামলাচ্ছেন। তবুও একজনের নাম শুনলেই যেন অন্যজনের জ্বর চলে আসে। ঠিক তেমনটাই হল শুক্রবার। কোচবিহার পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সাগরদিঘি লাগোয়া আমতলা মোড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সামনের অংশে মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানো হবে। এদিন সেইমতো ফুটপাথের উপর বেদি তৈরির জন্য গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু করেছিলেন পুরকর্মীরা। খবর পেয়েই জেলা শাসককে ফোন করে কাজ বন্ধ করে দেন উদয়ন। তা শুনে সপার্ষদ ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। ফের সন্ধ্যায় পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করে দেয়।

এদিন সারাদিনে বার তিনেক গর্ত খোঁড়ার কাজ শুরু ও বন্ধ হয়। উদয়ন ও রবীন্দ্রনাথের চাপানউতোরে প্রশাসন ও পুলিশের কর্তাদের অবস্থা হয় শ্যাম রাখি না কুল রাখি'র মতো। ফাঁপড়ে পড়েন জেলা শাসকও। তৃণমূলের দুই নেতার কাণ্ডকারখানা দেখে এদিন আড়ালে হাসাহাসি করতে দেখা যায় পুরকর্মীদেরও। সহকর্মীর ফোনে কাজ বন্ধ হওয়ায় ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথের কথা, 'পুরসভার জায়গাতেই মূর্তি বসানোর কাজ হচ্ছে। তাই তার জন্য কারও কাছ থেকে আলাদা করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজার মূর্তি বসানোয় বাধা দেওয়া হচ্ছে। তীব্র নিন্দা করছি।'

উদয়ন অবশ্য সরাসরি অনুমতি নেওয়া না নেওয়ার প্রসঙ্গে যাননি। তাঁর বক্তব্য, 'দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা আমাকে ফোন করে জানান, দপ্তরের সামনে কে বা কারা মাটি খুঁড়ছে। আমি জেলা শাসককে ফোন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছি। ওখানে কী হচ্ছে তা জানা নেই।' দুই নেতার ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইয়ে এদিন প্রথম রাউন্ডে অবশ্য এগিয়ে গিয়েছেন উদয়ন। পুরসভার অর্থে শ্রমিক এনে রবীন্দ্রনাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আর্থমুভার দিয়ে যে গর্ত খুঁড়িয়েছিলেন সন্ধ্যায় সেটা বুজিয়ে দিয়েছেন সেই শ্রমিকরাই।

তবে তিনি যে সহজে ছেড়ে দেবেন না এবং মহারাজার সেন্টিমেন্টকে হাতিয়ার করে সুর চড়াবেন তা এদিন বেশ ভালোই বুঝিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথও। এদিন রাত দশটা নাগাদ সাগরদিঘির লাগোয়া বিতর্কিত স্থানে যান রবীন্দ্রনাথ অনুগামী তৃণমূল নেতা খোকন মিয়াঁ, পরিমল বর্মন এবং আজিজুল হক। তাঁরা বুজিয়ে দেওয়া গর্তের উপর কাঠ দিয়ে মহারাজার ছবি দেওয়া ব্যানার লাগিয়ে তলায় লিখে দেন 'মূর্তি এখানেই বসবে'। ফলে উদয়ন-রবীন্দ্রনাথের ইগোর লড়াই যে বহুদূর যাবে তা সহজেই অনুমান করতে পারছেন দলের অন্য নেতারাও।

বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের আধিকারিকরা কোনও কথাই বলতে চাইছেন না। জেলা তৃণমূল নেতৃত্বও কুলুপ এঁটেছে। তবে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে।

# সোমনাথ-জাকির যোগাযোগে উদ্বেগ

**শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ১১ জুলাই :** ব্যবসার সূত্র ধরেই কি চ্যাংরাবান্ধার ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী জাকির হোসেনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের? জাকির গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই প্রশ্নই এখন মেখলিগঞ্জ থানার তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ সূত্রে খবর, সোমনাথ জাকিরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ি চুরি করে তাঁর হাতে দিয়ে দিতেন। এরপর জাকির সেই গাড়ি বিভিন্ন মানুষের কাছে বন্ধক রেখে দুই-তিন লক্ষ টাকা করে তুলতেন।

জাকির ও সোমনাথকে জেরা করে প্রধাননগর থানার পুলিশের টিম মেখলিগঞ্জ থানার সহযোগিতায় আরও একটি বিলাসবহুল গাড়ি উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গাড়িটি শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই গাড়িটিও জাকিরের কাছে বিক্রি করেছিলেন সোমনাথ। এরপর সেই গাড়িটি মেখলিগঞ্জ থানা এলাকায় এক ব্যক্তির কাছে বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়েছিলেন জাকির। এনিয়ে মেখলিগঞ্জ থানা এলাকা থেকে উদ্ধার করা গাড়ির সংখ্যা দাঁড়াল দশ। তবে সোমনাথ জাকিরকে এজেন্ট বানিয়ে একের পর এক চুরি করা গাড়ির ব্যবসা চালিয়ে গেলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ মেখলিগঞ্জ থানায় এখনও পর্যন্ত দায়ের হয়নি।

সবমিলিয়ে, এখনও পর্যন্ত ২৭টি গাড়ি উদ্ধার হলেও কোনও গাড়ির মালিকের নাম পরিবর্তন করে ফেলার তথ্য এখনও পর্যন্ত হাতে আসেনি বলে জানিয়েছেন প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার। তিনি বলেন,

**মেখলিগঞ্জ থানা এলাকায় উদ্ধার ১০টি গাড়ি**

'এখনও কোনও গাড়ির নাম পরিবর্তন হয়েছে, এমন কোনও তথ্য আমাদের হাতে আসেনি।' প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি চুরির পর ওই গাড়িগুলো রাস্তায় চালানো হত না? শুধুমাত্র বন্ধক দেওয়ার কাজেই ব্যবহার করা হত? তদন্তকারীদের অনুমান, এজেন্টরা বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা তো নিয়েই নিত। কিছুক্ষেত্রে আবার ফিন্যান্স কোম্পানির থেকে কিছুদিনের মধ্যে এনওসি দেওয়া হবে, এই কথা বলে গাড়ি বিক্রি করে দেওয়া হত। সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি ভেবে সেই চুরি করা গাড়ি কিনে বেকায়দায় পড়তেন ক্রেতা। ফলে রাস্তায় বেরোলে জরিমানার ভয়ে তাঁরা গাড়ি বাড়িতেই রেখে দিতেন। প্রধাননগর থানার তদন্তকারী পুলিশ সেই গাড়িগুলো উদ্ধার করার সময় প্রতারণার মুখে পড়া গাড়ির ক্রেতারা অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

গাড়ি কিনে বেকায়দায় পড়া ওই গাড়ি মালিকদের অনেকেই জানিয়েছেন, এজেন্টরা এলাকায় নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি করে নেওয়ায় পরে গাড়ি ফেরত দিতে চাইলেও হুমকির মুখে পড়তে হত। যদিও অনেকেই বলছেন, কম টাকায় গাড়ি পাওয়ার লোভ হলে শেষে এমন পরিণতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এদিকে, এতকিছু হওয়ার পরেও সোমনাথের মধ্যে অবশ্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা নেই বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'শনিবার সোমনাথের পুলিশ হেপাজতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ফের আমরা তাঁকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার জন্য বিচারকের কাছে আবেদন জানাব।'

এদিকে এখনও পর্যন্ত যে ২৭টি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে, তারমধ্যে পাঁচটি গাড়ি চুরির অভিযোগ দায়ের হয়েছিল অসমের চাঁদমারি থানায়। চাঁদমারি থানার পুলিশ শুক্রবার সেই গাড়িগুলো নিয়ে গিয়েছে।

# ধৃত প্রধানের স্বামী

*প্রথম পাতার পর*

ওপর আক্রমণ করল। ওকে মারল। ওরা বিবাদ করল। আর এখন আমার স্বামীকেই গ্রেপ্তার করল।' লক্ষ্মীকান্তর কথাও একইরকম। তাঁর বক্তব্য, 'আমার নাতিকেই ওইদিন মারা হয়েছিল। সেই প্রমাণও রয়েছে। আর ওকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

তৃণমূল এই ঘটনা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইলেও কোন্দলের শিকড় কিন্তু রয়েছে তৃণমূলের ঘরেই। তপসিখাতায় তৃণমূলের ক্ষমতা দখল এবং এলাকা নিয়ন্ত্রণের লড়াই চলছে। রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর লক্ষ্মীকান্তর হাতেই তপসিখাতার নিয়ন্ত্রণ ছিল। আর তাঁর মাথার ওপর ছিলেন তৎকালীন ব্লক সভাপতি, বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। এখনও সেই ব্লকে মনোরঞ্জনেরই একচেটিয়া প্রভাব রয়েছে। তবে তপসিখাতায় লক্ষ্মীকান্তর বিরোধী গোষ্ঠী ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে থাকে। এই গোষ্ঠীতে তৃণমূলের নতুন প্রজন্মের নেতারাই বেশি। তপসিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজ হোক বা পাটকাপাড়া চা বাগানে দখলদারি সবেতেই দুই গোষ্ঠীর কোন্দল নজরে আসছে। নতুন প্রজন্মের নেতারা যখন সব ক্ষমতা নিজেদের দখলে রাখতে চাইছে তখন লক্ষ্মীকান্ত গোষ্ঠী সহজে ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ। আর তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা এই দুই গোষ্ঠীর কাউকেই চটাতে নারাজ। তাই আলোচনার মাধ্যমে দুই পক্ষের কোন্দল মেটানোর চেষ্টা হয়েছে বহুবার। লাভ হয়নি। কোন্দলের জেরে মারামারি আগেও হয়েছে। তবে এবার দুজন গ্রেপ্তার হওয়ায় জল কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার।

# পার্টিতে খুন

*প্রথম পাতার পর*

কিছুদিন আগে ওরা নয় বিঘা একটা জমি কিনেছিল। জানি না, সেই জমি কেনার টাকাপয়সা নিয়ে কোনও বিবাদ কি না? তবে বলতে পারি, মানিকচক থেকে ইংরেজবাজারে এসে আমার ভাগ্নে জমির ব্যবসা করছিল। সেজন্য হয়তো ওই এলাকায় মইনুলের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা কমে এসেছিল। সম্ভবত সেই কারণেই রাগে খুন করা হয়েছে।'

আজাদের বিরুদ্ধেও কিছুদিন আগে এক জীবিতকে মৃত দেখিয়ে জমি বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এ নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। যদিও এই ঘটনা রাজনৈতিক বলে মানতে রাজি নন জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। তাঁর দাবি, 'ঘটনার পিছনে কোনও মহিলাঘটিত বিষয় রয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এই ঘটনায় দলের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি পুলিশের কাছে দাবি জানাচ্ছি, ঘটনার পুরোপুরি তদন্ত করে দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।'

ইংরেজবাজার পুরসভার বিরোধী দলনেতা অম্লান ভাদুড়ির কটাক্ষ, 'যাঁকে খুন করা হয়েছে তিনি তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য। যিনি খুন করেছেন তিনি তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য। আসলে গোটা রাজ্যেই তৃণমূলের অপরাধী, পাচারকারী, জমি মাফিয়াদের আশ্রয়স্থল। মালদায় জমি মাফিয়ারা বিশাল মুনাফা লুটছে। মদত দিচ্ছে পুলিশ। গোটা রাজ্য এখন অপরাধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে।' সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্রের অভিযোগ, 'গোটা তৃণমূল অপরাধীদের দল হয়ে গিয়েছে। এদিনের খুনের ঘটনার পিছনেও রয়েছে জমি মাফিয়াদের হাত।'

জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ আবদুল কালাম আজাদ জন্মদিনের পার্টিতে লক্ষ্মীপুর মাটিকাটাপাড়ায় জালালউদ্দিন মোমিনের বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় অভিযুক্তরা পূর্বশত্রুতার জের ধরে জালালউদ্দিন মোমিনের বাড়িতে গিয়ে আবদুল কালাম আজাদ সহ আতিমুল মোমিন, দিলবার মোমিন এবং শিউলি খাতুনের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। ফলস্বরূপ, আবদুল কালাম আজাদ মারা যান। আহত হন তিনজন। আহত ৩ জনকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মামলা শুরু করা হয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত মইনুলকে আটক করা হয়েছে এবং অন্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে প্রেমের সম্পর্কের পূর্ববর্তী বিরোধ এবং সম্ভবত কিছু জমি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এটি ঘটেছে। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, 'মইনুল আর সাইদুল নামের দুজনকে আটক করা হয়েছে। মৃতের শরীরে আঘাত ও কাটা দাগ আছে। পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট হাতে পেলে বাকিটা বলা যাবে।'

চলতি বছরের শুরুতেই মালদায় নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি বাবলা সরকার। সেই খুনের দায়ে গ্রেপ্তার হতে হয় দলীয় নেতা নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে। সেই ঘটনায় যখন আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে, ঠিক সেই সময় ফের মালদায় তৃণমূল নেতার হাতেই খুন হলেন আরেক দলীয় কর্মী। বাবলা সরকার খুনের ঘটনার পিছনে কারণ হিসেবে উঠে এসেছিল প্রোমোটার-মাফিয়ার তত্ত্ব। আর এদিনের ঘটনাতেও উঠছে সেই একই প্রোমোটারি ব্যবসা তথা জমি বেচাকেনার অভিযোগ।

# বদলি ওসিদের

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশে রদবদল করা হল। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মাকে কালচিনি থানায় বদলি করা হয়েছে। অন্যদিকে, কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদাকে কুমারগ্রাম থানায় বদলি করা হয়েছে। সোনাপুর ফাঁড়ির নতুন ওসি হচ্ছেন দেবাশিসরঞ্জন দেব। তিনি এতদিন শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি ছিলেন। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির নতুন ওসি করা হয়েছে সঞ্জীব মোদককে।

**সিপিএমের সিদ্ধান্ত**

# কোচবিহারে দায়িত্বে মীনাক্ষী

**শিবশংকর সূত্রধর**

**কোচবিহার, ১১ জুলাই :** বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারে সিপিএমের সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হল মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি ওই দায়িত্ব পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য কমিটির সদস্য অলোকেশ দাসও। দায়িত্ব পাওয়ার পর আগামী রবিবার তাঁরা কোচবিহারে আসছেন। সেখানে থাকবেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নিয়ে পৃথকভাবে বৈঠক করবেন তাঁরা। কোচবিহারে তাঁদের একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। মীনাক্ষীর নেতৃত্বে কোচবিহারে সিপিএম কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে এখন সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

মীনাক্ষী দায়িত্ব পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়। তিনি বলেছেন, 'কোচবিহারে দলকে দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছেন মীনাক্ষী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমরা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠব।'

নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের সংগঠন গোছাতে শুরু করেছে। নেওয়া হচ্ছে নানারকম কর্মসূচি। কয়েকমাস আগে নতুন করে আবার সিপিএমের জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পান অনন্ত। এর আগেও তিনিই সম্পাদক ছিলেন। ৫০ জনের জেলা কমিটিতে পুরোনোদের পাশাপাশি বেশকিছু নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে। জেলায় ৪০টি এরিয়া কমিটি রয়েছে সিপিএমের। তবে বুথ স্তরে সিপিএমের যে অবস্থা একেবারেই ভালো নয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। গত লোকসভা নির্বাচনেও সেই ফলাফল প্রকাশ্যে এসেছে। চব্বিশের ভোটে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে ২০৪৩টি বুথের মধ্যে নয়টি বুথে একটি ভোটও পাননি বামফ্রন্টের প্রার্থী নীতীশচন্দ্র রায়। ৮১৮টি বুথে তাদের প্রাপ্ত ভোট ছিল দশেরও কম। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এখন থেকেই তোড়জোড় শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা ধর্মঘটকে ইস্যু করে কোচবিহারজুড়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছে বামেরা।

কিছুদিন আগে সিপিএমের রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে মীনাক্ষীকে কোচবিহারের দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। এবার দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি কোচবিহারে কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ জুলাই কোচবিহারে সাংগঠনিক একাধিক বৈঠকের পাশাপাশি একটি মিছিল হবে। ধর্মঘটের দিন দলের জেলা সম্পাদক, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা সহ সিপিএমের মোট ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এছাড়াও সবমিলিয়ে

> কোচবিহারে দলকে দেখভালের দায়িত্ব পেয়েছেন মীনাক্ষী। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমরা আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠব।
>
> **অনন্ত রায়**
> সিপিএমের জেলা সম্পাদক

৮৯ জন ধর্মঘট সমর্থনকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারই প্রতিবাদে কোচবিহারে মিছিলে হাঁটবেন সেলিম, মীনাক্ষীরা। তবে সিপিএম সাংগাঠনিকভাবে যতই নিজেদের গোছানোর পরিকল্পনা করুক না কেন তাতে কোনও লাভ হবে না বলে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। দলের জেলার চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'কাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সিপিএমের নিজস্ব বিষয়। তবে তাতে কোনও লাভ হবে না। মানুষ সিপিএমকে বিদায় জানিয়েছে।' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসুর কথায়, 'সিপিএমের কোনও সংগঠনই নেই। যতই চেষ্টা করুক লাভ হবে না।'

# চোর নয়

*প্রথম পাতার পর*

এরপর তাকে ঘরে বেঁধে রেখে শাসানি ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের তৎপরতায় ওই ছাত্রটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় থানায়। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ছাত্রের মা কুসুম শর্মা। থমথমে রাতের নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে বারবার তাঁর গলা কেঁপে ওঠে- 'আমার ছেলে চোর নয়, স্যর। ও পায়রা চুরি করেনি। ও শুধু বন্ধুর সঙ্গে খেলছিল। ওকে ছেড়ে দিন, স্যর।'

থানার পুলিশ আধিকারিকরা অবশ্য মানবিকতার পরিচয় দেন। তাঁরা মায়ের কথা ধৈর্য ধরে শোনেন। তাঁর উদ্বেগের মূল্য দেন। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তাঁরা নিশ্চিত হন, সত্যিই ছেলেটির কোনও দোষ নেই। তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল খেলা।

কোনও অপরাধ নয়, কেবল শৈশবের সহজ সরল আনন্দই ছিল এই ঘটনার পেছনে। এরপরেই মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাঁর সন্তানকে।

মালদা জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক শিবেন্দুশেখর জানা বলেন, 'শিশুটির নিরাপত্তার কারণে পুলিশ থানায় তাকে নিয়ে এসেছিল। দুই পরিবারের ঝামেলা এড়ানোর জন্য এটা ভালো উদ্যোগ। তবে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে শিশুকে কেউ যাতে হেনস্তা বা নিগ্রহ না করে সে বিষয়টি সকলকে খেয়াল রাখার অনুরোধ করব।'

এই ঘটনা শুধু একটি শিশুকে উদ্ধারের গল্প নয়। সমাজের এক নির্মম প্রতিচ্ছবিও বটে। একটা প্রশ্নও তুলে ধরছে এই ঘটনা। শিশুদের প্রতি আমাদের সহনশীলতা কি হারিয়ে ফেলছি আমরা?

# ঝাঁঝরা প্রাণ

*প্রথম পাতার পর*

রাজ্জাকের মৃত্যুর খবরে হাউহাউ করে কাঁদতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। আরাবুল বলেন, 'ভাঙড় মানেই গণ্ডগোল। কারও নাম বলার জায়গায় আমি নেই। যে খুন হয়েছে, সে আমার হাতে তৈরি। আমি জেলে যাওয়ার পর শওকতের সঙ্গে দলটা করত। যে বা যারা এটা ঘটিয়েছে, তাদের সবার যেন শাস্তি হয়।'

এই বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতার কথায়, 'ভাঙড়ে কিছু হলেই খুন, কিছু হলেই মার।' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'তৃণমূলের পরিণতি এটাই। একে অপরের সঙ্গে মারামারি করবে। নৌশাদ সিদ্দিকী ও শওকত মোল্লা এর উত্তর দিতে পারবেন।' গত বিধানসভা, লোকসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বারবার উত্তপ্ত হয়েছিল ভাঙড়। তারপর আরাবুলকে বহিষ্কার করে ভাঙড়ের দায়িত্ব পুরোপুরি দেওয়া হয় শওকতকে। কিন্তু এলাকা দখলের রাজনীতি থামেনি।

# বাঘ সংরক্ষণের বার্তা

**কলকাতা, ১১ জুলাই :** বাঘ সংরক্ষণ নিয়ে বার্তা দিতে বাঘ দিবস ২০২৫-এর আয়োজন করল সোসাইটি ফর হেরিটেজ অ্যান্ড ইকোলজিক্যাল রিসার্চেস (শের)। সেই অনুষ্ঠানের এবছরের থিমে উঠে এসেছে সংগঠনের আদর্শের কথা।

জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দাদের বাদ দিয়ে যে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের কথা ভাবা যায় না, সেটাই তুলে ধরা হয়েছে। সেইসঙ্গে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে যাঁরা একেবারে প্রথম সারিতে কাজ করেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে দুটি পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। রতনলাল ব্রহ্মচারী মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড ও পিকে সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড। পুরস্কারপ্রাপকদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হয়েছে। সেই সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শেষ হয় প্রসিদ্ধ ওয়াইল্ডলাইফ ফিল্মমেকার কল্যাণ বর্মাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তাঁকে আজীবন অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়। তাঁর সাম্প্রতিক তথ্যচিত্র 'প্রোজেক্ট টাইগার'-এর মাধ্যমে ভারতের ঐতিহাসিক বাঘ সংরক্ষণ আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়েছে।

# রোগীর বেডের পাশে ছাগল-কুকুর

**সৌরভকুমার মিশ্র**

**হরিশ্চন্দ্রপুর, ১১ জুলাই :** ধরুন আপনি একটা তালিকা বানালেন, যার বিষয় হল কী কী হলে একটা হাসপাতালের বেহাল অবস্থা বলা যায়। সেখানে হয়তো আপনি পাঁচ-ছয়টি বিষয় রাখলেন। এরপর ঠিক করলেন বিভিন্ন হাসপাতালে ঘুরে ঘুরে সার্ভে করবেন, যা যা মিল পাবেন তার পাশে টিক দেবেন। প্রথমেই আপনি এসে পড়লেন, হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার এক নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে এবার আপনি টিক মারা শুরু করলেন তো বটে, কিন্তু একটা সময়ে দেখলেন আপনার কাগজ শেষ হয়ে গেল। আপনি যা যা ভেবেছিলেন তার বাইরেও আরও অনেক জিনিস আপনি দেখে নিলেন। যেমন- রোগীদের বিছানার নীচে রয়েছে ছাগল-কুকুর-বিড়াল। আর তারা যে শুধু রয়েছে এমন নয়, বরং হাসপাতালের ভেতরেই মলমূত্র ত্যাগও করছে। এমন ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

অথচ এই হাসপাতালের উপর হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এবং ২ ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষ নির্ভরশীল। রোগীদের অভিযোগ, পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা নেই, ফলে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন মহিলারা। হাসপাতালে কোনও নিরাপত্তারক্ষীও নেই। অভ্যন্তরের ছবি আরও ভয়ংকর, নল থেকে জল পড়ছে না, চারিদিকে আগাছা। শৌচালয়ের পরিস্থিতি আরও ভয়ানক। ভেতরে নেই আলো। হাসপাতালের অভ্যন্তরেও আবর্জনা। পড়ে থাকছে ব্যবহৃত ইনজেকশনের সিরিঞ্জ। এই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। যদিও তাজমুলের সাফাই, 'এরকম তো হওয়ার কথা নয়। আমি অতি অবশ্যই বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি এবং কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেটা দেখা হবে।' রোগীদের প্রশ্ন, নেতাদের অসুখ হলে তাঁদের টাকা আছে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের এমন পরিস্থিতি হলে গরিব মানুষ কোথায় যাবে? এবিষয়ে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ ডাঃ ছোটন মণ্ডল বলেন, 'সীমানা প্রাচীর নেই তাই এলাকার গবাদিপশু হাসপাতালে ঢুকে পড়ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে।'

*ছাগলের সঙ্গে সহাবস্থান রোগীদের। -সংবাদচিত্র*

# অঙ্কটা অত সরল নয়

*প্রথম পাতার পর*

একসময় পাহাড়ের মানুষের কাছে সিপিএম হয়ে উঠেছিল বাঙালির পার্টি। এখন তৃণমূল তাই। পাহাড়ে তাই তৃণমূলের দুটি জেলা কমিটি থাকলেও চট করে নেতাদের নাম মনে পড়ে না। অন্যদিকে, রাজবংশী বা কামতাপুর ভাষা আকাদেমি, উন্নয়ন পর্ষদ, রাজবংশী-কামতাপুরি নেতাদের বিভিন্ন সরকারি পদ, নীলবাতির গাড়ি ইত্যাদি কোনও কিছুই তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ধস নামানো ঠেকাতে পারেনি ২০১৯-এ। মূলে সেই জাতিসত্তার স্বপ্নপূরণের ব্যর্থতা।

ভোটের বাধ্যবাধকতায় সিপিএম বা তৃণমূল কেন, বিজেপি কোনওদিন সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে না। দলের স্থানীয় নেতারা ব্যক্তিগতভাবে ভোটে জেতার স্বার্থে উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্যের কথা বললেও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব প্রকাশ্যে তাতে কখনও সায় দেয়নি। ২০১৯-এ মনে হয়েছিল, উত্তরের আদিবাসী বলয় চা বাগান এলাকায় বিজেপির সূর্যোদয় ঘটেছে। বিজেপির চেয়ে বেশি আরএসএসের তৎপরতায় দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশে উজাড় করে পদ্ম প্রতীকে ছাপ পড়ছিল।

তার আগে চা শিল্পের, চা শ্রমিকের মৌলিক সমস্যার সমাধান না করে তৃণমূল সরকার নাকের বদলে নরুনের মতো আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে দিয়েছিল। যে পর্ষদ আদিবাসীদের কী উন্নতি করেছে, প্রশ্ন করলে নথি পাবেন না। কাগজে-কলমের বাইরে যে পর্ষদের অস্তিত্বই নেই। আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৎপরতায় প্রকৃতির উপাসক আদিবাসীদের এলাকায় রাম মন্দির, হনুমান মন্দির হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার চা শিল্প ও শ্রমিকের উন্নয়নে একটিও পদক্ষেপ করেনি।

তৃণমূল সরকারের গড়া নমশূদ্র বা নস্যশেখ উন্নয়ন পর্ষদ, পাহাড়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর একের পর এক পর্ষদ এখন নিষ্ক্রিয়, প্রায় অস্তিত্বহীন। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, অভ্যন্তরীণ কলহ ইত্যাদি সমস্যার কারণ। যেজন্য প্রয়াত অতুল রায়, বংশীবদন বর্মন, নগেন রায় (স্বঘোষিত অনন্ত মহারাজ), বিমল গুরুং, বিনয় তামাং, অনীত থাপা, বিরসা তিরকি, তেজকুমার টোপ্পোরা নিজেদের জনগোষ্ঠীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন। আবার তাঁরা কোনও দলের বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুও হয়ে উঠতে পারেননি।

রাজ্য সরকারের সুযোগসুবিধা ভোগ করেও বংশীবদন মাঝে মাঝে তৃণমূলের বিরুদ্ধাচরণ করেন। দলীয় সাংসদ হলেও নগেন কখনো-কখনো বিজেপির কঠোর সমালোচনা করেন। এঁদের আদর-যত্নে রেখে, সম্মান দিয়ে তৃণমূল বা বিজেপি কেউই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সার্বিক সমর্থন নিশ্চিত করতে পারেনি। আবার বিরসা, তেজকুমারদের সরকারি চেয়ার দিয়ে আদিবাসী ভোট ইভিএমে নিশ্চিত করতে ব্যর্থ তৃণমূল। জন বারলাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বানিয়ে, মনোজ টিগ্গাকে সংসদে পাঠিয়ে বিজেপিও সেই কাজে ক্রমশ অসফল হচ্ছে।

পাহাড়ে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে অনীতের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে চললেও গোর্খা-নেপালি ভোট কবজায় আনার আপাতত কোনও সম্ভাবনা তৃণমূলের নেই। পাহাড়ে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মাঝে মাঝে দলের প্রতি বেসুরো। বিজেপির ভরসায় বসে থাকতে থাকতে বিমল গুরুংরা নিজেদের পায়ের তলার মাটিই হারিয়ে ফেলছেন। ফলে জনগোষ্ঠীগুলির বন্ধুত্ব বিজেপি হারাচ্ছে মানেই তৃণমূলের বন্ধুর সংখ্যা বাড়বে বলাটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে।

জাতপাত, জাতিসত্তা, জনগোষ্ঠীগত প্রত্যাশা, ধর্মীয় সমীকরণ পাটিগণিতের মতো মিলিয়ে দেওয়া যায় না। ২০১১-র মতো আবার হয়তো উত্তরের জনগোষ্ঠীগুলি ২০২৬-এ তাৎক্ষণিক বিকল্পের খোঁজ করবে। তবে তাতে কোনও দলের শ্রীবৃদ্ধি নিশ্চিত, বলার মধ্যে বাস্তবতা কিছু নেই।

## আঙুলের চোট নিয়েও ব্যাটিংয়ে ঋষভ

# কামিন্সদের কাছে কৃতজ্ঞ নীতীশ

**লন্ডন, ১১ জুলাই :** নতুন বল হাতে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও আকাশ দীপ। কিন্তু উইকেট আসছিল না।

লর্ডসে চলতি তিন নম্বর টেস্টের প্রথমদিনে বুমরাহর তৈরি করে দেওয়া চাপ কাজে লাগিয়ে চমক দিয়েছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি। ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার বেন ডাকেট ও জ্যাক ক্রলিকে ফিরিয়ে দিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন নীতীশ। ব্যাট হাতে নীতীশের দক্ষতা আগে দেখেছে দুনিয়া। কিন্তু বল হাতে তাঁর এমন স্কিলের কথা অজানা ছিল ক্রিকেটমহলের। গতকাল লর্ডসে প্রথমদিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন নীতীশ। সেখানেই তিনি তাঁর সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়েছেন একসঙ্গে তিনজনকে। প্রথমজন তাঁর সতীর্থ বুমরাহ। অপরজন টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল। আর শেষজন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। নীতীশের দাবি ত্র্যহস্পর্শে বদলে গিয়েছে তাঁর বোলিং স্কিল। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অলরাউন্ডার নীতীশের কথায়, 'অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ই বুঝেছিলাম, আমার বোলিংয়ের আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। কীভাবে সেই উন্নতি সম্ভব, মাঝের সময়ে সেটা নিয়ে প্রচুর ভেবেছি। বুমরাহভাই, কামিন্স ও মরকেলের সঙ্গে এই ব্যাপারে বিস্তর আলোচনাও করেছি। ওদের তিনজনের থেকেই পেয়েছি বিস্তর পরামর্শ। আর সেই পরামর্শ বোলার হিসেবে আমায় বদলে দিয়েছে। যদিও এখনও আমি বিশ্বাস করি, আরও উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে আমার।'

> নানা সময়ে কখনও বুমরাহভাই, আইপিএলের সময় কামিন্স, আর জাতীয় দলে মরকেলের সঙ্গে বোলিং নিয়ে কাজ করে প্রবলভাবে উপকৃত হয়েছি আমি। নিজের বোলিংয়ে যে আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে, ভালোই বুঝতে পারছি।
>
> **নীতীশ কুমার রেড্ডি**

নীতীশের মাথায় এখন শুধুই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজ। লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুই উইকেট নিয়েছেন তিনি। ১৭ ওভার বলও করেছেন। এহেন নীতীশ বোলার হিসেবে তাঁর সাফল্যের জন্য বুমরাহ-কামিন্স-মরকেলদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন, 'নানা সময়ে কখনও বুমরাহভাই, আইপিএলের সময় কামিন্স, আর জাতীয় দলে মরকেলের সঙ্গে বোলিং নিয়ে কাজ করে প্রবলভাবে উপকৃত হয়েছি আমি। নিজের বোলিংয়ে যে আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে, ভালোই বুঝতে পারছি। এটাও বুঝতে পারছি যে, বল হাতে আমার আরও উন্নতির প্রয়োজনও রয়েছে।' কীভাবে সেই উন্নতি সম্ভব, এখনই তার দিশা দিতে পারেননি নীতীশ। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি আগামীর লক্ষ্যে সামনে তাকাতে চাইছেন।

এদিকে, টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ক ঋষভ পন্থের চোট নিয়ে জল্পনা বাড়ছিল। গতকাল বাঁ হাতের আঙুলে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন পন্থ। প্রথম দিনের পর দ্বিতীয় দিনেও তাঁকে মাঠে দেখা যায়নি। ধ্রুব জুরেল উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব সামলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়, পন্থের চোটের দিকে নজর রাখছেন টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসকরা। তবে শেষপর্যন্ত ৩৪ নম্বর ওভারে শুভমান গিল আউট হওয়ার পর নিজের জায়গাতেই ঋষভ ব্যাটিং করতে নেমেছেন। তার আগে আজ দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্নভোজনের সময় মাঠের ধারে তাঁকে নকিং করতে দেখা যায়। সেইসময় স্বস্তিতে ছিলেন না তিনি। শেষপর্যন্ত অবশ্য আশঙ্কা মুছে ব্যাটিং করতে নেমেছেন ঋষভ।

বাঁ হাতের চোট সামলে নেটে নকিং সেরে সাজঘরে ফিরছেন ঋষভ পন্থ। শুক্রবার।

## নজরে রুট

- টেস্টে ৩৭তম শতরান পেলেন জো রুট।
- স্টিভেন স্মিথ ও রাহুল দ্রাবিড়কে টপকে সর্বাধিক টেস্ট শতরানের সংখ্যায় পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন।
- সামনে শচীন তেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক কালিস (৪৫), রিকি পন্টিং (৪১) ও কুমার সাঙ্গাকারা (৩৮)।
- রাহুল দ্রাবিড়কে টপকে নন উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বাধিক ক্যাচ হয়ে গেল জো রুটের (২১১টি)।

শতরানের পর জো রুট।

# মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য পিচকে দুষছেন পোপ

**লন্ডন, ১১ জুলাই :** বাজবলের হুংকার কোথায় গেল? জো রুটদের বিরুদ্ধে যা নিয়ে 'স্লেজিং' করার সুযোগ হাতছাড়া করেনি মহম্মদ সিরাজ, শুভমান গিলরা। প্রথমদিনে তিন সেশনেই যেভাবে রক্ষণের খোলসে ঢুকে পড়েছিল ইংল্যান্ড ব্যাটাররা, অবাক সমর্থকরাও। ৮৩ ওভার খেলে ২৫১। ওভার পিছু ৩.০২ রান। ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকস জমানায় সবচেয়ে মন্থর ব্যাটিং।

একেবারে অন্য ইংল্যান্ড! অহংকারের বাজবল ছেড়ে থ্রি লায়ন্সের 'ব্লকবল' স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ম্যাককুলামদের বিঁধতে ছাড়ছে না ভারতীয় ক্রিকেটমহলও। স্টোকসের

### বাজবল ছেড়ে ব্লকবল!

উদ্দেশ্যে প্রাক্তন টেস্ট ওপেনার আকাশ চোপড়ার কটাক্ষ, 'কোথায় গেল বাজবল স্যর? তথাকথিত বাজবল হয়তো কোথাও হারিয়ে গিয়েছে। গোটা দিন খেলে মাত্র ২৫১!'

নিজেদের রক্ষণাত্মক ব্যাটিং স্টাইল নিয়ে সাফাই দিতে গিয়ে লর্ডসের বাইশ গজকেই দুষছে ইংল্যান্ড শিবির। একইসঙ্গে কৃতিত্ব দিচ্ছে ভারতীয় বোলারদের। সহ অধিনায়ক ওলি পোপ প্রথমদিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, '৪০০/৪ হলে খুশি হতাম। কিন্তু পিচের সৌজন্যে তা সম্ভব হয়নি। চেষ্টা ছিল পিচ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। ভারতও দারুণ বল করেছে। সারাক্ষণ দারুণ লেংথে বল করল ওরা।'

পোপের যুক্তি, সুইচ অফ-অন করাও ক্রিকেটের অঙ্গ। পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই প্রয়াসই ছিল ইংল্যান্ড ব্যাটারদের। বলেছেন, 'টিম হিসেবে আরও উন্নতির চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। কখন আক্রমণ করব, আর কখন চাপ সামলাব, দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি। আমরা এই ব্যাপারে নিয়মিত কাজ করছি। আর পিচ যেরকম ছিল, তাতে বাড়তি সতর্কতা জরুরি ছিল।'

> টিম হিসেবে আরও উন্নতির চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। কখন আক্রমণ করব, আর কখন চাপ সামলাব, দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা জরুরি। আমরা এই ব্যাপারে নিয়মিত কাজ করছি। আর পিচ যেরকম ছিল, তাতে বাড়তি সতর্কতা জরুরি ছিল।
>
> **ওলি পোপ**

ইংল্যান্ড সহ অধিনায়কের মতে, প্রথমদিনে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৫১, মোটেই খারাপ নয়। মঞ্চ তৈরি, এবার ভিত গড়ার পালা। আত্মবিশ্বাস স্কোরটাকে ৪০০-র গণ্ডি পার করতে সক্ষম হবেন তাঁরা। দ্বিতীয়দিনের প্রথম সেশনে দ্রুত জসপ্রীত বুমরাহর ধাক্কায় পরপর স্টোকস, জো রুট, ক্রিস ওকসরা ফিরলেও লক্ষ্য পূরণে দুর্দান্ত লড়াই করেন জেমি স্মিথ, ব্রাইডন কার্স।

# আপাতত স্থগিত আইএসএল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই :** লম্বা সময় অপেক্ষার পর এবার এআইএফএফ এবং ক্লাবগুলোকে এই মরশুমের আইএসএল আপাতত স্থগিত রাখার কথা জানিয়ে দিল এফএসডিএল।

এর ফলে আরও বেকায়দায় ফেডারেশন। গোটা পরিস্থিতির জন্য এআইএফএফ-কেই দায়ী করা হয়েছে। এমআরএ-র বিষয়ে যতক্ষণ না কোনও পরিষ্কার চিত্র সামনে আসছে ততক্ষণ তাদের পক্ষে লিগ করা সম্ভব নয়, একথাই এদিন জানাল এফএসডিএল। বারবার বলা সত্ত্বেও যে ফেডারেশন কর্তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি এটাও বলা হয়েছে এই চিঠিতে। ৮ ডিসেম্বর চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে এফএসডিএল ও ফেডারেশনের। তাই এই পরিস্থিতিতে লিগ নিয়ে তাদের পক্ষে আর এগোনো সম্ভব নয়, সেই কথাও বলা হয়। ক্লাবগুলোকে বিষয়টি হালকাভাবে না নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। প্রধান স্বত্বাধিকারী আগেই চুক্তি অনুযায়ী টাকা দেওয়া বন্ধ করার পর এই চিঠির ফলে চূড়ান্ত ডামাডোলে দেশের এক নম্বর লিগ।

সমস্যায় পড়ে গিয়েছে ক্লাবগুলোও। ইতিমধ্যেই তারা দল গঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। যা বললেনও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার, 'এফএসডিএল আগেই জানাতে পারত এটা। তাহলে আর ক্লাবগুলো দল গড়ার কাজ শুরু করত না। এখন মাঝপথে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আসলে সংসদে নতুন যে বিল পাশ হয়েছে তাতে লিগ ফেডারেশন চালাবে বলা হয়েছে। সম্ভবত এই সিদ্ধান্তের সেটাও কারণ।' মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত বলেছেন, 'ফুটবলের জন্য একটা খারাপ দিন। সমাধান বের করতে এক টেবিলে বসা দরকার। প্রয়োজনে একটি কমিটি গঠন করে আলোচনা হোক। না হলে ফুটবলাররা কোথায় যাবে?' অনেকেই মনে করছেন, মূলত চাপের খেলাই খেলতে চাইছে এফএসডিএল। চলতি মাসেই ফেডারেশনের নতুন সংবিধান ও নির্বাচন হওয়ার কথা। তারপরেই নতুন কমিটি দায়িত্ব নেবে। আগেই সেই কমিটির ওপর চাপ তৈরি করে রাখা হল বলে মনে করা হচ্ছে।

# বারাসতে হচ্ছে না কলকাতা লিগ ডার্বি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই :** এবারের কলকাতা লিগে ডার্বি বারাসত স্টেডিয়ামেই হচ্ছে বলে জানিয়েছিল আইএফএ। কিন্তু এখনও সেখানকার মাঠ পুরোপুরি তৈরি নয়। এদিন মাঠের কাজ কী অবস্থায় আছে তা দেখতে যান ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তারপরেই তাঁর দপ্তর থেকে জানানো হয়, কৃত্রিম ঘাস তুলে ফেলে নতুন করে স্বাভাবিক ঘাসের মাঠ তৈরির যে কাজ চলছে তা ৮০ শতাংশই সম্পূর্ণ হয়েছে। পুরোপুরি মাঠ তৈরি হবে অগাস্টের শেষদিকে। ক্রীড়ামন্ত্রীর দপ্তর জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ সেখানে ম্যাচ করানো যাবে। তাহলে ১৯ জুলাইয়ের ডার্বির কী হবে? আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বলেছেন, 'আমরা অন্য মাঠের খোঁজ করছি।' যা খবর তাতে ডার্বির তারিখ বদলের কোনও ভাবনা নেই আইএফএ-র। যদিও আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'যদি বারাসত স্টেডিয়ামের কাজ অগাস্টের ১০ তারিখের মধ্যে শেষ হলে আমরা ম্যাচ পিছিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারি।' বিকল্প মাঠ হিসাবে কল্যাণীর কথা ভাবা হচ্ছে।

# আমি হলে কুলদীপকে খেলাতাম : কুম্বলে

**নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই :** দুই স্পিনার খেলালেও লর্ডসের একাদশে জায়গা হয়নি কুলদীপ যাদবের। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গী ওয়াশিংটন সুন্দর। গৌতম গম্ভীরদের যে সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না অনিল কুম্বলে। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক টেস্ট উইকেটের মালিকের মতে, কুলদীপকে দরকার ছিল। তিনি হলে চায়নাম্যান বোলারকে রাখতেন প্রথম এগারোয়।

ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচ বলেছেন, 'বার্মিংহাম টেস্টেও কুলদীপকে দরকার ছিল। লর্ডসে জসপ্রীত বুমরাহ ফিরবে স্বাভাবিক। পাশাপাশি কুলদীপকেও ফেরানো উচিত ছিল। আমি হলে লর্ডসে অবশ্যই ওকে রাখতাম। ওকে খেলালে লাভবান হবে দল। কুলদীপ আক্রমণাত্মক বোলার। যা কাজে আসবে। প্রসিধ কৃষ্ণাকে বাদ দিলে বাকি তিন পেসার ইতিমধ্যেই সিরিজে ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছে। নিশ্চিতভাবে ভারতীয় বোলিংকে যা আত্মবিশ্বাস জোগাবে।'

কুম্বলের দাবি, এখনই ওয়াশিংটনকে ফ্রন্টলাইন স্পিনার ভাবা অযৌক্তিক। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে সাফল্য পেয়েছে। গত ম্যাচে বেন স্টোকসের উইকেটও নিয়েছে। কিন্তু এখনও স্পিন ব্রিগেডে সেরা দুইয়ে ভাবতে পারছেন না প্রাক্তন তারকা। কুম্বলের মতে, সুন্দরের চেয়ে সবসময় এগিয়ে রাখবেন কুলদীপকে। শুধু সুন্দর নয়, ভারতীয় স্পিন ব্রিগেডে এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে কুলদীপই। স্পিন-দক্ষতার নিরিখে জাদেজার থেকেও ক্ষুরধার। চায়নাম্যান স্পিনারের আক্রমণাত্মক বোলিংকে ব্যবহার না করা বড় ভুল ভারতীয় থিংকট্যাংকের।

নীতীশ কুমার রেড্ডিকেও প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে জোড়া উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি যেভাবে নীতীশ সুইং আদায় করে নিয়েছেন, মুগ্ধ কুম্বলে। বলেছেন, 'আমি অবাক ও যেরকম বল করেছে। সারাক্ষণ একদম ঠিকঠাক জায়গায় বল রেখে গেল। জ্যাক ক্রলির বলটা দুর্দান্ত। অস্ট্রেলিয়াতে সেঞ্চুরি করেছে। এখানে বোলিংয়ে সাফল্য। ওকে নিয়মিত খেলানো উচিত।'

### নীতীশে ভরসা রাখার পরামর্শ

নীতীশের ওপর আস্থা রেখে কুম্বলের মতে, বয়স অল্প। উন্নতির সময় রয়েছে। ব্যাটিং, বোলিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ডিংয়েও চৌকশ। আগামী দিনে ভারতীয় দলের সম্পদ হয়ে উঠবে। প্রথম এগারোয় বারবার পরিবর্তনের বদলে গম্ভীরদের উচিত নীতীশের মতো ক্রিকেটারের ওপর ভরসা রাখা, নিয়মিত সুযোগ দেওয়া।

জোড়া উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ড শিবিরকে প্রথম ধাক্কা দেন নীতীশ কুমার রেড্ডি।

## জর্জের কাছে আটকাল বাগান

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০**
**জর্জ টেলিগ্রাফ-০**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই :** কলকাতা লিগের চতুর্থ ম্যাচে হতশ্রী ফুটবল খেলে জর্জ টেলিগ্রাফের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। তবে উত্তেজনা ছড়াল ম্যাচের বাইরের ঘটনা।

ম্যাচের আগে থেকেই ঝামেলা শুরু। এদিন নৈহাটি স্টেডিয়ামের ভিআইপি বক্সে ম্যাচ দেখতে আসা বাগান ফুটবলারদের ঢুকতে দেয়নি পুলিশ। কারণ, স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, সংবাদমাধ্যম কর্মীরা ছাড়া ওই বক্সে কেউ থাকবে না। পরে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তের হস্তক্ষেপে দ্বিতীয়ার্ধে ফুটবলাররা বক্সে বসে খেলা দেখেন।

তবে এই সমস্যা মিটতে না মিটতে আরেক সমস্যা। দ্বিতীয়ার্ধে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বজ্রপাতও হতে থাকে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বাগান ম্যানেজমেন্টের খেলা বন্ধ রাখার অনুরোধ শোনা হয়নি। পরে অবশ্য ম্যাচ কমিশনার রঞ্জিত বক্সী জানিয়েছেন, এআইএফএফ গাইডলাইন অনুযায়ী, বজ্রপাতের তীব্রতা বিপদসীমা অতিক্রম করেনি।

ম্যাচে মোহনবাগান ছিল ম্রিয়মাণ। বরং পরিকল্পনামাফিক রক্ষণ জমাট রেখে ১ পয়েন্ট তুলে নিল টেলিগ্রাফ। সারা ম্যাচে মোহনবাগানের বলার মতো আক্রমণ দুইটি। ৪৩ মিনিটে শিবম মুন্ডার শট বাঁচিয়ে দেন জর্জের গোলরক্ষক রাকেশ বাহাদুর।

# বাগানের শর্ত মেনে নিল সেনাবাহিনী

## ডুরান্ড বিদেশিহীন করতে ফেডারেশনকে চিঠি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই :** সেনাবাহিনীর তরফে আসা চিঠিতে সন্তুষ্ট মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ডুরান্ড কাপ খেলতে রাজি হয়ে গেল। একইসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে এই ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্ট বিদেশিহীন করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হল ক্লাবের তরফে।

'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পাঠকদের অনেক আগেই জানানো হয়েছিল, মোহনবাগান আসন্ন ডুরান্ড কাপে খেলতে চলেছে। যদিও তারপরেও ক্রমাগত ক্লাব ও টুর্নামেন্ট আয়োজকদের মধ্যে টানাপোড়েন চলছিল। মোহনবাগানের দাবি ছিল, ১২ জুলাই থেকে তাদের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনুশীলন করতে দিতে হবে, টিকিট বণ্টন করতে হবে ক্লাবের চাহিদা অনুযায়ী, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একই গ্রুপে তাদের রাখা চলবে না ও যাবতীয় চিঠিচাপাটি যা দেওয়ার তা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে, মোহনবাগান ক্লাবকে নয়। বৃহস্পতিবার রাতেই চিঠির উত্তর দিয়ে সেনাবাহিনী এই চার শর্তই লিখিতভাবে মেনে নেয় বলে দাবি বাগান ম্যানেজমেন্টের। এরপরেই ক্লাবের তরফে খেলার সম্মতি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দলের এক কর্তা জানালেন, ১২ তারিখ থেকে দল যুবভারতীর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ডুরান্ড কাপের প্রস্তুতিতে নামতে চলেছে।

এদিকে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে বিদেশি কমানোর সুপারিশ করেছে তার সঙ্গে একমত হয়ে এআইএফএফ-কে চিঠি দিলেন সুপার জায়েন্ট স্পোর্টস অফিসার বিনয় চোপড়া। তিনি প্রস্তাব দিয়েছেন, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে তাঁরা বিদেশি কমানোর পক্ষে। কিন্তু আইএসএলে হয়তো কম বিদেশি নিয়ে খেলার ঝুঁকি কোনও দলই নিতে চাইবে না তাই সূচনাটা হোক ডুরান্ড কাপ থেকেই। এরকম একটা ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্টে নতুনদের সুযোগ দেওয়ার স্বার্থেই বিদেশিহীন করা হোক এই টুর্নামেন্ট। ক্লাবের তরফে এক কর্তা জানান, ফেডারেশন যাতে এই বিষয়ে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষকে বিদেশিহীন টুর্নামেন্ট করার নির্দেশ দেয়, সেটাই তাঁদের অনুরোধ। এতে কোনও ক্লাবেরই খেলতে সমস্যা হবে না। কারণ আইএসএলের বেশিরভাগ দলেরই রিজার্ভ দল হাতে থাকলেও প্রধান দল এই মুহূর্তে প্রাক-মরশুম প্রস্তুতি শুরু করেনি। বিদেশিহীন হলে অনেক দলই খেলতে পারবে।

### কলকাতা লিগে আজ

**ইস্টবেঙ্গল বনাম ক্যালকাটা কাস্টমস**

**সময় :** দুপুর ৩টা
**স্থান :** কল্যাণী স্টেডিয়াম

# বিলেতের পিচে গিলকে বল করতে চান না স্টার্ক

**কিংস্টন, ১১ জুলাই :** রয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে। রবিবার থেকে জামাইকায় ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের তিন নম্বর টেস্ট খেলতে নামছেন মিচেল স্টার্ক। আসন্ন টেস্ট তাঁর কেরিয়ারের শততম।

এমন মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়ে স্টার্কের মন পড়ে রয়েছে বিলেতের মাটিতে চলতি ভারত

### শততম টেস্টের দোরগোড়ায়

বনাম ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজের দিকে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজে ইতিমধ্যেই দুটি টেস্ট হয়ে গিয়েছে। হেডিংলেতে জিতেছে ইংল্যান্ড। এজবাস্টনে সমতা ফিরিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। লর্ডস টেস্টের ফল কী হবে, আপাতত সেদিকে নজর ক্রিকেটমহলের। তার মধ্যেই আজ জামাইকায় এক পডকাস্টের আসরে যোগ দিয়ে দুটি বিষয় তুলে ধরেছেন স্টার্ক। এক, বিলেতের মাটিতে এমন 'হাইওয়ের' মতো ব্যাটিং সর্বস্ব পিচ দেখে বিস্মিত স্টার্ক। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না ইংল্যান্ডে 'উপমহাদেশের' মতো বাইশ গজ হতে পারে বলে। দুই, চরিত্র বদলে যাওয়া বিলেতের বাইশ গজে স্টার্ক বর্তমান ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে বল করতে চান না একেবারেই।

বিলেতের মাটিতে দুই টেস্ট মিলিয়ে ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০০ রান করে ফেলেছেন শুভমান। স্বপ্নের ফর্মে থাকা ভারত অধিনায়ককে বিলেতের 'ভারতীয়' পিচে বল না করা প্রসঙ্গে স্টার্ক বলেছেন, 'বিলেতের পিচে শুভমানকে বল করতে চাই না। আমার মনে হয়, একজন বাচ্চাও ওকে এই পিচে বল করতে চাইবে না।' হেডিংলে ও এজবাস্টন টেস্টের বাইশ গজ দেখে স্টার্কের মনে হয়েছে, ভারতীয় উপমহাদেশের মতো পিচ। স্টার্কের কথায়, 'বিলেতের পিচের চরিত্র কীভাবে আচমকা বদলে গেল, জানা নেই আমার। যেসব পিচে খেলা হচ্ছে, সেটা অনেকটা হাইওয়ের মতো। ভারতীয় উপমহাদেশে এমন পিচ দেখা যায় সাধারণত।' চলতি বছরের শেষে রয়েছে অ্যাসেজ। খেলা হবে এবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে। বেন স্টোকসরা ঘরের মাঠে উপমহাদেশের মতো পিচে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলে যখন নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া যাবে, তখন কি ইংরেজদের সমস্যা হবে? এমন প্রশ্নের সরাসরি কোনও জবাব দেননি স্টার্ক। শুধু বলেছেন, 'বিলেতের মাটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের মতো পিচ আর অস্ট্রেলিয়ার বাইশ গজ এক নয়। তাই এখনই এই তুলনাটা কঠিন।'

## লাল-হলুদের 'স্কুল অফ এক্সেলেন্স'

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই :** ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নবরূপকার পল্টু দাসের স্বপ্নের অ্যাকাডেমির উদ্বোধন।

লাল-হলুদের অ্যাকাডেমিকে গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করল 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্কুল অফ এক্সেলেন্স।' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী, শ্যাম থাপা, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ

### সৌরভ, ঝুলনকে সদস্যপদ

বিশ্বাস ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর হাত ধরে উন্মোচিত হয় 'স্কুল অফ এক্সেলেন্সের' লোগো। আপাতত ফুটবল ও ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। ভবিষ্যতে যুক্ত হবে অ্যাথলেটিক্সও। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় এর অ্যাকাডেমির শাখা থাকবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন ওই অনুষ্ঠানের মঞ্চেই সৌরভ ও ঝুলনের হাতে ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ কার্ড তুলে দেন ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার।

# কাস্টমসকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক ইস্টবেঙ্গল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জুলাই :** তিন ম্যাচের মধ্যে দুইটি জয়, একটা ড্র। পরিসংখ্যানটা এই মরশুমে কলকাতা ফুটবল লিগে ক্যালকাটা কাস্টমসের। তাদের বিরুদ্ধেই শনিবার লিগে খাতায়-কলমে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল।

অতিভারী বৃষ্টিতে স্থগিত হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল-বেহালা এসএস ম্যাচ। কাজেই ভুলত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য মাঝে আরও বেশ কিছুটা সময় পেয়েছেন লাল-হলুদ রিজার্ভ দলের কোচ বিনো জর্জ। বিশেষত সুরুচি সংঘের কাছে আটকে যাওয়ার পর দলের যে জায়গাগুলোয় খামতি চোখে পড়েছিল সেই দিকগুলোয় জোর দিয়েছেন বিনো। তবুও কাস্টমস ম্যাচের আগে বাড়তি সতর্ক তিনি। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মতো দলের বিরুদ্ধে যে কোনও ক্লাবই নিজেদের ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই আমাদের সতর্ক হতে হবে।'

কাস্টমস ম্যাচে লাল-হলুদের প্রথম একাদশে পরিবর্তন হচ্ছেই। কার্ড সমস্যায় নেই সুমন দে। সম্ভবত ওই জায়গায় খেলবেন সিনিয়ার দল থেকে রিজার্ভে আসা প্রভাত লাকড়া। দিন চারেকের অনুশীলনে দলের সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছেন তিনি। এর বাইরে মনোতোষ মাঝি এই ম্যাচেও নেই। তাঁর মাঠে ফিরতে কমপক্ষে আরও সপ্তাহখানেক লাগবে। তবে জেসিন টিকে ফিরছেন। যদিও কাস্টমস ম্যাচে শুরু থেকে তাঁকে খেলানোর সম্ভাবনা কম। পরিস্থিতি বুঝে পরিবর্ত হিসাবে নামানো হতে পারে জেসিনকে।

এদিকে, গত মরশুমে লিগের গ্রুপ পর্বে ইস্টবেঙ্গলকে রুখে দিয়েছিল বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর কাস্টমস। এবারও কাঁটা কোচ বিশ্বজিৎই।

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ দেবার্পিতা মজুমদার (সিমরণ) ঃ- তোমার শুভ জন্মদিনে এই কামনা করি জীবন হোক আনন্দে ভরপুর, স্বপ্নগুলো সত্যি হোক, আর হাসিটা থাক চিরকাল। **আশীর্বাদান্তে- বাবা, দিদন, মা, ঠাঁপটা, দাঁদান, কাজু, কুট্টি দিদন ও সকল পরিবারবর্গ।**
- শান্তিপাড়া, জলপাইগুড়ি।

# বুমরাহ ম্যাজিকে জল ঢাললেন স্মিথ-কার্স

**ইংল্যান্ড-৩৮৭**
**ভারত-১৪৫/৩**
**(দ্বিতীয় দিনের শেষে)**

**লন্ডন, ১১ জুলাই :** প্রথম দিনে হাড়ভাঙা খাটুনি।

ফিরেছিলেন শুধুমাত্র হ্যারি ব্রুকের উইকেট নিয়ে। সুদে-আসলে আজ যা মিটিয়ে নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। দিনের শুরুতেই একেবারে আগুনে স্পেল। একে একে সাজঘরে বেন স্টোকস, জো রুট, ক্রিস ওকস। পরে জোফ্রা আর্চারকে ফিরিয়ে ইনিংসে পাঁচ শিকার। নাম তুললেন লর্ডসের অনার্স বোর্ডে। স্বপ্নের স্পেলে ইংল্যান্ড মিডল অর্ডারকে ধসিয়ে দিয়ে ফিরলেন লাল ডিউক বল সঙ্গে নিয়ে। ঐতিহ্যের লংরুম দিয়ে সাজঘরে ফেরা বুমরাহকে সবাই কুর্নিশ জানাল উঠে দাঁড়িয়ে করতালিতে।

আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে কেন তিনি বিশ্বের সেরা বোলার বোঝালেন স্টোকস (৪৪), রুটদের (১০৪) উইকেট উড়িয়ে। ভাগ বসালেন ফ্যাব ফোরের অন্যতম রুটকে সর্বাধিকবার এগারোবার আউটের প্যাট কামিন্সের রেকর্ডে। সঙ্গে বিদেশের মাটিতে কপিল দেবকে টপকে ভারতীয়দের মধ্যে এক ইনিংসে সর্বাধিক ১৩ বার পাঁচ উইকেট হয়ে গেল বুমরাহর।

বুমরাহ ম্যাজিকের পরও দিনটা ভারতের বলা যাচ্ছে না। ২৫১/৪ থেকে খেলতে নেমে ইংল্যান্ড দ্রুত ২৭১/৭। মনে হচ্ছিল, স্কোরটা ৩২০-৩২৫ রানের মধ্যে আটকে যাবে। যদিও চলতি সিরিজে আরও একবার কাঁটা হয়ে বিঁধলেন জেমি স্মিথ। ফের ইংল্যান্ডের লেজের ঝাপটা। নয় নম্বর ব্যাটার ব্রাইডন কার্সকে (৫৬) নিয়ে ৮৪ রানের যুগলবন্দিতে ফের রং বদলে দেন স্মিথ (৫১)। শেষ তিন উইকেটে ১১৬ রান তুলে ৩৮৭-তে ইংল্যান্ড।

জবাবে শুরুতেই আউট যশস্বী জয়সওয়াল (১৩)। ওকসকে তিন বাউন্ডারিতে 'জাজবলের' ইঙ্গিত রাখলেও দ্বিতীয় ওভারেই আর্চারের শিকার। দীর্ঘ ১৫৯৬ দিন অপেক্ষা শেষে টেস্ট আঙিনায় প্রত্যাবর্তনে তৃতীয় বলেই উইকেট। সেলিব্রেশনে সেই উচ্ছ্বাস।

করুণ নায়ার ফেরেন রুটের অবিশ্বাস্য ক্যাচে। বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে বল মাটি ছোঁয়ার ঠিক আগে বাঁহাতের জাদু। রিপ্লেতে নিশ্চিত হয়ে আঙুল তোলেন আম্পায়াররা। রাহুল দ্রাবিড়কে টপকে টেস্টে নন উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বাধিক ক্যাচ হয়ে গেল রুটের (২১১টি)। জমে গিয়ে ফের বড় রান হাতছাড়া করুণের। চলতি সিরিজে ২০, ০, ২৬, ৩১-এর পর আজ ৪০। চাপ বাড়াবে যা। ল অফ অ্যাভারেজে আটকে গেলেন শুভমান গিলও (১৬)। ক্রিস ওকসের বলে তাঁর ছোট্ট খোঁচা উইকেটরক্ষক জেমি স্মিথের দস্তানায় চলে যায়। তারপরই পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে এসেছেন আঙুলের চোটে দীর্ঘক্ষণ মাঠের বাইরে থাকা ঋষভ পন্থ। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪৩ ওভারে ভারত ১৪৫/৩। লোকেশ রাহুলের (৫৩) সঙ্গে ক্রিজে ঋষভ (১৮)।

৩৭তম শতরানে দ্বিতীয় দিনে ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় দ্বৈরথে ফিতে কাটেন রুট। গতকালের ৯৯ থেকে তিন অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে দেরি করেননি। প্রথম ওভারেই সেঞ্চুরি। রেশটা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বুমরাহর ঘাতক স্পেল (৫-০-২৩-৩) রুটের রক্ষণ ভেঙে দেয়।

তার আগে সাজঘরে স্টোকসও। রবি শাস্ত্রীর কথায়, এখনও পর্যন্ত ম্যাচের সেরা বল। রাউন্ড দ্য উইকেটে এসে উইকেট ভাঙেন বুমরাহ। রুটকে ফেরানোর পর ওকস শিকার। ব্যাটে লেগেছে নিশ্চিত ছিলেন না বুমরাহ, উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেল (ভারতের চিন্তা বাড়িয়ে এদিনও মাঠে অনুপস্থিত ঋষভ পন্থ)। শেষপর্যন্ত রাহুলের দাবি মেনে রিভিউ এবং ওকস প্রাপ্তি।

বুমরাহর হ্যাটট্রিক আটকান কার্স। শুধু হ্যাটট্রিকই নয়, আটকে দেন ভারতের রাশ আরও শক্ত করার লক্ষ্যকেও। এর মাঝেই পারদ চড়াল বল-বিতর্ক। দশ ওভারের মধ্যেই বলের আকৃতি বদল। পরিবর্তে যে বল দেওয়া হয় পছন্দ হয়নি। উত্তেজিত শুভমান আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেন। শেষপর্যন্ত কয়েক ওভার পর সেই বিতর্কিত বলও বদলে ফেলতে হয়।

## বল বিতর্কে মেজাজ হারালেন শুভমান

শুভমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ রেফারির কাছে রিপোর্ট জমা পড়লে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। যেমনটি হয়েছিল ঋষভের ক্ষেত্রে। অবশ্য সুনীল গাভাসকার-শাস্ত্রীরা কিছুটা অবাক ভারতের বল বদলের ভাবনায়। বুমরাহ যেখানে আগুন ঝরাচ্ছেন, সেই বল পরিবর্তনের যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। বলার কথা বল বদলের পরই স্মিথ-কার্সের পালটা মার।

উইকেটকিপার হিসেবে বলের নিরিখে (১৩০৩ বল) দ্রুততম ১০০০ রানের নজির গড়েন স্মিথ। একাধিকবার জীবন পাওয়া কার্সের ঝোলায় সেখানে প্রথম টেস্ট হাফ সেঞ্চুরি। মহম্মদ সিরাজকে ছক্কা হাঁকিয়ে পঞ্চাশে পা রাখেন। চলতি সিরিজে স্মিথের দৌড় অব্যাহত এদিনও। তবে এদিন ৫ রানে স্মিথের ক্যাচ ফেলে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারে ভারতই। সিরাজের বলে স্লিপে সহজ ক্যাচ লোকেশ ধরতে পারলে অনেক আগেই গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

খেসারত ভালোমতো চোকাতে হয়। বুমরাহর আগুনে স্পিনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া থ্রি লায়ন্সের প্রত্যাঘাত স্মিথের হাত ধরেই। সিরাজের শিকার হয়েই যখন ফেরেন, নামের পাশে ৫১। ৮৪ রানের জুটি গড়ে দলকে সাড়ে তিনশো পার করে দিয়েছেন। স্মিথকে ফিরিয়ে লিভারপুলের সদ্য প্রয়াত ফুটবলার দিয়োগো জোটাকে শ্রদ্ধা, মনও জিতে নেন সিরাজ।

*বল পালটানো নিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে আলোচনায় শুভমান গিল।*

## টি২০ বিশ্বকাপে ইতালি

**হ্যাগ, ১১ জুলাই :** অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে ৭ বছর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন জো বার্নস। তাঁর নেতৃত্বেই এবার টি২০ বিশ্বকাপে প্রথমবার যোগ্যতা অর্জন করল ইতালি। ইউরোপিয়ান কোয়ালিফায়ারে শুক্রবার নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে হারলেও ইতালির আগামী বছরের কুড়ির বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়া আটকায়নি। ইউরোপিয়ান কোয়ালিফায়ারে ৪ ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকায় ১৩তম দল হিসেবে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করেছে ইতালি। ইউরোপিয়ান কোয়ালিফায়ারে প্রথম স্থান পাওয়ায় আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলতে চলেছে নেদারল্যান্ডসও।

## হ্যাটট্রিক সুশান্তর

**জলপাইগুড়ি, ১১ জুলাই :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার ইয়েলমো এফএ ৯-২ গোলে জেসিসিএ-কে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা সুশান্ত রায় হ্যাটট্রিক করেন। জোড়া গোল করেন দীপঙ্কর দে ও অভয় রায়। বাকি গোল দুইটি স্বপন রায় ও বিকি দাসের। জেসিসিএ-র গোলস্কোরার অজিত বিশ্বাস এবং শিবা অধিকারী।

# ফাইনালে আলকারাজ

*টানা তৃতীয়বার উইম্বলডনের ফাইনালে উঠে হুংকার কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার। শুক্রবার।*

**লন্ডন, ১১ জুলাই :** উইম্বলডন জয়ের হ্যাটট্রিক থেকে একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। শুক্রবার পুরুষদের সিঙ্গলসের প্রথম সেমিফাইনালে আলকারাজ হারিয়েছেন টেলর ফ্রিৎজকে ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩, ৭-৬ (৮/৬) গেমে। তবে ম্যাচ জয়টা মোটেও সহজ ছিল না আলকারাজের কাছে। প্রথম সেট জিতলেও দ্বিতীয় সেটে দারুণভাবে প্রত্যাবর্তন করেন ফ্রিৎজ। তৃতীয় সেট আলকারাজ ফের দাপটে জিতলেও চতুর্থ সেটের খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে শেষ হাসি হাসেন স্প্যানিশ তারকা।

এখনও পর্যন্ত 'ওপেন এরা'-তে মাত্র চারজন খেলোয়াড় উইম্বলডন জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন। এরা হলেন বিয়ন বর্গ, পিট সাম্প্রাস, রজার ফেডেরার ও নোভাক জকোভিচ। এবার সেই তালিকায় নাম তুলতে মরিয়া আলকারাজও। একই বছরে ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন জয়ের হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব রয়েছে বিয়ন বর্গের। এবারের উইম্বলডন জিতলে টানা দুই বছর ফরাসি ওপেন ও উইম্বলডন জয়ের বিরল নজির গড়বেন আলকারাজ।

## জিতল কলাবাগান ক্লাব

**কোচবিহার, ১১ জুলাই :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে শুক্রবার কলাবাগান ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি ৫-৩ গোলে চিলা রায় স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে কলাবাগানের রোহিত দাস জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি গোল চিন্ময় রায়, সুমন মুর্মু ও ম্যাচের সেরা আরিফ হোসেনের। স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের দেবাঙ্কুর বর্মন হ্যাটট্রিক করেন। আরিফ ম্যাচের সেরা হয়ে পেয়েছেন নীলমণি হাজরা ও প্রতিমা হাজরা ট্রফি।

*ম্যাচের সেরা আরিফ হোসেন। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর*

## বিবেকানন্দ-বলরামপুর ড্র

**তুফানগঞ্জ, ১১ জুলাই :** মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে শুক্রবার বিবেকানন্দ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও বলরামপুর একাদশের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। সংস্থার মাঠে বিবেকানন্দের ধীমান মণ্ডল ও দেবরাজ বর্মন গোল করেন। বলরামপুরের গোল দুইটি নবীন মণ্ডল ও অভিজিৎ করের। ম্যাচের সেরা বিবেকানন্দের নবীন সাহা। রবিবার খেলবে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব।

## জেলা যোগাসন কাল

**আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই :** জেলা যোগা সংস্থার উদ্যোগে আলিপুরদুয়ার জেলা যোগাসন রবিবার কলেজ হল্ট এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে। সংস্থার সচিব প্রবীর দত্ত জানিয়েছেন, ১৬টি বিভাগে ৪৫০ জন অংশ নেবেন।

## ৬ গোল শিশুর

**রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই :** জেলা ক্রীড়া সংস্থার দেবকুমার দত্ত ট্রফি আন্তঃ ক্লাব ফুটবলে শুক্রবার রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাব ১১-২ গোলে অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ম্যাচের সেরা শিশু পাহান হ্যাটট্রিক সহ ৬ গোল করেন। হ্যাটট্রিক সহ চার গোল মহেশ টুডুর। অন্য গোলটি করেন প্রবীর সরকার। অশোকপল্লির গোলস্কোরার বিমল সরেন ও রাজেশ হেমব্রম। শনিবার খেলবে ফ্রেন্ডস অফ দিশা ও সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়।

*ম্যাচের সেরা হয়ে শিশু পাহান। ছবি : রাহুল দেব*